চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 179 Tuesday, 30 May, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৭৯ সংখ্যা ❋ ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৩০ মে, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নয়া সংসদ ভবন পেয়েছে দেশ। জমকালো অনুষ্ঠান করে রবিবার নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাহুল গান্ধির পর সোমবার একই সুর ধ্বনিত করলেন মহুয়া মৈত্র। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সাংসদ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

রেলের ওভারহেড তারে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। সোমবারের এই ঘটনার জেরে আচমকাই থমকে গেল হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটের ট্রেন পরিষেবা। বন্ধ হয়ে যায় স্থানীয় স্টেশনগুলিতে লোকাল ট্রেন চলাচলও। ...বিস্তারিত পাতা ৬

শহরে পানীয় জলের সমস্যা চিরতরে সমাধান করতে চায় শিলিগুড়ি পুরনিগম। অন্য কোনো দপ্তরের ওপর ভরসা না করে পানীয় জল সরবরাহে নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় পুরনিগম। সোমবার পুরনিগমের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৭

একটি গোল, দুটি লক্ষ্য পূরণ। পিএসজি-স্ত্রাসবুর্গ ম্যাচটি লিওনেল মেসির জন্য ছিল এমনই। স্ত্রাসবুর্গের মাঠে হওয়া ম্যাচটিতে মেসির গোলে ১-১ ড্র করে পিএসজি। এই ড্রয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'তে ১১তম শিরোপা নিশ্চিত করে পিএসজি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাইরনের তৃণমূলে যাওয়ায় মমতাকে চ্যালেঞ্জ অধীরের

'দিদি এক মাঘে শীত যায় না'

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৯ মেঃ যাঁকে সাগরদিঘিতে প্রার্থী করে সাগরদিঘিতে মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছিলেন, সেই বাইরন বিশ্বাসই আজ তৃণমূলে যোগ দিলেন। শুধু তৃণমূলে যোগ দেওয়াই নয়, দলবদল করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধেই তোপ দেগেছেন বাইরন। সাগরদিঘির বিধায়কের অভিযোগ, বিজেপি-র বিরুদ্ধে কোনও কথাই বলেন না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। বরং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য তৃণমূলকে নিচু করা। একই সঙ্গে বাইরনের দাবি, ব্যক্তিগত কৃতিত্বেই সাগরদিঘিতে জিতেছেন তিনি। এই জয়ের পিছনে কংগ্রেসের কোনও অবদান নেই। বাইরন এই তোপ দাগার পরই তার পাল্টা জবাব দিয়েছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বাইরনের উদ্দেশ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির জবাব, ''দল তোমাকে বাইরন বিশ্বাস করেছে। তোমার বাজার দর তৈরি করেছে। না হলে তৃণমূল কংগ্রেস আজ তোমার কাছে যেত না। তাই একটা কথাই বলব ভাইটি আমার, কংগ্রেসকে অকারণে আক্রমণ না করে নিজের ইমানের দিকে তাকাও।'' অধীর চৌধুরী আরও বলেন, ''তুমি ভাল পরিবারের ছেলে বলে বিশ্বাস করি। তোমার সততার উপরে বিশ্বাস করেছিলাম। বাইরন বিশ্বাসের মতো লোককে সুযোগ দিয়েছিলাম। সুযোগ দেওয়াটা কোনও অপরাধ নয়। যাঁরা সুযোগের অপব্যবহার করে, অন্যায়টা তাঁরা

করে।'' বাইরনের দলবদলের জন্য সরাসরি তৃণমূলনেত্রীকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন অধীর চৌধুরী। রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, ''দিদি দল ভাঙানোর খেলায় সিদ্ধ হস্ত সেটা সবাই জানেন। এর ফলে মানুষের সামনে তৃণমূলের চেহারা আরও নগ্ন হল। মানুষের রায়কে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। তিনি মানুষের রায়কে পদদলিত করলেন। আমরা দিদি আপনার চ্যালেঞ্জ মেনে নিলাম। আগামী দিনে মোলাকাত হবে রাজনীতির ময়দানে, নির্বাচনের ময়দানে। আমাদের জেদ আরও বাড়ল। কংগ্রেস কর্মীদের বলছি, আপনারা এতটুকু দুঃখ পাবেন না। এক মাঘে শীত যায় না। দিদি যে খেলা শুরু করেছেন, সেই খেলাই ওনাকে ধ্বংস করবে।'' বাইরন বিশ্বাসের দলবদলের পরই সাগরদিঘি মডেল নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও তা মানতে নারাজ কংগ্রেস এবং সিপিএম নেতারা। সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''মডেল মুখ থুবড়ে পড়ল না। হাটেবাজারে বিক্রি হওয়া প্রাণী পাওয়া যায়। সেরকম কিছু প্রাণী মানুষের মধ্যে থাকেন। সেরকমই একটি প্রাণী বিক্রি হয়ে গেল। নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের পদাঙ্কই তৃণমূল অনুসরণ করল। এর পরিণতি মারাত্মক।'' প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের তুমুল সমালোচনা করে অভিষেক বলেন, ''রামধনু ভোটের জোট হল শূন্য। ওরা কার সুবিধা করেছিল সেটা সবাই দেখেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে সুবিধা করে দিয়েছিল। আর অধীর চৌধুরী সুবিধা করে দিয়েছিল। কংগ্রেস যদি ভাবে এখানে সমালোচনা করব, আক্রমণ করব আর ওখানে গিয়ে বলবে আমাদের কথা শুনবে না। সেটা হতে পারে না। অধীর চৌধুরী কাকে মদত দিচ্ছেন? ভোট কার দিকে ট্রান্সফার হয়েছে। মনোজ চক্রবর্তী আসন কী হয়েছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করছেন। আর উনি ভোট কাটছেন।''

নবান্নের বিরাট পদক্ষেপ

রাজ্যের সব প্রকল্পে চলবে কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে জয় জহর প্রকল্প রাজ্য সরকারের সমস্ত সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারীতে অভিন্ন পোর্টাল সোশ্যাল রেজিস্ট্রি সিস্টেম চালু হচ্ছে। লক্ষ্য, এক ব্যক্তি রাজ্য সরকারের একইধরনের একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা না পায়। পাশাপাশি এই ধরনের প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে না এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাদের নাম নথিভুক্ত করা। এ জন্য রাজ্য সরকার আধার কার্ড নম্বরকে হাতিয়ার করতে চাইছে। আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই এই নয়া পোর্টাল আত্মপ্রকাশ করবে। নিয়ন্ত্রণ করবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর। নবান্ন জানিয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগী নামের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ করার কাজ প্রায় শেষ। এখন এই সমাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি বিভিন্ন দফতরের অধীনে রয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, প্রতিবন্ধী পেনশন, প্রতিবন্দি পড়ুয়াদের বৃত্তি প্রকল্পগুলি নারী ও শিশু কল্যান দফতরের। আবার অনগ্রসর কল্যান দফতর শিক্ষাশ্রী বৃত্তি দেয়। সংখ্যালক্ষু দফতরের বৃত্তি রয়েছে। সংখ্যালঘুদের সিংহভাগই এখন অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর মধ্যে পরে। তদের পোর্টালেই এই প্রকল্পগুলির তথ্য মেলে। ফলে অনেক সময়ই নজরে আসছে এক ব্যক্তি সংখ্যালঘু বৃত্তি পাচ্ছে আবার একই সঙ্গে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির বৃত্তি পাচ্ছে। দুই বৃত্তি এক ব্যক্তির পাওয়ার কথা নয়। আবার বিধবা ভাতা নিচ্ছে একই সঙ্গে বয়স্ক ভাতা পেনশন নিচ্ছে। এই ত্রুটি দূর করতে রাজ্য সরকার সমস্ত দফতরের অধীনে থাকা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে 'সোশ্যাল রেজিস্টির সিস্টেম' নামে নয়া পোর্টাল তৈরি করছে। এই পোর্টালের তথ্যকে ভিত্তি করেই অর্থ দফতর সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরসারি টাকা পাঠিয়ে দেবে। সংশ্লিষ্ট দফতরের কোনও ভূমিকা থাকবে না। খাদ্যসাথীর তথ্যকে ভিত্তি করেই এই নয়া পোর্টালের তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নবান্ন কর্তাদের যুক্তি, রাজ্যে প্রায় ১০০ শতাংশ মানুষের ডিজিটাল রেশন কার্ড রয়েছে। ৯৭ শতাংশ রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগ রয়েছে। ফলে এই কেন্দ্রীয় পোর্টালের পক্ষেও সহজ হবে এক ব্যক্তি কতগুলি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। একই ধরনের বৃত্তি বা পেনশনের একাধিক সুবিধা এক ব্যক্তি পাচ্ছেন কিনা। পেলে তার সঙ্গে কথা বলে একই ধরনের সুবিধা দু'টির বদলে একটি পায় তা স্থির করে বাকিগুলি বাতিল করা সহজ হবে। আবার প্রকৃত গরীব মানুষ রেশন কার্ড রয়েছে। অথচ কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ পান না তাদর চিহ্নিত করে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সুবিধা হবে। পোর্টালের নোডাল অফিসার করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ সেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পি বি সেলিমকে।

সরকারি জমি বেচবে নবান্ন

অর্থ দফতরের নির্দেশিকা গেল জেলাগুলিতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ রাজ্যের পড়ে থাকা 'পরিত্যক্ত জমি'তেই এবার বাজি কারখানা করতে চাইছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই তার জন্য সোমবার বিশেষ নির্দেশ ফের জেলাগুলিকে পাঠাল নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর, মঙ্গলবারের মধ্যেই সেই জমি খুঁজে বের করে তালিকা পাঠানোর নির্দেশ জেলাশাসকদের দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিবের তরফে। এদিনের দেওয়া নির্দেশে বলা হয়েছে, যে অঞ্চলে বাজি কারখানা রয়েছে তার সংলগ্ন অঞ্চলেই যে সমস্ত জমি পরিত্যক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাজি কারখানার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের অসুবিধা হবে না বলেও মনে করছে নবান্নের শীর্ষ মহল। গত শুক্রবার মুখ্য সচিব জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক করেন বাজি কারখানাকে কেন্দ্র করে। সেখানে পরিবেশ বান্ধব বাজি বিক্রি করার পাশাপাশি শব্দবাজি বিক্রি নিয়েও একাধিক নিষেধাজ্ঞার কথা জানান মুখ্য সচিব। শুধু তাই নয়, বেআইনি বাজি উদ্ধারের অভিযান আরও চালানোর নির্দেশ পুলিশকে

অবস্থায় রয়েছে তার তালিকা তৈরি করে আগামিকাল, মঙ্গলবারের মধ্যেই পাঠাতে। প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকার ক্লাস্টার তৈরি করার কথা পরিকল্পনা করলেও আপাতত পরিত্যক্ত জমিগুলিতে বাজি তৈরির কারখানা করতে চাইছে নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বাজি কারখানার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কয়েক হাজার শ্রমিক। তাই তাদের আর্থিক সমস্যা যাতে না হয় তার জন্যই দ্রুত এই পদক্ষেপ নিতে চাইছে নবান্ন শীর্ষ মহল। পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ কয়েকটি জেলায় একাধিক বাজি কারখানা রয়েছে। ইতিমধ্যেই গত সপ্তাহে মুখ্য সচিব স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন জনবহুল এলাকায় বাজি কারখানা করা যাবে না। সেক্ষেত্রে সেই বাজি কারখানা গুলিকে কিভাবে স্থানান্তর করা যায় তার জন্যই সেই অঞ্চলের আশপাশেই পরিত্যক্ত জমি খোজার দিয়েছেন মুখ্য সচিব। গত সপ্তাহে শনিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের খাদিকুল গ্রাম পরিদর্শনে যান। খাদিমুল গ্রামে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের হোম গার্ডের চাকরি ও আর্থিক সুবিধা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই সঙ্গে আগামী দিনে রাজ্য সরকার যে ক্লাস্টার গড়ে তুলতে চায় সেই বিষয়েও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তার পরপরই মুখ্য সচিবের তরফে জেলাশাসকদের এই নির্দেশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, মূলত কোন কোন জেলায় বাজি কারখানাকে কেন্দ্র করে কী কী ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে তার জন্যই দ্রুত এই তালিকা যাওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের কাছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

'আমার জয়ে কংগ্রেসের কোনও অবদান ছিল না'

হাত ছেড়ে জোড়াফুলে বাইরন

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২৯ মেঃ অবশেষে তৃণমূলে যোগ দিলেন বাম সমর্থিত কংগ্রেসের একমাত্র বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। এর ফলে বিধানসভায় ফের 'শূন্য' হয়ে গেল হাত। সাগরদিঘি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে তাক লাগিয়ে দেওয়ার পর একাধিকবার তাঁর তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনার মুখে তীব্র বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত সেই ঘাসফুলেই আশ্রয় নিলেন বাইরন। জেতার ৩ মাসের মধ্যেই এই দলবদল ঘটল। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে ঘাসফুল পতাকা হাতে তুলে নেন বাইরন। নবাগত বিধায়ককে মা-মাটি-মানুষের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন অভিষেকও। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই দলবদল কংগ্রেসের কাছে নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়ে বাইরন বলেন যে তিনি কংগ্রেসের ভোটে জেতেননি, জিতেছিলেন নিজের নাম এবং ভাবমূর্তিতে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বলেন, বাইরনের সমগ্র পরিবার তৃণমূলের সমর্থক এবং বাইরন এই উপনির্বাচনের আগে একাধিকবার তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ঘটনায় সঙ্গতভাবেই সব থেকে বেশি অস্বস্তিতে পড়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এদিন বলেন, ''নির্বাচনে জেতার পর স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের একজন জনপ্রতিনিধিকে তো ভয় দেখানো কিংবা হুমকি দেওয়া চলবেই। তৃণমূলের প্রথম যেটা পদ্ধতি, অর্থাৎ টাকা দেখানো সেটা দেখায়, তারপর ডান্ডা দেখায়। যখন বাইরনকে টাকার কথা বলা হয়েছিল, তখন ও বলেছিল, আমি আপনাদের কিনে নেব, কোনও অসুবিধা নাই। তারপর যখন ওরা দেখল বাইরন ভয় পাচ্ছে

না, তখন ডান্ডা দেখাল। কারণ, তৃণমূল আর কোনও ভাবেই ম্যানেজ করতে পারল না। ফলে নিয়মিত হুমকি ফোন। বাইরন নিয়ম মেনেই করেছেন যা করার, এর মধ্যে কোনও অনিয়ম নেই।'' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা সকলেই খুশি, বাইরন আজকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই বছর ২ মার্চে সাগরদিঘি উপনির্বাচনে ফল ঘোষণা হয়। সেখানে সাগরদিঘির মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জিতেছিলেন। বিধানসভায় বিধায়ক হিসাবে শপথ নেন। আমার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ হয়েছিল। জনসংযোগ যাত্রায় একাধিকবার ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞ ও তৃণমূলের মতাদর্শকে সামনে রেখে তৃণমূলে যোগ দিলেন।'' তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় বাইরন মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইটা করবেন। জাতি দলমত নির্বিশেষে কাজ করবেন। আগামী দিনে তৃণমূলের সৈনিক হিসাবে কাজ করবেন।'' বাম-কংগ্রেস জোট সম্পর্কে তিনি বলেন, ''রামধনু জোটের সার্বিক ফল হচ্ছে শূন্য। কী ফল করেছে? লড়াই ছিল তৃণমূল বনাম বিজেপি। কংগ্রেসের নেতারা সিপিএম-আইএসএফের সঙ্গে জোট করে কাদের সুবিধা করে দিয়েছে? মানুষ দেখেছে। আমাদের নেত্রী ১০ দিন আগে বলেছেন, আমরা জাতীয় স্তরে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে পারি। কিন্তু বাংলায় যেখানে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি, সিপিএম আর বিজেপির হাত শক্তিশালী করছেন অধীর চৌধুরী।'' তৃণমূলে যোগ দিয়ে বাইরন বিশ্বাস বলেন, ''আমি যে জয়ী হয়েছে, এর পিছনে কংগ্রেসের কোনও অবদান ছিল না। আমরা বরাবরই তৃণমূল করে এসেছি। তৃণমূলের টিকিট পাওয়ারও চেষ্টা করেছিলাম। পাইনি। যদি কংগ্রেসের অবদান থাকত, তাহলে তো ২০২১ সালেও জিততাম। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর আরও বিপুল ভোটে জয়ী হব।'' এই ঘটনার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গেলে, বেশ কয়েকটা মাস পিছোতে হবে। সাগরদিঘি উপনির্বাচন, আর তাতে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের জেতা, বাংলার রাজনীতিতে মাইলস্টোন তৈরি করেছিল। বস্তুত, সাগরদিঘিকে মডেল করে বাম-কংগ্রেস নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করছিল পঞ্চায়েতের আগে। অধীর চৌধুরী বলেছিলেন, ''বাইরন আমাদের আয়রন''। কিন্তু আজকের দিনটা অধীর চৌধুরীর আত্মবিশ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাসে জল পড়ল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ছবি-সৌরভ দত্ত

এবার রাজ্যপালের কোর্টে 'বল', আজ থেকে শূন্য রাজ্য কমিশনারের পদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ সোমবার থেকে কমিশনারহীন রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কে নতুন কমিশনার হবেন তা নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে জট এখনও কাটেনি। রবিবার মেয়াদ শেষ হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসের। এদিকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হল সাংবিধানিক পদ। সাধারণভাবে তা শূন্য থাকার কথা নয়। যদিও অতীতেও দেখা যায়, সেই পদ শূন্য ছিল। প্রাক্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্র কুমার সিংয়ের মেয়াদ শেষের পর নতুন কমিশনার হিসাবে সৌরভ দাসের দায়িত্ব পর্বে ২৪ দিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদ শূন্য ছিল। এ ক্ষেত্রে কত পদ শূন্য থাকবে অনিশ্চিয়তা রয়েছে। কারণ, কমিশনার কে হবেন, সেই ফাইলে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সই না করলে নতুন কমিশনার নিযুক্ত হতে পারবেন না। নবান্ন তরফে শুরুতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য রাজভবনে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস রাজীব সিনহা-র নাম পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীতে আইএএস অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অজিত রঞ্জন বর্ধনের নাম পাঠানো হয়। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও নামেই সম্মতি দেননি রাজ্যপাল। কেন শুধুমাত্র রাজীব সিনহা? ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের কাছে এই প্রশ্ন জানতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। তারপরেই আরও একটি নাম পাঠায় রাজ্য সরকার। কিন্তু তারপরেও কোনও নামেই সম্মতি দেননি রাজ্যপাল। সোমবার সকালেই দিল্লি গিয়েছেন রাজ্যপাল। তবে রাজ্য সরকারের তরফে আরও কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসারের নাম ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে রাজ্যের প্রস্তাবে সাড়া দিতে চাননি রাজ্যপাল। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আগামী মাসেই ঘোষণার সম্ভাবনা প্রবল। সেই কারণে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে রাজ্যের আলোচনা প্রয়োজন। অর্থাৎ বেশিদিন যে এই পদ ফাঁকা থাকবে না তা স্পষ্ট। রাজ্য বিজেপি-র মুখ্যপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''একটি সাংবিধানিক পদ। কীভাবে নিয়োগ হবে তার জন্য পদ্ধতি রয়েছে। রাজ্যের দায়িত্ব তা মেনে চলা।''

বাসের সঙ্গে এসইউভি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত ২ শিশু-সহ ১০

মহীশূর, ২৯ মেঃ সপ্তাহের প্রথম দিন আরও এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী হল কর্নাটক। কর্নাটকের মহীশূরের কাছে একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হল যাত্রীবোঝাই একটি এসইউভি গাড়ির। সোমবার দুপুরে এই ঘটনায় একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় এসইউইভ গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ওই গাড়ির ১০ যাত্রীর। যার মধ্যে ২ শিশুও রয়েছে। ওই গাড়ির একমাত্র জীবিত আরোহী বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানায়, মহীশূরের কাছে নরসিংহপুরা এলাকায় ইনোভা গাড়ির সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ইনোভা গাড়িটিতে ২ শিশু-সহ মোট ১১ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছাড়া এই দুর্ঘটনায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে ইনোভা গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং হতাহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং ওই গাড়ির একমাত্র জীবিত আরোহীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, ঘাতক বাসটি ধরা যায়নি। বাসচালকের খোঁজ শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, রবিবার বিকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল কর্নাটকের কুশতাগি তালুকে। কালকেরি গ্রামের কাছে জাতীয় সড়কের উপরে একটি এসইউভি গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়িটি একেবারে চলন্ত ট্রাকের নীচে চলে গিয়েছিল। ফলে একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় এসইউভি গাড়িটি। এই দুর্ঘটনায় দুই শিশু ও এক মহিলা সহ মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়।

'নিয়োগ দুর্নীতির কিংপিন পার্থই', বললেন খোদ বান্ধবী অর্পিতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতির কিংপিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার আদালতে দাঁড়িয়ে এমনটাই জানালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর আইনজীবী। একইসঙ্গে অর্পিতা জানান, সংস্থার সব কাজ হত পার্থর বাড়িতে। বেলঘড়িয়ার ফ্ল্যাটে অনন্ত টেক্সফ্যাবের অফিস ছিল। সেই কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং ওই সংস্থার সব ক্ষমতা পার্থর হাতেই ছিল বলে জানান অর্পিতা। দীর্ঘ ৯ মাস পর আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে এমনটাই জানালেন অর্পিতা। আদালত সূত্রে খবর, এদিন সিবিআই আদালতে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি হয়। তখনই নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর আইনজীবী। বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট অনন্ত টেক্সফ্যাবের রেজিস্টারর্ড অফিস প্রসঙ্গে অর্পিতা বলেন, ''বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট অনন্ত টেক্সফ্যাবের রেজিস্টার্ড অফিস ছিল। আমার সাথে অনন্ত টেক্সফ্যাবের সম্পর্ক কি! আমাকে ব্যবহার করা হয়েছিল অনন্ত টেক্সফ্যাবের শেয়ার ট্রান্সফার করার জন্য। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেয়ে বিদেশে থাকায় এটা করা হয়। পার্থ-ঘনিষ্ঠ একজন জোর করে এটা করেছিল। ওই সংস্থার সব ক্ষমতা পার্থর হাতেই ছিল।'' তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় অর্পিতা এদিন বলেন, ''বিভিন্ন সংস্থায় থাকা টাকা পার্থর, আমার নয়। ইডি-র তদন্তই তাই বলছে। নগদ আর গয়না যেগুলি উদ্ধার হয়েছে সেগুলিও অনন্ত টেক্সফ্যাবের। এটা বেনিফিসারি ছিল না। কামাল সিং ভূতোরিয়া, মৃন্ময় মালাকার, মনোজ জৈন। এরা বিশ্বাস করে বিভিন্ন সংস্থার ডিরেক্টর হয়েছিল। কিন্তু এদের ছাড় দেওয়া হল। তাহলে আমার মক্কেলের ক্ষেত্রে সেটা হল না কেন?'' এই

ইডি-র তদন্তে প্রকাশ হয়েছে। ওই সংস্থার ১০০ শতাংশ শেয়ার হোল্ডার পার্থর পরিবারের হাতেই ছিল, সেটা মনোজ জৈন বলেছেন। এই সব সংস্থার সব কাজও হত পার্থর বাড়িতে।'' এরপরই অর্পিতার দাবি, ''এটা যদি দাবা খেলা হয় তাহলে তার রাজা কে সেটা পরিস্কার। আমার বয়স্ক মা রয়েছেন, আমার পালানোর সম্ভাবনা নেই।'' অর্পিতার বক্তব্যের ভিত্তিতেই অন্যান্য মামলার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর আইনজীবী বলেন, ''আমার মক্কেল প্রসঙ্গেই তিনি অর্পিতার জামিনের জোর আবেদন জানান। যদিও ইডি-র আইনজীবী অর্পিতার জামিনের বিরোধিতা করেন এবং গ্রেফতারের আগে বয়স্ক মায়ের সঙ্গে যে অর্পিতার যোগাযোগ ছিল না, তাও পরোক্ষে উল্লেখ করেন। ইডি-র আইনজীবী আরও বলেন, ''ওনারা বলছে পার্থই কিং। কিন্তু ওনাকেই ঠিক করতে হবে উনি ডিফেক্ট রানি নাকি পার্থকে কাকু বলবেন।'' এলআইসি-র প্রসঙ্গ তুলে ইডি-র আইনজীবী কটাক্ষের সুরে আরও বলেন, ''বলা হচ্ছে পার্থ ও অর্পিতার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এলআইসি ফর্মে সই করেছে। লিখেছে কাকু পার্থ। এখন কাকু-দুজন একজন পার্থ। অন্যজন কালীঘাটের।'' গ্রেফতারের আগেই অর্পিতার ফ্ল্যাট খেকে বিপুল টাকা ও গয়না মিলেছিল। তখন অর্পিতা তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বলেও উল্লেখ করেন ইডি আইনজীবী। অর্পিতা দুর্নীতিতে যুক্ত না হলে ওই টাকা তাঁর ফ্ল্যাটে কিভালে গেল, ঘনিষ্ঠ কেউ না হলে কেউ ফ্ল্যাটের চাবি কেন দেবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পার্থর উদ্ধৃতি তুলে ধরে ইডি আইনজীবী আরও বলেন, ''২০১২ থেকে বোলপুরে পার্থ-অর্পিতার সম্পত্তি রয়েছে। সে ব্যাপারে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন তিনি কিছু জানেন না, অর্পিতা জানেন।'' অর্পিতাকে ফাঁসানোর দাবি খারিজ করে ইডি-র পাল্টা যুক্তি, ''উনি বলছেন, জোর করে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য কোনও অভিযোগ কোথাও করেছিলেন কি? উনি আসলে ওই জীবনযাত্রা ভোগ করেছেন।'' অর্পিতা 'একই দোষে দুষ্ট' বলেও দাবি জানান তিনি। এদিন বিচারক দু-পক্ষের সওয়াল জবাব শোনেন এবং অর্পিতার জামিনের রায়দান আপাতত স্থগিত রাখেন। বুধবার, ৩১ মে এব্যাপারে রায় জানাবেন বলে বিচারক জানিয়েছেন।

দিল্লির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী যাদুঘর, ১০১ তম 'মন কি বাত'-এ নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ দেশের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীদের উৎসর্গ করা পিএম মিউজিয়াম জাতীয় রাজধানীতে বাড়তি সৌন্দর্য যোগ করছে। গত রবিবার ১০১ তম 'মন কি বাত'-এ একাধিক মিউজিয়ামের কথা উল্লেখ করে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তাঁর এদিনের 'মন কি বাত'-এ উঠে আসে একাধিক মিউজিয়ামের কথা। তিনি বলেন, গুরুগ্রামে একটি অনন্য যাদুঘর রয়েছে - মিউজও ক্যামেরা। ১৮৬০ সালের পর থেকে তৈরি ৮ হাজারেরও বেশি ক্যামেরার সংগ্রহ রয়েছে এখানে। তামিলনাড়ুর মিউজিয়াম অব পসিবিলিটিস আমাদের বিশএষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখে নকশা করা হয়েছে। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাস্তু সংগ্রহালয় এমন একটি জাদুঘর, যেখানে ৭০ হাজারেরও বেশি জিনিস সংরক্ষণ করা হযেছে।এদিনের 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মেমোরি প্রজেক্ট হল এক ধরনের অনলাইন মিউজিয়াম। এটি সারা বিশ্ব থেকে পাঠানো ছবি এবং গল্পের মাধ্যমে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের লিঙ্কগুলিকে সংযুক্ত করে। দেশভাগের ভয়াবহতার সঙ্গে জড়িত স্মৃতিগুলিও সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।গত কয়েক বছরেও, আমরা ভারতে নতুন ধরণের যাদুঘর এবং স্মৃতিসৌধ তৈরি হতে দেখেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী ভাই-বোনদের অবদানের জন্য নিবেদিত দশটি নতুন যাদুঘর স্থাপন করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘ শান্তি নিরাপত্তা বাহিনী দিবসঃজাতীয় যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণ সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ স্থল সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে সোমবার শান্তি প্রতিষ্ঠায় শহীদ ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশে নতুন দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেছেন। রাষ্ট্রসংঘ ও বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৭৫ তম রাষ্ট্রসংঘ শান্তি নিরাপত্তা বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে এই পুষ্প স্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কঙ্গো, লাইবেরিয়া, দক্ষিণ সুদান সহ একাধিক দেশে ৫১ টিরও বেশি শান্তিরক্ষা মিশনে ৩ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় সেনাদের মোতায়েন করা হয়েছে।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এদিন এক বার্তায় জানান, রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষীদের আন্তর্জাতিক দিবসে, বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষীদের সাহস, উৎসর্গ এবং প্রতিশ্রুতিকে কুর্নিশ জানাই। শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য তাদের অবদানের প্রশংসা করছি এবং তাদের অনেক ত্যাগকে স্মরণ করছি আজকের দিনে।

মহারাষ্ট্রের বুলধানায় সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে আগুন ধরে গেল গাড়িতে

বুলধানা, ২৯ মে ঃ মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের ওপর আগুন ধরে গেল একটি গাড়িতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে গাড়িটি, এরপর সেই গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। সোমবার সকাল পাঁচটা থেকে ৫.৩০ মিনিটের মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।বিবি থানার একজন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার সকাল পাঁচটা থেকে ৫.৩০ মিনিটের মধ্যে সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দেউলগাঁও কোল গ্রামের কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে, এরপর সেই গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। গাড়িতে ৩ জনই ছিলেন।

নতুন সংসদ ভবনে ৭৫ টাকার স্মারক কয়েনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২৯ মে ঃগতরবিবার নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন সংসদের উদ্বোধন হল। ঐতিহাসিক দিনে ৭৫ টাকার বিশেষ মুদ্রার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই স্মারক মুদ্রার উদ্বোধন করা হয়। সেইসঙ্গে ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে যে বিশেষ স্ট্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, সেটাও প্রকাশ করেন মোদী।কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতার ট্যাঁকশালে (যা তারাতলায় অবস্থিত) ৭৫ টাকার স্মারক মুদ্রা তৈরি করা হয়েছে। তাতে ৫০ শতাংশ রুপো, ৪০ শতাংশ তামা, পাঁচ শতাংশ নিকেল এবং পাঁচ শতাংশ দস্তার সংমিশ্রণ আছে। স্মারক ৭৫ টাকার কয়েনের ওজন হয়েছে ৩৫ গ্রামের মতো (৩৪.৬৫ গ্রাম থেকে ৩৫.৩৫ গ্রামের মধ্যে ওজন)। ওই কয়েনের সামনে দিকে অশোক স্তম্ভের সিংহের মুখ আছে। একেবারে মাঝখানে সিংহের মুখ রাখা হয়েছে। অশোক স্তম্ভের ঠিক নীচে দেবনাগরী হরফে 'সত্যমেব জয়তে' লেখা আছে। সেটার ঠিক নীচে লেখা আছে ইংরেজিতে ৭৫ টাকা। সঙ্গে বড়-বড় অক্ষরে রুপির চিহ্ন লেখা আছে। আর ডানদিকে ইংরেজিতে লেখা আছে 'ইন্ডিয়া'। বাঁ-দিকে দেবনাগরী হরফে 'ভারত' লেখা আছে।রবিবার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ৭৫ টাকার স্মারক মুদ্রার পিছন দিকে নয়া সংসদ ভবনের ছবি আছে। উপরের দিকে দেবনাগরী হরফে লেখা আছে 'সংসদ সংকুল'। নীচের দিকে ইংরেজি 'পার্লামেন্ট কমপ্লেক্স' (সংসদ ভবন) লেখা আছে। যে বৃত্তাকার কয়েনের ব্যাস হল ৪৪ মিলিমিটার।যে স্মারক মুদ্রা আনা হয়, তা বাজারে কেনাবেচার জন্য ব্যবহৃত হয় না। অর্থা লেনদেনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না মানুষরা। তবে স্মারক মুদ্রা হিসেবে সেই মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখা যাবে। সিকিউরিটিজ অফ প্রিন্টিং অফ মিন্টিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে তাঁরা স্মারক মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারবেন।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট পদে ফের নির্বাচিত এর্ডোগান, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রিচেপ তাইপ এর্ডোগানকে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। সোমবার সকালে এক টুইট-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন রিচেপ তাইপ এর্ডোগান। আমি নিশ্চিত আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক ইস্যুতে সহযোগিতা আগামী সময়ে বাড়তে থাকবে।ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগে নিজেই দাবি করেছিলেন, ফের তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন। গত রবিবার রাতে ৯৯.৪৩ শতাংশ ভোট গোনা হয়ে যাওয়ার পরে সে দেশের নির্বাচন বোর্ড জানিয়েছে, ৫২.১৪ ভোট পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইপ এর্ডোগান। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কিলিচডারোলু পেয়েছেন ৪৭.৮৬ ভোট। নির্বাচন বোর্ডের প্রধান আহমেত ইয়েনের জানিয়েছেন, এর্ডোগান এগিয়ে আছেন প্রায় ২০ লক্ষ ভোটে। বাকি ভোট গোনা শেষ হয়ে গেলেও এগিয়েই থাকবেন তিনি। সে ক্ষেত্রে পঞ্চম বার প্রেসিডেন্ট হওয়া প্রায় নিশ্চিত এর্ডোগানের। অন্যদিকে তুরস্কের আঙ্কারাতে, তুরস্কে দ্বিতীয় দফার (রান-অফ) ভোটে বিজয়ী হয়ে তৃতীয়বারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। ৯৯.৪৩ শতাংশ ভোট গণনা শেষে এরদোগান ৫২.১৬ শতাংশ ভোট পাওয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন তুরস্কের সুপ্রিম ইলেকশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেত ইয়েনার। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল কিলিচদারোগ্লু পেয়েছেন ৪৭.৮৪ শতাংশ ভোট। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, ভোটারের উপস্থিতি ছিল ৮৫.২৪ শতাংশ।দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে বিজয়ের পর দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। তিনি বলেছেন, এই জয় সাড়ে আট কোটি তুর্কির। দেশের সব মানুষ নির্বাচনে জিতেছে।বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর তাৎক্ষনিকভাবে ইস্তানবুলে উপস্থিত সমর্থকদের উদ্যেশ্যে এরদোয়ান বলেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য তুরস্ক শাসনের দায়িত্ব আবারও আমাদের হাতে দেওয়ার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, ১৪ মে ও ২৮ মে'র ভোটে দেশের সাড়ে ৮ কোটি মানুষ জয়ী হয়েছে। আমি বলতে চাই, আমরা এমন জয় পেয়েছি যেখানে কেউ হারেনি। সুতরাং আজ তুর্কিরাই জয়ী হয়েছে।এরদোগান আরও বলেন, জনগণের সমর্থনে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা সম্পন্ন করেছি। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উৎসব উদযাপনের জন্য জনগণের জন্য তুরুস্কের জনগণকের ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আপনাদের আস্থাবান থাকব, ঠিক যেভাবে আমরা ২১ বছর ধরে আস্থাবান আছি।রবিবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় তুরস্কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এই ভোট গ্রহণ চলে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় জিতে যান এরদোগান। তিনি পেয়েছেন ৫২ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী কিলিচদারওলু পেয়েছেন ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট।সুপ্রিম ইলেকশন বোর্ডের (ওয়াইএসকে) চেযারম্যান আহমেত ইয়েনার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ভোটে কোনওরকম অনিয়ম কিংবা জালিয়াতি হয়নি। যার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়া কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।নিয়ম অনুযায়ী, দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে প্রার্থীকে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হয়। ১৪ মে অনুষ্ঠিত প্রথম পর্বের ভোটে এগিয়ে থাকলেও নির্বাচিত হতে পারেননি বর্তমানে ক্ষমতাসীন রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। অল্পের জন্য তাঁর ভাগ্য ঝুলে যায়। প্রথম দফার নির্বাচনে তিনি পেয়েছিলেন ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে, এই নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কিলিচদারোগলু পেয়েছিলেন ৪৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ ভোট। ফলে দেশটির নিয়ম অনুযায়ী পুনরায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হল।

মোদীজির নেতৃত্বে ৯ বছরে যত কাজ হয়েছে, তা আগে কখনও হয়নিঃহরদীপ পুরী

লখনউ, ২৯ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত ৯ বছরে যত কাজ হয়েছে, তা আগে কখনও হয়নি। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী। সোমবার লখনউতে মোদী সরকারের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, প্রখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব রয়েছে, গুনার মারদাল। একটি বইতে তিনি লিখেছিলেন, ব্রিটিশ অভিজাতরা ভারত ছেড়েছে, একটি অভিন্ন ভারতীয় আভিজাত্যকে পিছনে ফেলে। তার মানে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও তাঁদের কাছ থেকে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছে তাঁরা তাদের মতোই। তাই, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা তাঁর সংকল্প।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৯ বছরে দেশে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে, তা আগে কখনও হয়নি। ইউপিএ সরকার ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষমতা বন্ধ করে দিয়েছিল। করোনার সময়কালে, আমরা ২২৪ কোটিরও বেশি ডোজ ভ্যাকসিন তৈরি করেছি। আমাদের ভ্যাকসিন ১০০টিরও বেশি দেশের মানুষকে দেওয়া হয়েছিল।পুরী আরও বলেছেন, ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লা থেকে পরিচ্ছন্নতার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। ১১ কোটিরও বেশি টয়লেট তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে গোটা দেশ প্রকাশ্যে মলত্যাগ মুক্ত। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন পুরী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় শহরাঞ্চলে তিন কোটি অনুমোদন করা হয়েছে। শুধু উত্তর প্রদেশেই ১৭ লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়েছে।

চন্দ্রযান-৩ এই বছরের জুলাইয়ে উৎক্ষেপণ হবেঃইসরো প্রধান

বেঙ্গালুরু, ২৯ মে ঃভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রধান এস সোমানাথ সোমবার নিশ্চিত করেছেন, এই বছরের জুলাই মাসে চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করা হবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার উচ্চাভিলাষী চন্দ্রযান-৩ মিশনের লক্ষ্য হল, দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মহাকাশযানটিকে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করার জন্য প্রযুক্তি প্রদর্শন করা।সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, চলতি বছরের জুলাই মাসে চাঁদের মাটি ছোঁয়ার বাসনা নিয়ে রওনা হবে চন্দ্রযান-৩। প্রসঙ্গত, এর আগে ল্যান্ডার 'চাঁদের পিঠে নামাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল ইসরো-র চন্দ্রযান-২ মহাকাশযান। ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। সেই অভিযানে পাঠানো অরবিটরটি এখনও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তাই এ বারের অভিযানে ইসরো আর কোনও অরবিটার পাঠাবে না চাঁদের কক্ষপথে। চাঁদের মাটিতে নামতে কক্ষপথে থাকা চন্দ্রযান-২ এর অরবিটারেরই সাহায্য নেবে এ বার চন্দ্রযান-৩ এর সঙ্গে যাওয়া ল্যান্ডার আর তার ভিতরে থাকা রোভার। চাঁদের মাটিতে নেমে গবেষণা চালাবে দু'সপ্তাহ।

মধ্যপ্রদেশের ভিন্ডে জরুরি অবতরণ অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের, সমস্ত ক্রু সদস্য নিরাপদ

ভিন্ড, ২৯ মে ঃ মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড জেলায় জরুরি অবতরণ করল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। সোমবার ভিন্ড জেলার একটি গ্রামে, মাঠের মধ্যেই সতর্কতামূলক অবতরণ করেছে এএইচ-৬৪ অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। সমস্ত ক্রু সদস্য নিরাপদে রয়েছেন, হেলিকপ্টারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।চম্বল জোনের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) এস সাক্সেনা বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি হেলিকপ্টারটি ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করেছে। অবতরণে (প্রক্রিয়া) কোনও প্রাণহানি অথবা আঘাতের ঘটনা ঘটেনি। ভারতীয় বায়ুসেনা জানিয়েছে, ভারতীয় বায়ুসেনার একটি অ্যাপাচে এএইচ-৬৪ হেলিকপ্টার রুটিন অপারেশনাল ট্রেনিং চলাকালীন ভিন্ডের কাছে জরুরি অবতরণ করেছে। সমস্ত ক্রু সদস্য এবং হেলিকপ্টারটি সুরক্ষিত রয়েছে।

ভারত সর্বদা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছেঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ মে ঃ ভারত সর্বদা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার উত্তর প্রদেশের লখনউতে নরেন্দ্র মোদী সরকারের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জোর দিয়ে বলেছেন, এখন ভারতের দিকে কেউ বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না। ভারত সব সময়ই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, বর্তমানে ভারতীয় সীমান্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীও। তিনি মোদী সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেছেন।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ অখিলেশের, বললেন এই সরকার এখন ১০ নম্বরী

লখনউ, ২৯ মে ঃকেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সোমবার লখনউতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেছেন, এখন সরকার (কেন্দ্র) ১০ বছর পূর্ণ করেছে, এই সরকার '১০ নম্বরী' হয়ে গিয়েছে।রবিবার দিল্লিতে ধর্নারত কুস্তিগীরদের আটকে রাখার বিষয়ে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, যখন তাঁদের (বিজেপি) ভোটের প্রযোজন ছিল, তাঁরা 'বাঁচাও' (বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও) এনেছিল, এখন তাঁরা দেশের মেয়েদের অপমান করছে।

'১৪০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার বিষয়, এটা বিশ্বকে জানান দেয় ভারতের সংকল্পের কথা' , নয়া সংসদ ভবনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ 'নয়া সংসদভবন শুধু একটি ভবনই নয়। এটি ১৪০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার বিষয়। এটা বিশ্বকে জানান দেয় ভারতের সংকল্পের কথা।' নতুন সংসদ ভবনের প্রথম ভাষণে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মোদী তাঁর ভাষণে বলেন, প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জয়যাত্রার মাঝে কিছু মুহূর্ত ঐতিহাসিক হয়ে যায়। গত ২৮ মে তেমনই একটি দিন, বলে মন্তব্য করেন তিনি।রবিবারনতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন সংসদের উদ্বোধন হল। এদিন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নয়া সংসদ ভবন থেকে প্রথম ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কখনও 'মাতা কি জয়' তো কখনও 'মন কি বাদ মোদী' ধ্বনির মধ্যে দিয়ে নয়া সংসদভবনে প্রবেশ করে গত ২৮ মে এই নয়া সংসদভবন থেকে প্রথম ভাষণ দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নয়া সংসদভবনে যখন তিনি প্রবেশ করছিলেন তখন হাতে ছিল ঐতিহাসিক সেঙ্গল। সেটিকে হাতে নিয়েই কক্ষে প্রবেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর দিল্লির এই নয়া সংসদভবন থেকে নিজের প্রথম ভাষণে রাখলেন একাধিক বার্তা।মোদী তাঁর ভাষণে বলেন, প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জয়যাত্রার মাঝে কিছু মুহূর্ত ঐতিহাসিক হয়ে যায়। গত২৮মে তেমনই একটি দিন, বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংসদভবন শুধু একটি ভবনই নয়। এটি ১৪০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার বিষয়। এটা বিশ্বকে জানান দেয় ভারতের সংকল্পের কথা।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নয়া সংসদভবন স্বনির্ভর ভারতের উত্থানের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গ তোলেন ব্রিটিশ জমানার। বলেন, 'বহু বছরের বিদেশী শাসন আমাদের গর্বকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। গত রবিবার সেই ঔপনিবেশিক ভাবনা সরিয়ে দিয়েছে ভারত।' তিনি বলেন,'নতুন সংসদ ভবনটি হবে আত্মনির্ভর ভারত এর ভোরের প্রমাণ। এটি একটি বিকশিত ভারত এর দিকে আমাদের যাত্রার সাক্ষী হবে।'এদিন মোদী তাঁর ভাষণে 'নিয়েও রাখেন বক্তব্য। তিনি বলেন, সেঙ্গল 'ভবন থেকে সংসদভবনে থাকছে। চোলা সাম্রাজ্যে এটিকে কর্তব্যপথ, সেবা পথ, রাষ্ট্রপথ বলে মনে করা হত।'এদিন সংসদভবনের উদ্বোধনে বৈদিক নিয়ম মেনে সর্বধর্ম প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান এগোয়। দুটি ভাগে ভাগ করে চলে অনুষ্ঠান। মোদী বলেন, পুরাতন ও নুতনের সমন্বয়ের একটি প্রতীক হল নয়া সংসদভবন।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে চালু উত্তর-পূর্বের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

গুয়াহাটি, ২৯ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে চালু হয়েছে উত্তরপূর্বের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সোমবার বেলা ১২টা দশ মিনিটে নয়াদিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে গুয়াহাটি-নিউজলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রারম্ভ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়া এদিন প্রধানমন্ত্রী নতুন করে ১৮২ কিলমিটার বৈদ্যুৎতিকীকরণ সেকশন জাতির উদ্দেশ্যে উসর্গের পাশাপাশি অসমের লামডিঙে নবনির্মিত ডেমু ও মেমু শেডেরও উদ্বোধন করেছেন।গুয়াহাটি রেলস্টেশনে অন্যান্য বহুজনের সঙ্গে ছিলেন অসমের রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অসমের সাংসদ সর্বানন্দ সনোয়াল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক প্রমুখ।

দেশের নতুন কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার হলেন পি কে শ্রীবাস্তব, শপথবাক্য পাঠ করালেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ ভারতের নতুন কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার হলেন প্রবীণ কুমার শ্রীবাস্তব। রাষ্ট্রপতি ভবনে সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার পদে প্রবীণ কুমার শ্রীবাস্তবকে শপথ বাক্য পাঠ করান। রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ।প্রবীণ কুমার শ্রীবাস্তব হলেন অসম-মেঘালয় ক্যাডারের ১৯৮৮-ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা অফিসার। সোমবার শপথগ্রহণের পর কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার হলেন তিনি।

ইসরোর মুকুটে নতুন পালক, শ্রীহরিকোটা থেকে সফল উৎক্ষেপণ জিএসএলভি-এফ ১২ ও এনভিএস-০১ স্যাটেলাইট

শ্রীহরিকোটা, ২৯ মেঃভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। সোমবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে নিজস্ব উন্নত ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট জিএসএলভি-এফ ১২ এবং এনভিএস-০১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে ইসরো। এই উৎক্ষেপণের জন্য কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছিল রবিবার সকাল ৭টা ১২ মিনিট থেকেই, অবশেষে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্রের দ্বিতীয় লঞ্চপ্যাড থেকে সোমবার সকাল ১০.৪২ মিনিটে রকেটের পিঠে চাপিয়ে দু''টি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়।২ হাজার ২৩২ কেজি ওজনের এনভিএস-০১ কৃত্রিম উপগ্রহটি উক্ষেপণের উদ্দেশ্যে জিএসএলভি-এফ ১২ রকেটের ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের 'ন্যাভিদেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেললেশন সিরিজের' এটি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

৫.২ প্রাবল্যের ভূমিকম্প গুয়াহাটি সহ শোণিতপুর জেলায়, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ২৯ মে ঃ মাত্র সতেরো ঘণ্টার ব্যবধানে সোমবার ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে গুয়াহাটি সহ অসমের বিভিন্ন প্রান্ত। সোমবার সকাল ০৮ঃ০৩ঃ৩৫ সেকেন্ডে গুয়াহাটি সহ শোণিতপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ভূমিকম্পে কেঁপেছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের প্রাবল্য ৫.২ ধরা পড়েছে। ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলি। আজকের ভূমিকম্পে এখনও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির জারিকৃত তথ্যে জানা গেছে, সোমবার সকাল ০৮ঃ০৩ঃ৩৫ মিনিটে সংঘটিত ভূমিকম্প শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলির ১৫ কিলোমিটার গভীরে ২৬.৬৮ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৩৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি বাংলাদেশ, ভুটান, চিন এবং ভারতের কিছু এলাকায় অনুভূত হয়েছে।প্রসঙ্গত, গত রবিবারও বিকেল ২.৫৮ মিনিটে গুয়াহাটি সহ পার্শ্ববর্তী মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী এলাকা মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছিল। রিখটার স্ক্যালে ভূমিকম্পের প্রাবল্য ধরা পড়েছিল ৩.৬। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মেঘালযের পশ্চিম খাসি পাহাড় জেলা। তবে গতরবিবারের ভূমিকম্পেও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

গুজরাটের খেদায় প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা

খেদা, ২৯ মে ঃ গুজরাটের খেদা জেলায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে। সোমবার খেদা জেলার গোবলেজ গ্রামে অবস্থিত একটি প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে ড়েে। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা ফ্যাক্টরি আগুনের গ্রাসে চলে যায়।অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ৮টি ইঞ্জিন। দীর্ঘ সময় ধরে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। শেষ পাওয়া

দৈনিক সংক্রমণ আরও কমল ভারতে সক্রিয় রোগী কমে ৪,৭০৯, ভারতে করোনায় মৃত্যু দু''জনের

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও কিছুটা কমেছে, নিয়ন্ত্রণে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩১০ জন, এই সময়ে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,৭০৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। দু''জনের মৃত্যুর পর সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৬৬ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৩,৪৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘঃটায় টিকা পেয়েছেন ০০,৫০০ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,০৭,৫৯১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ মে সারা দিনে ভারতে ৪৪,৮১২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০মে সোমবার, ১৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩০মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৫ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জোয়ার- সকাল ১১ টা ২০ মিনিট এবং রাত১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে হবে

রাশিফল

মেষরাশিঃ বিলম্বে কার্যসিদ্ধি হবে। কর্মজীবনে উন্নতি হবে। গৃহে বহুজন সমাগম। আর্থিক উন্নতি।
বৃষভ রাশিঃবহু শ্রমযোগে কর্মে সাফল্য। সাধু ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত সঙ্গলাভ। উপস্থিত বৃদ্ধিতে কার্যসিদ্ধি। সন্তানের বিশেষ বিকাশ লাভ হতে পারে। শুভদিন
মিথুন রাশিঃকাল্পনিক ভয় পরিত্যাগ করুন। প্রতিবেশীর মনোভাব আশানুর হবে আজকে
কর্কট রাশিঃসন্তানের মৌলিক চিন্তা। অধ্যক্ষ গবেষণায় কৃতিত্ব।
সিংহ রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। বিবাহে যোগ হবে আছে।
কন্যা রাশিঃআইনঘটিত গোলযোগের মীমাংসা। প্রতিবেশীর মনোভাব ও পারিপার্শ্বিকতা বুঝে কাজ হবে।
তুলা রাশিঃআপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। অর্থ সঞ্চয় হবে
বৃশ্চিক রাশিঃধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহাযতায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এই অর্থ আপনার অনেক ঝামেলা কাটিযে উঠতে পারে। সন্তানের সাফল্য।
ধনু রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। শুভ দিন।
মকর রাশিঃঅর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য হতে পারে। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ।
কুম্ভ রাশিঃআপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। বড়সড় পরিকল্পনা এবং ধারণাশালী কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
মীন রাশিঃযখন আপনি কোন অভিমত দিচ্ছেন তখন অন্যদের অনুভূতির বিশেষ যত্ন নিন। আপনার দ্বারা নেওয়া কোন ভুল সিদ্ধান্ত যে শুধু তাদেরকে বিপরীতভাবে প্রভাবিত করে তাই

জনসুনামি করে প্রমাণ করে দেব হাওড়া জেলা এক এবং অদ্বিতীয় থাকবে, মন্তব্য কল্যাণ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে যত নবজোয়ার কর্মসূচি হয়েছে এখনও পর্যন্ত জনসমুদ্র হয়েছে। হাওড়া জেলায় জনসুনামি করে প্রমাণ করে দেব হাওড়া জেলা এক এবং অদ্বিতীয় থাকবে। মন্তব্য তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের। হাওড়ায় অভিষেকের কর্মসূচি জনসুনামিতে পরিণত হবে দাবি করেছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি হাওড়া সদর জেলায় রয়েছে ৪ঠা জুন রবিবার। তা কার্যত জনসুনামিতে পরিণত হবে বলে সোমবার দাবি করেন কল্যাণ ঘোষ। ওইদিনের মূল সভাস্থল হয়েছে ডোমজুড় পাকুড়িয়ার কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি সংলগ্ন ময়দান। অভিষেকের রাত্রিবাস এবং ভোট সহ অন্যান্য কর্মসূচি রয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন ময়দানে। ইতিমধ্যেই পাকুড়িয়ার সভাস্থলে জোর কদমে চলছে সভার প্রস্তুতি। পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ নিজেই। সোমবার সকালে সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে কল্যাণবাবু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ৪ঠা জুন হাওড়া জেলায় হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে পাঁচলায় তাঁকে প্রথম স্বাগত জানানো হবে। এরপর ভিকিহাটোলা হয়ে রানিহাটী পর্যন্ত আমাদের রোড শো হবে। এরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইরোড ধরে এসে ব্রিজের ওপর দিয়ে গিয়ে পাকুড়িয়ার কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি সংলগ্ন মাঠে উপস্থিত হবে। সেখানে জনসভা হবে। এরপর জনসভা করে জগত্বল্লভপুরের দিকে আজাদ হিন্দ কলেজ মাঠে রাত্রিযাপন করবেন অভিষেক। ওখানে আমাদের ভোট এবং অধিবেশন হবে। ২০২১ সালে আমরা হাওড়ার ১৬টা সিট জিতেছি। ঠিক তেমনই সারা পশ্চিমবঙ্গে যত নবজোয়ার কর্মসূচি হয়েছে এখনও পর্যন্ত জনসমুদ্র হয়েছে। হাওড়া জেলায় জনসুনামি করে প্রমাণ করে দেব হাওড়া জেলা এক এবং অদ্বিতীয় থাকবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণ ঘোষ আরও বলেন, আমাদের এখানে নবজোয়ার কর্মসূচিতে ভোটদানের সময় কোনও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবেনা। কারণ এখানে লাইন দিয়ে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি অনলাইন ভোটের ব্যবস্থা

আছে। সেই ব্যাপারে দলীয় কর্মী এবং মানুষদের জানান হয়েছে। ভোটে বাধা দেওয়ারও কোনও ব্যাপার নেই। উল্লেখ্য, এখনো পর্যন্ত দলীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগামী ৩ জুন শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিনের নবজোয়ার কর্মসূচিতে আসবেন গ্রামীণ হাওড়ায়। ৩ জুন দুপুরে বাগনানের লাইব্রেরী মোড়ে তাঁকে স্বাগত জানাবেন গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। সেখানে একটি র‍্যালিতে অংশ নেবেন অভিষেক। এরপর তিনি বাগনানের খালোড় কালিবাড়িতে পুজো দেবেন। তারপর শ্যামপুরের সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের মাঠে একটি জনসভা করবেন অভিষেক। শ্যামপুর ৫৮ গেটে একটি র‍্যালিতেও অংশ নেবেন তিনি। এরপর উলুবেড়িয়া হয়ে যাবেন খলিসানি কালীতলায়। সেখানেও র‍্যালিতে অংশ নেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। এরপর ১৬ নং জাতীয় সড়কের পাশে পাঁচলা মোড় নেতাজী সংঘের মাঠে দলীয় অধিবেশনে অংশ নেবেন। ৪ঠা জুন রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জেলা সদরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। ওইদিন হাওড়া সদরের প্রোগ্রাম শুরু হবে পাঁচলা থেকে। হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে পাঁচলায় তাঁকে প্রথম স্বাগত জানানো হবে। এরপর ভিকিহাটোলা হয়ে রানিহাটী পর্যন্ত অভিষেকের রোড শো হবে। এরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইরোড ধরে পাকুড়িয়ার কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি সংলগ্ন মাঠে উপস্থিত হবেন। সেখানে জনসভা হবে। এরপর জনসভা করে জগত্বল্লভপুরের আজাদ হিন্দ কলেজ মাঠে রাত্রিযাপন করবেন অভিষেক। ওখানে ভোট এবং অধিবেশন হবে।

কুস্তিগিরদের হেনস্তার প্রতিবাদে রাজভবনে অভিযান এসইউসিআই-র পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ কুস্তিগিরদের হেনস্তার প্রতিবাদ জানাতে রাজভবন অভিযান করল এসইউসিই-র সদস্যরা। তাই সোমবার এসইউসিআইয়ের রাজভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার রাজভবনের উত্তরদিকের গেট। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ান বিক্ষুব্ধরা। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। উল্লেখ্য, দিল্লিতে নতুন সংসদ অভিযান করতে গিয়ে রবিবার আটক হন সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া, ভিনেশ ফোগাটরা। টানতে টানতে দেশের সেরা রেসলারদের হাজতে নিয়ে যায় পুলিশ। মারধর করা হল মহিলা রেসলারদেরও। পুরুষ পুলিশকর্মীরাও চড়াও হলেন মহিলাদের উপর! নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনের দিনই লজ্জার ছবি দেখে রাজধানী। ঘটনাকে নিয়ে উত্তাল গোটা দেশে। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন কলকাতায় রাজভবনের সামনে কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয় এসইউসিআই। সোমবার বেলা ১ টা নাগাদ পূর্ব ঘোষণা মতোই রাজভবনের সামনে জমায়েত করেন এসইউসিআইয়ের কর্মী-সমর্থকরা। পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল রাজভবনের উত্তর গেটে। ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে রাজভবনে পৌঁছেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এসইউসিআই সমর্থকরা। বাধা দেয় পুলিশ। এরপরই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে বিক্ষুব্ধরা। তখনই পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। কার্যত হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এসইউসিআই সমর্থকদের জোর করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। সব মিলিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশ্য আগে থেকেই তৈরী ছিল পুলিস। কিছুক্ষনের জন্য ওই এলাকায় সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। তবে পরে আয়ত্তে আসে গোটা বিষয়টা।

কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি করা হবে। এজন্য একটি অভিন্ন পোর্টাল সোশ্যাল রেজিস্ট্রি সিস্টেম চালু হচ্ছে। আধার নির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পোর্টাল থেকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ পাওয়ার যোগ্য অথচ পাচ্ছেন না, এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যাবে। ও তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা যাবে। একই সঙ্গে এক ব্যক্তি যাতে একই ধরণের একাধিক প্রকল্পের সুযোগ না পান তাও নিশ্চিত করা হবে। আগামী মাসের প্রথম থেকেএই পোর্টাল কাজ শুরু করবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকেই এই পোর্টাল পরিচালনা করা হবে। রাজ্যে ৯৭ শতাংশের বেশি রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাই খাদ্য সাথী প্রকল্পের তথ্য ভাণ্ডারের ওপর ভিত্তি করেই এই পোর্টালের তথ্যভান্ডার গঠন করা হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসপিএফ)। উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত আন্ধারমানিক সম্মিলনী লো বেসিক স্কুলের সামনে পোস্ট অফিস মোড় থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম নাসিরুদ্দিন গাজী (৩৪) ও অতনু সাহা (২৬)। নাসিরুদ্দিন বসিরহাটের বাসিন্দা আর অতনু বনগাঁর বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে এক কেজি হেরোইন, একটি মোটরসাইকেল, দুটি মোবাইল ফোন ও ৩০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বাদুড়িয়া থানায় এনডিপিএস আইনের ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত করে এই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শ্যামপুরে ত্রৈলক্য স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর, ২৯ মে ঃ শ্যামপুরের ডিঙ্গাখোলা ত্রৈলক্য স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী, গত শনিবার থেকে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ সোমবার চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর থানার আধিকারিক শম্ভুনাথ কর্মকার, শ্যামপুর ১নং বিডিও তন্ময় কার্যী,শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ নাসরিন, সহসভাপতি প্রশান্ত কুমার মন্ডল, কর্মাধ্যক্ষ মিরন মহম্মদ মল্লিক, কর্মাধ্যক্ষ নবকুমার সাঁতরা, ক্লাব সভাপতি তথা শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত, সম্পাদক-মুক্তি প্রামাণিক, সুনীল পাঁজা, অনুপ বাগ , ডিঙ্গাখোলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শান্তি রঞ্জন মাইতি,শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মন্দিরা মণ্ডল, প্রাক্তন সম্পাদক চঞ্চল পুরকাইত প্রমুখ।

‘সবাইকে বিনামূল্যে চাল ও গম দেওয়া সম্ভব নয়’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন মেনেই দেশজুড়ে পশ্চিমবঙ্গ মডেলে রেশনের মাধ্যমে সবাইকে বিনামূল্যে চাল ও গম দেওয়া সম্ভব নয় বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে। এই মডেলে বিনামূল্যে সবাইকে রেশনে চাল ও গম দেওয়ার আবেদন জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশন এর আগে খাদ্য মন্ত্রককে একাধিক বার চিঠি দেওয়ার প্রেক্ষিতে মন্ত্রকের তরফে পাঠানো সম্প্রতি পালটা চিঠিতে এই কথা জানানো হয়েছে বলে ফেডারেশন সূত্রে জানা গিয়েছে। আইন অনুযায়ী শহর এলাকার পঞ্চাশ শতাংশ ও গ্রামীন এলাকার ৭৫ শতাংশ মানুষকে খাদ্য সুরক্ষার আওতায় রাখায় দেশের আশি কোটি মানুষ বর্তমানে এই পরিষেবার সুবিধা পান। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি স্পর্শ করলেও এই প্রকল্পের জন্য ২০১৩ সালে রাজ্যগুলির যে কোটা নির্ধারন করা হয়েছিল সেটি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই কোটা বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়ে রাজ্য সরকারের তরফেও বেশ কয়েকবার চিঠি দেওয়া হলেও কেন্দ্র এখনও তার কোন উত্তর দেয়নি। রাজ্য সরকার খাদ্যসাথী প্রকল্পে প্রতিমাসে দশ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে চাল ও গম দেয়।

জঙ্গলমহলে বিজেপি কর্মীর গায়ে হাত দিলে জ্বলে যাবে, হুঁশিয়ারি দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ কেন একের পর এক কুড়মি নেতা গ্রেফতার হচ্ছেন, সে প্রশ্ন তুললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। জঙ্গলমহলে কোনও বিজেপি কর্মী গায়ে হাত আগুন জ্বলবে বলেও হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। অভিষেকের কর্মসূচির মাঝে বীরবাহা হাঁসদার কনভয়ে হামলা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। হামলাকারীরা ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে ইট ও পাথরবৃষ্টি করে বলেই দাবি। তাই এই বিক্ষোভকারীরা কুড়মি নন বলেই কার্যত ক্লিনচিট দিয়ে বিজেপিকে দায়ী করা হয়েছে। সোমবার ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর দিলীপ ঘোষ এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। বলেন, জঙ্গলমহলে বিজেপি কর্মীর গায়ে হাত দেবেন না, জ্বলে যাবে। বিজেপি কর্মীদের গায়ে হাত দিলে জঙ্গলমহলে ঢুকতে পারবেন না। তৃণমূলের কোনও নেতাকে জঙ্গলমহলে থাকতে দেব না। এই আন্দোলন কালীঘাট অবধি যাবে। প্রসঙ্গত, গত ২৬ মে, গড় শালবনিতে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিয়ে কুড়মিরা বিক্ষোভ দেখায় বলেই অভিযোগ। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা সহ বেশ কয়েকজন নেতা কর্মীকে লক্ষ্য করে ইট ও পাথরবৃষ্টি চলে। তাতে বীরবাহার গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। তাঁর চালকের চোখে মারাত্মক আঘাত লাগে। এছাড়াও অল্পবিস্তর জখম হন বেশ কয়েকজন। এই ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয় অভিষেকের। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কুড়মির বিবৃতির দাবিও জানান। কুড়মিদের কার্যত ক্লিনচিট দিয়ে বিজেপিকে দায়ী করেন তিনি। অভিষেকের কথা মতো হামলার মাত্র ১৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন কুড়মিরা। জানিয়ে দেন এই হামলার সঙ্গে তাঁরা কোনওভাবেই জড়িত নন। ঘটনার সমালোচনাও করেন। এদিন অবশ্য তৃণমূলের তরফে তার কথা পরিপেক্ষিতে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি।

জঙ্গলমহলে তৃণমূলের প্রস্তাবিত নবজোয়ার রেডিও নিয়ে খোঁচা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সোমবার ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর দিলীপ ঘোষ জনসংযোগে তৃণমূলের নতুন কর্মসূচি ‘নবজোয়ার রেডিও’ নিয়ে খোঁচা দিতে গিয়ে বলেন, ওটা নবজোয়ার নয়। ধরনা জোয়ার। বিক্ষোভ জোয়ার। তাই রেডিওই ভাল। সামনে গেলেই তো লোকে চোর চোর বলবে। আর গাড়ি আটকাবে। সেই থেকে বাঁচার জন্য রেডিও নাটক।'' প্রসঙ্গত, চলতি বছরের পঞ্চায়েত ভোটের আগে নব জোয়ার রেডিও বাংলার রাজনীতিতে পা ফেলতে চলেছে। পডকাস্ট অনুষ্ঠান হবে। যদিও মানুষের কাছে এই পডকাস্ট এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে পরিচয় পায়নি। সেই ভাবে এখনও প্রচার পায়নি এই পডকাস্ট। এই কর্মসূচিতে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের প্রথম সারির সব নেতা নেত্রী মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা অংশগ্রহণ করবেন। মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গত বারো বছরের কাজের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হবে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন কর্মসূচি সহ রাজ্য সরকারের সকল ভূমিকার কথা সাধারণ মানুষের তুলে ধরার এক নতুন প্রয়াস এই পডকাস্ট।

নরেন্দ্র মোদীকে বিঁধলেন মহুয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ নয়া সংসদ ভবন পেয়েছে দেশ।

জমকালো অনুষ্ঠান করে রবিবার নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাহুল গান্ধীর পর সোমবার একই সুর ধ্বনিত করলেন মহুয়া মৈত্র। বিলেতের জাতীয় সঙ্গীতের একটি অংশ তুলে প্রধামনন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সাংসদ। বিলেতের জাতীয় সঙ্গীত লেখা হয়েছে রানির মঙ্গল কামনায়। আর তাই তাঁকে রক্ষা করার আর্তি রয়েছে সেদেশের জাতীয় সঙ্গীতে। সেই বিষয়টিকে তুলে ধরেই মহুয়া টুইটে সোমবার সকালে লিখলেন, প্রজাতন্ত্র মৃত। ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন। লেখার সঙ্গে হাতে সেঙ্গল ধরা প্রধানমন্ত্রীর একটি ছবিও তুলে ধরেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। এর আগে একই সুরে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গত, রবিবার নয়াদিল্লির এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল তৃণমূল থেকে শুরু করে কংগ্রেস সহ ২০টি বিরোধী দল। শুধু নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন নয়, ঐতিহাসিক সেঙ্গলকে লোকসভায় স্থাপিত করেন মোদী। তার আগে যথাবিধ নিয়ম মেনে পুজোপাঠও হয়। পুরো ঘটনাটিকে ‘মোদির রাজ্যাভিষেক’ বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি বিরোধী শিবির।

শস্য বীমার টাকা কৃষকদের দেওয়ার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ রাজ্য সরকার বাংলা শস্য বীমা যোজনার ক্ষতিপূরণের টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। গত রবি মরশুমের ক্ষতিপূরণের টাকা ১৫ জুনের মধ্যে চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায. বাংলা শস্য বীমা প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে জেলা কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। কৃষি সচিব ওঙ্কার সিং মিনাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায়, ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের খরিফ মরশুম পর্যন্ত কৃষকরা মোট ২,৪৫৮ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। রাজ্যের তরফে বাংলা শস্যবিমার প্রিমিযাম্ বাবদ খরচ করা হয়েছে ৪,৫৪১ কোটি টাকা। এদিনের বৈঠকেই আধিকারিকদের পরিদর্শন এবং চাষিদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দোকান মালিকের মদের বোতলের ঘায়ে মৃত্যু কর্মচারীর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৯ মে ঃ মদের বোতলের আঘাতে মৃত্যু হল এক দোকান কর্মীর। মৃতের নাম বাবুলাল মাণ্ডি (৪৫)। বাড়ি পাণ্ডুয়া থানার বৈঁচি গ্রামে। অভিযোগ, মদ্যপানের সময় দোকান মালিকের সঙ্গে কর্মচারীর বচসার জেরে এই ঘটনা। দোকান মালিক সুভাষ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। রাতের দিকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। এর আগে, রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দোকানের ভিতরেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাথায় গুরুতর চোট নিয়ে পড়েছিলেন ওই কর্মচারী। সূত্রের খবর, রবিবার বৈঁচি গ্রামে জিটি রোডের ধারে একটি হার্ডওয়ারের দোকানের ভিতর থেকে গোঙানির আওয়াজ শুনে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। দোকানের দরজা ভেজানো ছিল। স্থানীয়রা দোকানের ভিতর ঢুকে দেখেন বাবুলাল রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছেন। মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন। পাশেই পড়ে আছে ভাঙা মদের বোতল। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতের দিকে মৃত্যু হয় বাবুলাল মাণ্ডির। পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে বাবুলাল ওই হার্ডওয়্যারের দোকানের কর্মচারী ছিলেন। দোকান মালিক সুভাষ চট্টোপাধ্যায় ও বাবুলাল দু'জনেই দোকানে বসে মদ খায়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এরপর ওই মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। দোকান মালিক মদের বোতল দিয়ে বাবুলালের মাথায় আঘাত করে। বাবুলালের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জিটিএ-র সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ রাজ্য সরকার পর্যটনের উন্নয়নে প্রস্তাবিত নতুন দার্জিলিং এর পরিকাঠামো তৈরি করতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনি স্ট্রেশনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই জন্যে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে গঠিত সচিব পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স সম্প্রতি জেলাশাসক, জিটিএ র আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিল। সেখানে দার্জিলিং মানে শুধু শৈলশহর টিকে না ভেবে পর্যটনের প্রসারে জেলার মানেভনজন, টংলু, সান্দাকফু, রিম্বিক হয়ে বিজনবাড়ি এই এলাকাটিকে নতুন ভাবে সাজানোর জন্য পরিকাঠামো তৈরিতে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পং শহর দুটিকে আরও প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত ১১ই মে নবান্ন সভাঘরে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প নিয়ে আয়োজিত একটি বৈঠকে নতুন দার্জিলিং ও কালিম্পং তৈরির ভাবনা নিয়ে পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে একটি টাস্ক ফোর্স ও তৈরি করে দেন তিনি।

জয়নগরে মানসিক ভারসাম্য হীন এক বয়স্ক মানুষকে ফিরে পেতে পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ মে ঃ জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুরের

মানসিক ভারসাম্য হীন এক বয়স্ক মানুষ আচমকা হারিয়ে যায় জনবহুল জয়নগর মিএগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে গত শনিবার বিকালে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে অবশেষে জয়নগর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির ছেলে তাইরুল মন্ডল। সোমবার সে বলে আমার বাবা নুর আলম মন্ডল শনিবার আমার মার সাথে মিএগঞ্জ বাজারে যায়। মা দোকানে কেনাকাটা করতে ঢোকে এবং বাবা দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা কেনা কাটা করে বাইরে এসে বাবাকে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে। সারারাত ধরে আমরা আশে পাশের এলাকায় খোঁজ খবর নিয়ে ও কোনো খবর পাই নি। তাই জয়নগর থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করি। আমরা চাই কোনো মানুষের চোখে পড়ে গেলে যেন জয়নগর থানায় বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। আমরা চাই দ্রুত আমাদের বাবাকে ফিরে পেতে।

উত্তরপাড়ায় নজরুল সন্ধ্যা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২৯ মে ঃ মাখলা অগ্রদূত সংঘের পরিচালনায় হয়ে গেল রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা। যূথিকা কালচারাল অ্যাকাডেমী, শিবম ডান্স অ্যাকাডেমী এবং সুর ও বাণী কলাক্ষেত্রর শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পল্লব বিষ্ণুর ছোট্ট দুই ছাত্র দেবায়ন সরকার ও অরিজিত দে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের বেশে তাদের কবিতা আবৃত্তি করে।

গরানকাটিতে জমি নিয়ে মারপিটে মৃত এক, গ্রেফতার দুজন, পাঠানো হল বারুইপুর আদালতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৯ মে ঃ বকুলতলা থানার গরানকাটিতে জমি নিয়ে মারপিটের ঘটনায় আহত এক ব্যক্তির হাসপাতালে মৃত্যুর পরে মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃত দুই জনকে সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বকুলতলা থানার বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েতের গরানকাটি এলাকায় একটি জমি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে গন্ডগোল চলছিলো হজরত মোল্লা ও বিশ্বনাথ হালদারের মধ্যে। রবিবার সেই জমির মাপঝোপ করাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা ও পরে মারপিঠের ঘটনা ঘটে। আর এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন হজরত মোল্লা(৮৭)। স্থানীয়রা আহতকে উদ্ধার করে প্রথমে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করান। তবে সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই মৃত্যু ঘটে

হজরত মোল্লার। আর তার পরে মৃতের পরিবারের তরফে রবিবারই বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে বকুলতলা থানার পুলিশ গরানকাটি এলাকা থেকে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই দিনই বিশ্বনাথ হালদার ও তাঁর স্ত্রী অমলা হালদার নামে দুজনকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। ধৃতদের সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

আচমকা ভস্মীভূত হয়ে গেল দক্ষিন বারাসাতের একটি বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ মে ঃ জনবহুল এলাকায় আচমকা আগুনের শিখা দেখে চমকে ওঠে এক গৃহবধূ।তাঁর চোখের সামনেই নিমেষে পুড়ে শেষ হয়ে গেল তিল তিল করে তৈরি করা তাদের স্বপ্নের রাজপ্রাসাদ তাদের একচিলতে বাড়ি।হ্যাঁ এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের আবদুল করিম পুরে। এদিন অন্যদিনের মতন কাজ করতে গেছিল পেশায় দিনমজুর তোয়েব আলি লস্কর।বাড়ির উঠোনে তাঁর স্ত্রী রান্না করছিলো উনুনে।তাদের ছোট ছেলে মেয়েরা খেলাধুলাতে ব্যস্ত ছিলো।আর সে সময় তোয়েবের স্ত্রী দেখতে পায় তাদের ঘর থেকে আগুনের শিখা জ্বলছে।কি করবে আচমকা ভেবে না পেয়ে চেচামেচি শুরু করে দেয়।তার পরে আশে পাশের বহু মানুষ এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত দেয়।খবর পেয়ে কাজ ফেলে ছুটে আসে তোয়েব। ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসলেও ততক্ষনে ঘরের সব কিছু পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। পুড়ে শেষ হয়ে গেছে তাদের শেষ সম্বল টুকুও। সমস্ত দরকারি জিনিসপত্র, কাগজপএ থেকে শুরু করে টাকা পয়সা ও।পোড়া বাড়িতে দাঁড়িয়ে এদিন দুপুরে তোয়েব বলেন,আমার সব শেষ হয়ে গেছে। আমি কি ভাবে বাঁচব ছেলে পুলে নিয়ে। আমি চাই সরকার থেকে কিছু সাহায্যের। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জয়নগর থানার পুলিশ। কিভাবে এই আগুন লাগলো তা জানার চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

রেলের প্রিন্টিং ক্লোজারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন'স কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ মে ঃ রেলের প্রিন্টিং ক্লোজারের বিরুদ্ধে এবার আন্দোলনে নামলো ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন'স কংগ্রেস। সোমবার কালাদিবস পালন করেন তারা। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার অ্যান্টি লেবার পলিসি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। শুধু প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রেই নয় ইন্ডিয়ান রেলের সব ডিপার্টমেন্টেই একইভাবে তারা পলিসিগতভাবে সবকিছু বন্ধ করতে চাইছে। এরই প্রতিবাদে আমরা আজ প্রিন্টিং ক্লোজারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছি। আগামী জুন এবং জুলাই মাসেও আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। আমরা বিভিন্ন ডিভিশনে স্টেশনে স্টেশনে আমাদের কর্মসূচি পালন করব। এছাড়া আমাদের দাবি যদি পূরণ না হয় তাহলে আমরা দিল্লি পর্যন্ত আমাদের আন্দোলনকে নিয়ে যাব। এদিন আন্দোলনকারী শ্রমিক সংগঠনের তরফ থেকে প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি ব্র্যাঞ্চের সম্পাদক বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের এখন অ্যান্টি লেবার পলিসি। শুধুমাত্র ছাপাখানা নয় ভারতীয় রেল সকল দপ্তর পলিশিগতভাবে বন্ধ করে দিতে চাইছে। এর চরম প্রতিবাদ করছি। সকল দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব বন্ধ করার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলছে এর সঙ্গে ছাপাখানা বন্ধ করার ব্যাপার রয়েছে সেটা নিয়ে আন্দোলন করছি। এরপর জুন এবং জুলাই মাসে স্টেশনে স্টেশনে, ডিভিশনে আমাদের প্রোগ্রাম আছে। আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। এর জন্য দিল্লি পর্যন্ত যাব। তার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৭৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

পরিবেশ সচেতন পর্যটক

সম্পাদকীয়

পরিবেশ সচেতন পর্যটক তৈরি করতে হবে নাহলে কিন্তু একটি সময়ে হিমালয় থেকে শুরু করে প্রতিটি নদনদী শুকিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। গঙ্গা দুষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রজেক্ট তৈরি করেছে। গঙ্গা বাঁচাও কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তবুও গঙ্গাকে রক্ষা করা সম্ভব হচেছ না। গঙ্গায় পলি পড়তে শুরু করেছে। সেই পলি কেটে ফেলে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না কেউই। তার ফলে গঙ্গা স্রোতে বাধা পড়তে শুরু করেছে। বহু স্থানে গঙ্গা ছোট হয়ে গিয়েছে। সেই সব স্থানে দ্রুত সংস্কার করে গঙ্গার মুখকে বড় করে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গঙ্গা এবং পদ্মা হচ্ছে বাংলার মা। এদেরকে বাদ দিয়ে ভারতবাসীরা বাঁচতে পারে না। বাংলাদেশে এখন পদ্মা চলে গিয়েছে। কিন্তু যোগসূত্রটা রয়েছে গঙ্গার সঙ্গে। গঙ্গা শুকিয়ে গেলে ভারতবাসীরা মারা পড়বে সেটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। রাম গঙ্গাকে পুজো করেছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গঙ্গার অববাহিকায় তৈরি হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি। ভারতে আজকে যে সংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার মূল সুর কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে গঙ্গায়। মহাভারতে গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম ভারত রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আসলে গঙ্গাই ভারতকে রক্ষা করে চলেছে। এই সত্যটা স্বীকার করে নিতে হবে। সেই কারণে সবার উচিত হচ্ছে গঙ্গাকে রক্ষা করা। ইংল্যাণ্ডের মানুষের তারা টেমস নদীকে রক্ষা করতে শুরু করেছে। সেখানকার মানুষ এত বেশি সচেতন যে কেউ কোনও নোংরা টেমস নদীতে ফেলে না। এক টুকরো কাগজও পর্যন্ত টেমস নদীতে ভাসতে দেখা যায় না। সেখানকার মানুষেরা পরিবেশ সচেতন। এর জন্য সরকারকে টেমস নদী রক্ষা করতে পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত রাখতে হয় না। সেখানে দুর্গা পুজো কালী পুজো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সেই সব দেবী প্রতিমা কিন্তু টেমস নদীতে ভাসাানো একেবারে নিষিদ্ধ। কৃত্রিম উপায়ে এখন সেখানে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে সেখানকার বসবাসকারী হিন্দুরা সেই কৃত্রিম উপায়ে তাদের দেব দেবীকে বিসর্জন দিয়ে থাকে। রাশিয়ার ভলগা একটি সময়ে শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তার হাত থেকে রক্ষা করতে ভগলার স্রোতকে স্বাভাবিক করা হয়। তার ফলে রক্ষা পেয়ে যায় রাশিয়ার ভলগা নদী। ভারতবর্ষ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। এই দেশে নদী নালা বেশি। সেই সব নদী নালা এখন বুঁজে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে পরিবেশ গরম হয়ে পড়তে শুরু করেছে। পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। এর জন্য চিন বা আমেরিকা এগিয়ে আসবে না। আমেরিকার চিনের দূষণের ওপরে দোষ দিয়ে কোনও লাভ হবে না। নিজের দেশের পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে আসবে ন না আমেরিকা বা গ্রেট ব্রিটেন। আসলে আমরা অপরের উপরে দোষ চাপিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। তার ফলে আমাদের দেশ বিপদমুখী হয়ে পড়ে। বারবার ভারতবর্ষ বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষটা যেভাবে বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বের আর কোনও দেশ এতখানি আক্রান্ত হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের সম্পদ। ভারত সম্পদশালী দেশ। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র নায়কেরা এসেছেন ভারতে তাদের অধিকারকে স্থাপন করতে।

ভারতীয় সভত্যার মলিন ক্ষেত্র গঙ্গা

সব সংস্কৃতির একটি মাত্র মিলন ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে গঙ্গা। এই গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে গেলে আগেই গঙ্গাকে রক্ষা করতে হবে। নাহলে কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। হিমালয়কে অভিযানকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। মাউন্ট এভারেস্ট চূড়া জয় করতে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ কতখানি বিষাক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে হিমালয় শৃঙ্গ অভিযান স্থগিত করে দিতে হবে। প্রতি বছর না করে পাঁচ বছর অন্তর একবার করে হিমালয় শৃঙ্গ অভিযান করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তার ফলে হিমালয় পরিবেশ স্বাভাবিক হওয়ার পথ খুঁজে পাবে। পরিবেশকে স্বাভাবিক রাখতে হবে। পরিবেশবিদের প্রয়োজন রয়েছে হিমালয়কে রক্ষা করার। সেটা না করতে পারলে ভারতের রক্ষী হিমালয় বিপন্ন হতে থাকবে। তার ফলে বিদেশি শক্তি অতি সহজেই ভারতের প্রবেশ করে এই দেশ অতি সহজে দখল করে নিতে পারবে। সেই চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। সেটা আর বলতে হবে না। তারা ভূটান থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশ, লাদাখ প্রভৃতি হিমালয় সংলগ্ন এলাকাগুলিকে দখল করার মতলব তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে । ভারতের রক্ষী হিমালয়ে যদি কব্জা করা যায় তাহলে চিনের ভারত অধিকার করতে কোনও অসুবিধা হবে না। সেই কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরে দিকে চিন নজর রাখতে শুরু করেছে। সেই কারণে ভারতের রক্ষী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রকে রক্ষা করতে হবে। নাহলে ভারতবাসীরা বিপন্ন হতে থাকবে। ভারতের হিমালয়ে অবস্থিত তীর্থক্ষেত্রকে আধুনিক করতে গিয়ে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ব্যবসায়িক দৃষ্টি নিয়ে এই সব হিমালয়ের বুকে অবস্থিত তীর্থ ক্ষেত্রগুলিকে আধুনিকীকরণ করতে গিয়ে বহু ব্যবসায়িযক প্রতিষ্ঠান তার পরিবেশকে নষ্ট করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই দিকে বেশি করে নজর দেওয়ার খুবই প্রয়োজন। পরিবেশ সচেতন পর্যটক তৈরি করতে হবে। তার জন্য পর্যটকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই সব হিমালয় বুকে অবস্থিত তীর্থ ক্ষেত্রগুলি সফর করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। পরিবেশ রক্ষা করার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত গ্রহণ করতে হবে। হিমালয়ের বুকে এখন রাস্তা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত ও চিন। কিন্তু তারা যে বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে সে সম্পর্কে কোনও ধারনা নেই বলে মনে হয়। তিব্বতকে চিন তাদের অধীনে রাখতে গিয়ে সেখানকার রাস্তা চওড়া করতে শুরু করেছে। তিব্বতের পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হতে শুরু করে দিয়েছ। তার প্রভাব ভারতের ওপরে এসে পড়ছে। মনে পড়ছে একটি সময়ে নেপালে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অমৃতময় জল কপটের নিকট
তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও
তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না
মাটির শরীর মাটি হবে মাটি
ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই
কররে খাঁটি অমৃতেরই
এনে নিদান।।।।।।

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতা

সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি । ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিই কি কবিগুরুর ‘দীনদান’?

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবিগুরু ‘দীনদান’ কবিতাটি রচনা করেছিলেন ২০ শ্রাবণ, ১৩০৭ সালে। ‘কাহিনী’কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া। তিনি সেখানে ‘স্বর্ণ মন্দির’ স্থাপনক কেন্দ্র করে তাঁদ দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সই কবিতায় তিনি লিখেছেন, “ সে মন্দিরে দেব নাই কহে সাধু। রাজা কহে রোষে, “দেব নাই! নাস্তিকের মতো কথা কহ। রত্নসিংহাসন -’পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ-শূন্য তাহা?’ .. শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূণ’ কহে সাধু।”। সেই কারণে এক সন্ন্যাসী স্বর্ণ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ না করে তিনি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে করিতেছেন ঈশ্বরের নাম সংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে ঘেরি তারে দরদর উদবেলিত আনন্দধারায় ধৌত ধন্য করিছেন ধরনীর ধূলি। শূন্য প্রায় দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে উন্মুক্ত পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃয়রপদ ফুটি বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ, রত্নবেদিকার পরে একা দেব রিক্ত দেবালয়ে”। ভারতের জাতীয় রাজনীতি কি তাহলে আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দীনদান’ কবিতার ছায়া এসে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সেই দেশের আচার ব্যবহার সর্বজনীন হওয়ার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু সর্বজনীন চিত্র এখন আর ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আজকে দেশের ভোটারদের কোনও মূল্য নেই। তারা যে সব কথা বলেন তাকে প্রতিফলিত করার কোনও উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন সেবা করতে হবে। মানব সেবার খুবই প্রয়োজন। মানব সেবা করার উত্তম রাস্তা হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। সেই কারণে তিনি বারবার বলছেন “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ইশ্বর।” কিন্তু আজকের ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জীবে প্রেম কোথায় ?সেটা ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এখন বিশাল বিশাল ভবন তৈরি হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সেই সব ভবন তৈরি ।। কিন্তু রাস্তার ধারে যেসব মানুষেরা বসবাস করে তাদের মাথার ওপরে কোনও ছাদ নেই। তাদের দিকে তাকানোর কারোর সময় নেই। কিন্তু বড় বড় ভবন তৈরি করতে সবাই উদগ্রীব। এই সব ভবন তৈরি করে সাধারণ মানুষের কী কাজে লাগবে তা কিন্তু কেউই সঠিক ভাবে উত্তর দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের বিশাল প্রসাদের মূল্য এক সময়ে থাকবে না। কিন্তু সেই সব ভবনে যদি কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না করা যায় বা মানব সেবার কাজে ব্যবহার না করা হয় তাহলে সেই সব ভবনগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে হারিযে যেতে থাকবে। তাই আজকে আমরা দেখতে পেলাম জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে তৈরি হয়েছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তৈরি করেছেন শান্তিনিকেতন। রবীান্দ্রনাথ নিজেই আর জমিদারি প্রথার পক্ষে বেশি দিন থাকেননি। তিনি নিজেই জমিদারি প্রথার অবসান চেয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি একটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেছিলেন সেই কবিতার নাম হচ্ছে “দুই বিঘা জমি” (৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ) । সেখানে তিনি লিখেছেন, কীভাবে জমিদার একজন অসহায় মানুষ উপেন জমি কেড়ে নিচ্ছে মিথ্যে মামলায় জমিদার। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি রচনা করেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি জমিদারতন্ত্রের বিলোপ চান। সাধারণ মানুষ কত অসহায় আজকে। তারা কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের চোখের জলে আজকে ভারতের মাটি ভিজতে শুরু করেছে তার দিকে তাকানোর কারোর ফুরসৎ নেই। তারা সবাই মিলে স্বর্ণ মন্দির তৈরি ব্যস্ত। মহা যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু সেখানে মানব প্রেমের কোনও স্থান নেই।

বিশ্ব বন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্র দীক্ষায় দীক্ষিত। তিনি একটি বিখ্যাত ছবি তৈরি করে গিয়েছিলেন সেই ছবির নাম ‘ হীরক রাজার দেশে।’ রবীন্দ্র ভাবনায় নির্মিত এই ছবি। আজকে ভারতবর্ষ সত্যি দীন। ভারতের অধিকাংশ নাগরিকেরা

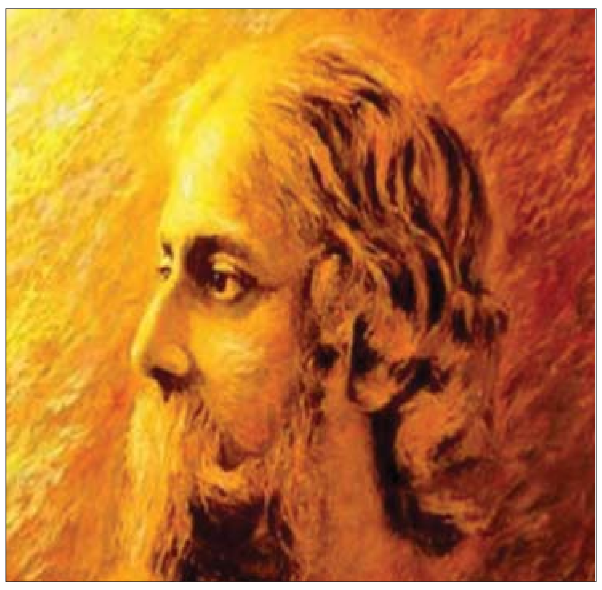

ঠিক মতো খেতে পড়তে পারে না। তাদের দিকে তাকানোর কেউ নেই আজ। ভারত স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য ছিল জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূর করার। কিন্তু আজকে সেটা কোথায় হারিযে গেল। তার আর কোনও সন্ধান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ভিয়েতনামের একজন মন্ত্রী বলেছিলেন আমাদের একটি সময় ছিল যে বহু মানুষ অভুক্ত ছিল। তারা ঠিক মতো খাবার পেত না। আজর আজকে ভিয়েতনাম দেশে কোনও নাগরিক বলতে পারবে না যে তারা অভুক্ত রয়েছে। ভিয়েতনাম প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কাউকে অভুক্ত রাখা চলবে না। যে স্বপ্ন নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল আজকে সেই স্বপ্নগুলো কেন হারিয়ে গেল তার জবাব দেওয়ার কেউ নেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন ‘যত মত তত পথ’। ভারতের গণতান্ত্রিক দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য নীতি ঠাকুর আগেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষটা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মতের সমন্বয়ে। সেই সব প্রচলিত মতকে এখন দমন করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের বিকাশ হয় বিভিন্ন মতের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। সেই সব প্রচলিত বহু মতকে আজকে কোনও মূল্য দেওয়া হচেছ না। তার ফলে সর্ব ধর্মের সমন্বয় গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। ভারতের পরিবেশের গণতান্ত্রিক চেতনা আগেই নিহিত ছিল। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই একই ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় মতের সহবস্থান। কারোর সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা কালে শুরু হয়ে গেল ধর্মীয় বিবাদ। আর তাকে পিছন থেকে উস্কানি দিতে শুরু করলো বিদেশি শক্তি। তার ফলে ভারত ভাগ হয়ে স্বাধীনতা লাভ করলো। জন্ম গ্রহণ করলো পাকিস্তান। যে বিষ ফোঁড়া তৈরি করে হল ভারতের কাঁধে। সেই বিষ ফোড়া এখন ভয়ঙ্কর আকার ধারন করে সারা ভারতকে গ্রাস করতে উদ্যত্ত হয়েছে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে এখন উচিত হচ্ছে ‘ভারত জোড়ো’। আবার অখণ্ড ভারত তৈরি করার স্লোগান তুলে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। নাহলে কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা এবং শিক্ষার বিকাশ ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকতে। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভাকে জয় করে এসে যখন দক্ষিণেশ্বরে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন তাঁর মুখের ওপরে দক্ষিণেশ্বরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দক্ষিণেশ্বর এখন শুধু মাত্র দেবী পুজার স্থান হিসাবে বিকাশ লাভ করবে। সেখানে মানব পুজার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মানব পুজার আয়োজন করেছিলেন। সেই কারণে তৎকালীন বাংলার পণ্ডিতেরা এসে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ঘিরে ধর্মীয় আলোচনা করতেন। সবধর্মের আলোচনা সভার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। মানব ধর্ম প্রচার করার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু আজকে সেই মানব পুজার মন্দির শুধু মাত্র দেবী পুজার মন্দির হিসাবে পরিচিত। এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়। তার ফলে স্বামী বিবেকানন্দ তৈরি করলেন ঠিক দক্ষিণেশ্বরর বিপরীত দিকে বেলুড় মঠ। সেখানে শিক্ষা দীক্ষা আয়োজন করার লক্ষ্য নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এগিয়ে চলতে শুরু করলেন। উপস্থিত হলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বেলুড় মঠ থেকে মানব সমাজকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। গণতান্ত্রিক দর্শন বহু আগেই ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বাংলাতেই প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচেন রাজা হচ্ছেন গোপাল। বাংলার অবস্থা যখন বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে তার হাত থেকে রেহাই পেতে বাংলার জনগণ তখন গোপাল নাম একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে রাজা করে রাজ্য পরিচালনা করার দায়িত্ব দিল। ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক পচ্ছন্দের মাধ্যমে রাজা হলেন গোপাল। গোপালের রাজত্ব শেষ হলে এসেছিলেন ধর্মপাল। তিনি বাংলার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। বাংলা সেই সময়ে অত্যন্ত ধনী দেশে পরিণত হয়েছিল। ব্যবসায় শিল্পে বাংলার নাম তখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু আজকে সেই বাংলার অবস্থা ক্রমশ কহিল হতে শুরু করে দিয়েছে। চার দিকে কেবল নাই নাই শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এই ভারত গড়তে বাংলার বিপ্লবীরা প্রাণ ত্যাগ করেননি। তাদের চোখে ছিল একটি সুস্থ সবল ভারতবর্ষের ছবি। সেই ছবি আজকে কোথায় হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্মের বিভেদ, জাতির বিভেদ, বর্ণের বিভেদ, ধনী গরিবের বিভেদ সব মিলিয়ে এখন বিভেদের রাজনীতি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। রাস্তায় রাস্তায় মন্দির নির্মাণ হতে শুরু করেছে। মসজিদ তৈরি হচছে বিশাল আকারে। সেখানে কিন্তু মানব সেবার কোনও মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে না। কয়েক কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যেসব সরকারি ভবন তৈরি করা হচ্ছে সেই টাকা দিয়ে যদি রাস্তায় বসবাসকারীদের জন্য ঘর বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার কাজ হতো তাহলে কিন্তু বিদেশি অতিথি আসলে রাস্তায় পর্দা দিয়ে ঢেকে আড়াল করে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়তো না। রাস্তায় কত পথবাসীরা দিনের পর দিন রাত খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। তারাও কিন্তু ভারতবাসী। বহু ব্যক্তিরা বলে থাকেন এই সব অভাব কোনও কালে সমাধান করা যাবে না। সমাধান করতে গেলে সরকারের কোষাগার একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে হংকং প্রতিটি দেশই চেষ্টা করে চলেছে দারিদ্র দূর করতে। এটাই হচ্ছে সেখানকার সরকারের মূল লক্ষ্য। দায়িত্ব দূর করা। দারিদ্র হচ্ছে একটি অভিশাপ। সেই অভিশাপ থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে গেলে সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দিলীপ সিংহের কন্যার বাড়ি ‘হেরিটেজ’

ইংল্যাণ্ডে মহারাজ রঞ্জিত সিংহের নাতনি শিখ সাম্রাজ্যের শেষ মহারাজা দিলীপ সিংহের কন্যা সোফিয়া। তাঁকে ধর্মকন্যার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ব্রিটেনের তৎকালীন রানি ভিক্টোরিয়া। রানি নিজেই সোফিয়া এবং তাঁরা বোনের থাকার জন্য লণ্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিমে হ্যাম্পটন কোর্টে প্রাসাদের কাছে ফ্যারাডে হাউস নামে একটি বাড়ি দিয়েছিলেন। সোফিয়া ব্রিটেনের মহিলাদের ভোট অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার চাই ব্রিটেনে। তখন মহিলাদেরে ভোট দেওয়ার অধিকার বিলাতে ছিল না। বহু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সেই মহিলাদের ভোট অধিকার তারপরে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই ফ্যারেডে হাউসের সামনে ব্রিটিশ সরকার হেরিজেট ভবন ঘোষণা করে ‘ব্লু প্লাক’ বসালো। ‘ইংলিশ হেরিটেজ সোসাইটি স্কিম’ এই উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ভগিনী নিবেদিতা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বসবাস করতেন সেখানে ব্লু প্লাক বসানো হয়েছে। বিপ্লবী অরবিন্দের বাসস্থানে ব্লু প্লাক বসিয়েছে ইংরেজ সরকার। কিন্তু নেতাজি য়েখানে বসবাস করতেন সেখানে আজও কোন ব্লু প্লাক বসানো হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আজও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস একজন রাজদ্রোহী। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজ সরকার মহাত্মা গান্ধির মূর্তি বিলাতে বসানোর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বোসের কোনও মূর্তি আজও বিলাতে নেই। তার একটি মাত্র কারণ তিনি আজও ইংরেজ সরকারের কাছে একজন যুদ্ধাপরাধী। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যারা সুসম্পর্ক রেখে কাজ করেছেন এবং মানবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মূর্তি বসানোর ব্যাপারে কোনও আপত্তি করা হয়নি। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই যে রাজা রামমোহন রায় মূর্তি বিলাতে রয়েছে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুনাম রানির ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত করতেন। ১৮৯৬ সালে দিলীপ সিংহের কন্যা সোফিয়াকে ইংল্যণ্ডে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন রানি ভিক্টোরিয়া। ‘ম্যাচিং টুগেদার, সিস্টার সাফ্রাজেট’ গানের সুরের সঙ্গে সোফিয়ার নামে বসানো হল ব্লু প্লাকটি। তখন ভবনের পাশে ভিড় ছিল প্রচুর। বহু দর্শক থেকে শুরু করে অতিথিরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। যেসব মহিলার এসেছিলেন তাদের পোশাকে সঙ্গে লাগানো ছিল ‘ভোট ফর উইমেন’ লিখিত একটি ব্যাজ। ফ্যারাডে হাউসের বাইরে প্লাকটির ওপরে লেখা রয়েছে “প্রিন্সেস সোফিয়া দিলীপ সিংহ এখানে বসবাস করতেন ১৮৯৬-১৯৪৮’। ভারত স্বাধীনতা লাভ করা এক বছর পরে তিনি সেখানে পরলোকগমন করেন। ইংলিশ হেরিটেজ সোসাইটি স্কিম এর অধিকর্তা আনা ইভি বলেছেন, ব্রিটিশ ইতিহাসে চমক প্রদ ব্যক্তিত্ব রাজকুমারী সোফিয়া। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে আমরা ভুলতে বসেছিলাম। কিন্তু এই ব্লু প্লাক মনে করিয়ে দেবে মহিলাদের ভোট অধিকার আন্দোলন করার ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোফিয়ার জীবনীকার অনিতা আনন্দ এবং সাফ্রাজেটদের নেত্রী এমেলিন প্যাঙ্খ স্কারর্স্টের নাতনি হেলেন প্যাঙ্কহার্স্ট। ১৮৪৯ সালে দ্বিতীয় অ্যাংলো শিখ যুদ্ধের পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে রাজ্যপাট তুলে দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সোফিয়ার বাবা মহারাজা দিলীপ সিংহ। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। সিংহাসন ত্যাগ করার পাশাপাশি তিনি রাজ কোষাগারের চাবিটিও দিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশদের হাতে। কোহিনূর হিরেটিও তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে তুলে দিয়েছিলেন যা নিয়ে আজও বিতর্ক রয়েছে। বহুবার বদুজন বলেছে কোহিনূর হিরেটি ফেরত দিতে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার থেকে বলা হয়েছে হিরেটি দিয়েছেন দিলীপ সিংহ রানি ভিক্টোরিয়াকে। এটা ফেবত দেওয়ার অধিকার বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের নেই। এটা ব্রিটেনের রাজ সম্পত্তি। ব্রিটিশদের হাতে রাজ্যত্ব দিয়ে দিলীপ সিংহ বিলাতে চলে গিয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে ইংল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন সোফিয়া। মেয়েকে সব রকমে সুবিধা দিয়ে বড় করছিলেন দিলীপ সিংহ।

হেরিটেজ

কলকাতায় শিখ গুরুদ্বার

কলকাতায় শিখ গুরুদ্বার অনেকগুলি আছে। তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধি রোডে শিখ সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গুরুদ্বার। মন্দিরের একতলায় প্রার্থনাকক্ষের প্রবেশদ্বারের ডানদিকের দেওয়ালে একটি বিজ্ঞপ্তি পটে উল্লেখ করা আছে যে গুরু নানক ১৫১০ সালে বর্তমান গুরুদ্বার স্থালে সঙ্গত করেছিলেন। পুরীতে তীর্থযাত্রার করার সময়ে এখানে তিনি নেমেছিলেন। গুরুদ্বারটি অতি সাধারণ অবস্থায় ছিল। পরে এটি বড় আকারে তৈরি করা হয়। ছোটা গুরুদ্বার রয়েছে বাগমারিতে। এই গুরদ্বারে ১৬৬০ সালে শিখ ধর্মের নবম গুরু তেগ বাহাদুর গুরু নানকের স্মৃতি বিজরিত স্থান পরিদর্শন করার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময়ে একজন শিখ যুবক গুরু তেগ বাহাদুরকে এই বাগ বা বাগানটি দিয়েছিলেন গুরুদ্বার নির্মাণ করার জন্য। পরবর্তীকালে এই বাগেই নির্মাণ করা হয় গুরুদ্বার। বেশ কয়েক বছর আগে গুরুদ্বারে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল এবং তার ফলে গুরুগ্রন্থের স্থলটি অপবিত্র আকার ধারন করে। মামলা মোকদ্দমার কারণে গুরুদ্বারটি পুনরায় নির্মাণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিহারী গুরুদ্বার রয়েছে কটন স্ট্রিটে। এখানে পাঞ্জাবর শিখেরা রয়েছে। তারা কটন স্ট্রিটে ব্যবসার করে এবং গুরুদ্বারকে রক্ষা করা জন্য উদ্যোগ নেয়। এই গুরুদ্বারের সঙ্গে একটি স্কুলও রয়েছে। সেই স্কুলটির নাম হচ্ছে নানক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। এখানে একজন বিহারী শিখ শিক্ষক ছিলেন। আরও দুটি গুরুদ্বার রয়েছে নারকেল ডাঙ্গা ডাকঘরের পাশে এবং মদনমোহন স্ট্রিটে। বিহারী গুরুদ্বারে দীপ এবং ঘন্টা ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সন্ত কুঠিয়া রয়েছে হরিশ মুখর্জি রোডে এবং জগৎ সুধার রয়েছে কালীঘাটের পাশে। কলকাতার শিখরা বেশ কর্মবীর। তারা কেউই বসে থাকে না। কোনও কোনও কাজ তারা করছে। সবাই কাজ করতে ভালোবাসে। কাজের প্রতি তাদের ভালোবাসা রয়েছে।

‘মন কি বাত’ সবাইকে এক জায়গায় আনার কাজ করেছে ঃ মোদী

(পূর্ব প্রকাশের পর)বিশাখাজীঃ আমি যখন গুগলে যুব সঙ্গম সম্পর্কে সার্চ করা শুরু করি, তখন আমি জানতে পারি যে বিহারের প্রতিনিধিদের তামিলনাড়ুর প্রতিনিধির সঙ্গে বিনিময় করা হচ্ছে। তামিলনাড়ু আমাদের দেশের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক রাজ্য, তাই সেই সময়েও যখন আমি জানতে পারি যে বিহার থেকে প্রতিনিধিদের তামিলনাড়ুতে পাঠানো হচ্ছে, এটি আমাকে ফর্মটি পূরণ করা উচিত কিনা, সেখানে যাব কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটাই সাহায্য করেছিল। আমি আজ সত্যিই খুব গর্ববোধ করছি যে আমি এতে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি খুবই খুশি। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আপনি প্রথমবার তামিলনাড়ুতে গিয়েছিলেন? বিশাখাজীঃ হ্যাঁ প্রথমবার গিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আচ্ছা, আপনি যদি কোনও স্মরণীয় ঘটনার কথা বলতে চান তাহলে কী বলবেন? দেশের যুবক যুবতীরা আপনার কথা শুনছেন কিন্তু।

বিশাখাজীঃ পুরো যাত্রাটাই আমার জন্য খুবই ভাল ছিল। প্রতিটি ধাপেই আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আমি তামিলনাড়ুতে ভাল বন্ধু পেয়েছি। সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে মানিযে নিয়েছি। সেখানকার লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। তবে সবচেযে ভাল জিনিস যেটি পেলাম, যা সবাই পায না, তা হলো ইসরোতে যাওয়ার সুযোগ এবং আমরা প্রতিনিধি দলের থেকে গিয়েছিলাম বলেই আমরা ইসরোতে যাওয়ার এই সুযোগটা পেয়েছিলাম। দ্বিতীয় সেরা জিনিসটি ছিল যখন আমরা রাজভবনে যাই এবং তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করি। এই দুটি মুহূর্ত আমার কাছে খুব স্মরণীয় ছিল এবং আমি মনে করি যে আমরা এই বযসে, যুবতী হিসেবে এমন সুযোগ পেতামনা, যা এই যুবসঙ্গমের মাধ্যমে পেলাম। তাই এটি বেশ সুন্দর এবং স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল আমার কাছে। প্রধানমন্ত্রী জীঃ বিহারে খাওযার ধরন আলাদা, তামিলনাড়ুতে খাওযার ধরন আলাদা। বিশাখাজীঃ হ্যাঁ। প্রধানমন্ত্রী জীঃ সেটা কি পুরোপুরি মানানো গিয়েছিল? বিশাখাজি যখন আমরা তামিলনাড়ু গিয়েছিলাম, সেখানে তো দক্ষিণ ভারতীয় খাবার। সেখানে যেতেই সবাই আমাদের ধোসা, ইডলি, সাম্বর, উত্তপম, বড়া, উপমা এইসব পরিবেশন করছিল। যখন আমরা সেটা মুখে তুললাম, আমাদের দারুণ লেগেছিল! ওখানকার খাবার খুবই স্বাস্থ্যকর, আসলে দারুন স্বাদের খাবার আর আমাদের উত্তর ভারতের খাবারের থেকে একেবারেই আলাদা, তাই ওখানকার খাবার আমাদের খুব ভালো লেগেছে এবং ওখানকার লোকজনও খুব ভালো। প্রধানমন্ত্রী জীঃ তাহলে তামিলনাড়ুতে এখন বেশ কিছু বন্ধুও হয়েছে নিশ্চযই ? বিশাখাজীঃ হ্যাঁ। ওখানে আমরা ছিলাম এনআইটি ত্রিচিতে, তারপর ম্যাড্রাস আইআইটিএ। এই দুই জাযগার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। এছাড়াও, মাঝে একবার সিআইআই এর অভ্যর্থনা কর্মসূচী ছিল, সেখানকার আশেপাশের কলেজ থেকেও অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছিল। সেখানে আমরা সেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছিলাম আর আমার খুব ভালো লাগলো তাদের সঙ্গে দেখা করে, অনেকে তো এখন আমার বন্ধু। সেখানে বেশ কিছু প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল যারা তামিলনাড়ুতে এসেছিল বিহারের প্রতিনিধি হিসেবে। আমরা তাদের সাথেও আলাপ করেছিলাম আর এখনো আমরা একে অপরের সম্পর্কে রয়েছি, তাই এটা আমার খুব ভালো লাগে। প্রধানমন্ত্রী জীঃ তাহলে বিশাখাজি, আপনি ব্লগ লিখুন আর স্যোস্যাল মিডিয়াতে আপনার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা জানান। প্রথমত, যুবা সঙ্গমের বিষয়ে, তারপর ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের’ বিষযে এবং তামিলনাড়ুতে আপনি যেরকম ভালোবাসা পেয়েছেন, আদর আপ্যাযন পেযেছেন সেই বিষযে। তামিল মানুষদের ভালবাসা পেয়েছেন, সেই সব বিষযে দেশকে জানান। তাহলে লিখবেন আপনি ? বিশাখাজীঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।প্রধানমন্ত্রী জীঃ আমার তরফ থেকে আপনাকে জানাই অনেক শুভকামনা ও অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশাখাজীঃ প্রধানমন্ত্রী জী অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। গ্যামর ও বিশাখা, আপনাদের দু’জনকেই অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। যুবা সঙ্গমের মাধ্যমে আপনারা যা শিখলেন, তা আজীবন আপনাদের সঙ্গে থাকবে। আপনাদের সকলকে আমার শুভকামনা জানাই। বন্ধুরা, বৈচিত্রের মধ্যেই রযেছে ভারতের শক্তি। আমাদের দেশে দেখার মত অনেক কিছু রযেছে। সেই কথা মাথায রেখেই শিক্ষা মন্ত্রক ‘যুবাসঙ্গম’ নামের এক অনন্য উদ্যোগ শুরু করেছে।। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বাড়ানো। এছাড়াও যুবক যুবতীদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ করে দেওযা। বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা সংস্থাকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হযেছে। ’যুবসঙ্গমে’ যুবক যুবতীরা অন্য রাজ্যের শহর ও গ্রামে যান, সেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান। যুব সঙ্গমের প্রথম পর্বে প্রায ১২০০ যবে যুবতী দেশের বাইশটি রাজ্যে ঘুরে এসেছেন। যে যুবকই এর অংশ হযেছেন, তারা এমন কিছু স্মৃতি নিযে ফিরছেন যা সারাজীবন তাদের হৃদযে গেথে হযে থাকবে। আমরা দেখেছি অনেক কোম্পানির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক , বিজনেস লিডারসরা ব্যাদ প্যাকারসদের মত ভারতে সময কাটিয়েছেন। আমি যখন অন্য দেশের লিডারদের সঙ্গে দেখা করি, তখন তারা বলেন যে তারাও তাদের যুবাবস্থায ভারত ঘুরতে এসেছিলেন। আমাদের ভারতে এত কিছু জানার এবং দেখার আছে যে প্রত্যেকবার আপনার ঔৎসুক্য বাড়তেই থাকবে। আমি আশা করি যে এই সমস্ত রোমাঞ্চকর তথ্য জানার পর আপনারাও দেশের বিভিন্ন স্থানে যাবার জন্য নিশ্চযই অনুপ্রানিত হবেন। আমার প্রিয দেশবাসী কিছুদিন আগে আমি জাপানের হিরোশিমায গিয়েছিলাম। ওখানে আমার হিরোশিমা পিস মেমোরিযাল মিউজিযামে যাওযার সুযোগ হযেছিল। এটা একটি আবেগঘন অনুভূতি ছিল। যখন আমরা ইতিহাসের স্মৃতিকে যত্ন করে সামলে রাখি তো সেটা আগামী (ক্রমশ)

তৃণমূল কর্মী সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২৯ মে ঃ হলদিয়া পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে লাবণ্যপ্রভা স্কুল অডিটোরিয়াম হলে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো কর্মী সম্মেলন। উক্ত কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ তথা প্রাক্তন বিধায়ক তুষারকান্তি মন্ডল ও প্রাক্তন শিক্ষক কমলেশ চক্রবর্তী, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি তথা হলদিয়া পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুধাংশু শেখর মন্ডল, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল স্বপন নস্কর, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেক আজিজুল রহমান ও হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাধন চন্দ্র জানা, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য অর্নব দেবনাথ, বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ পাত্র, হলদিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিলন মন্ডল, যুগ্ম সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ খাটুয়া, সেক সফিউর রহমান, হলদিয়া শহর তৃণমূল বঙ্গজননী বাহিনীর সভানেত্রী দিপালী দেবনাথ বাগ, হলদিয়া শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মনিমালা করণ, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী জয়ন্তী রায় দন্ডপাঠ, ১ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সমর পন্ডা, ১ নং ওয়ার্ড তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আকাশ সামন্ত, ১নং ওয়ার্ড মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পূর্ণিমা দাস প্রমুখ।

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following : **(1) NIT No. 2636/E-NIT/KGP/2023-24,** Construction of CC Drain from H/o Kartick towards Jala Dhar at Kapasharia. Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) **on or before 06/06/2023 up to 4 PM.** Date of Opening of Tender (online) for Technical **on 09/06/2023 at 11 A.M.** & Financial at **1 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill + PO: Jhapra, Dist: Purulia
e-TENDER NOTICE

NIT Memo No: 212(16)/JJ-IGP/2023 Date: 27/05/2023. WBPUR/PARA/PRADHAN JABARRAH-JHAPRA-1 GRAM PANCHAYAT/(15th FC)/NIT(e) 05/2023-24 (2nd call). NIT Memo No: 213(16)/JJ-IGP/2023 Date: 27/05/2023. WBPUR/PARA/PRADHAN JABARRAH-JHAPRA-1 GRAM PANCHAYAT/(PBG Fund)/NIT(e) 06/2023-24 (2nd Call). NIT Memo No: 214(16)/JJ-IGP/2023 Date: 27/05/2023. WBPUR/PARA/PRADHAN JABARRAH-JHAPRA-1 GRAM PANCHAYAT/(15th FC)/NIT(e) 07/2023-24 .

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https:wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/Sale: **from 29/05/2023 06 pm to 06/06/2023 12 noon.** 2. Date and time of Bid Submission: **from 29/05/2023 06 pm to 06/06/2023 12 noon.** 3. Date and time of Bid Opening: **08/06/2023 at 12:30 pm.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/- Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity

শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড

CIN : L24235MH1996PLC057150

ওয়েবসাইটঃ www.shyamainfosyslimited.co.in , ই-মেলঃ www.shyamainfosys57@gmail.com

রেজি. অফিস ঃ ৩য় ফ্লোর, প্লট নং. ৩৯৫/৯৭, রুইয়া বিল্ডিং, কলবাদেবী রোড, ডাভোল কারওয়াডি, কলাদেবী মুম্বই -৪০০০০২

সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	বিবরণী	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	চলতি ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	৯২.২৫	১১৪.৬৫	৩৭.৭৮
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	১১.৯৫	১৩.৬১	৫.২৫
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৮.৪৮	১০.০৬	৩.৮৯
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৮.৪৮	১০.০৬	৩.৮৯
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	১,০০৬.৪৪	১,০০৬.৪৪	১,০০৬.৪৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	(২১.৮৯)	(২১.৮৯)	(৫১.০৪)
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	০.০৯	০.১০	০.০৪
	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে)-			
	মূল ঃ			
	মিশ্র ঃ			

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৯ মে, ২০২৩।

২. উপরোক্ত নিরীক্ষিত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তারিত ফরম্যাট স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.shyamainfosyslimited.co.in।

৩. পূর্বেকার বছরের মেয়াদের রাশি পুণঃসজ্জিত / পুণঃসংগ্রহ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে চলতি মেয়াদের রাশি প্রদর্শনে সুনিশ্চিতকরণে।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৩

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /- শ্রী সমীর বিশ্বাস
চেয়ারম্যান

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল ... , দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর নিম্নলিখিত পরিষেবার জন্য ২৩.০৬.২০২৩ সন্ধ্যা ৭টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা : জিইএম/২০২৩/বি/৩৫৯৬৩১১, তারিখ : ২৭.০৫.২০২৩।** **কাজের নাম :** মাসিক ভিত্তিতে ক্যাব ও ট্যাক্সি ভাড়ার পরিষেবা- এসইউভি;সময়ে ব্রেক-আপ ও দরের সূচি অনুযায়ী: অতিরিক্ত ২৪৭৭। **৫% হারে জিএসটি সহ কাজের আনুমানিক ব্যয় :** ৮,০৯,৫৪৫.৪৫ টাকা। **বায়না মূল্য :** ১৬,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৩.০৬.২০২৩ সন্ধ্যা ৭টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ: www.gem.gov.in।** আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.gem.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজটির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-215)

OFFICE OF THE GB SONATALA GRAM PANCHAYAT
P.O-Chitrasenpur, Howrah-711412
E-TENDER (ONLINE)

CONSTRUCTION OF VEGETARIN MARKET SHED AT GARH BHAWANIPUR MARKET, MOUZA-GARH BHAWANIPUR, UNDER THE GARH BHAWANIPUR SONATAL G.P. P.S.- UDAYNARAYANPUR & DIST-HOWRAH, Under BEUP FUND 2021-22. Rs. 3914339.00. Document downloading (online) starts **from 30.05.2023 at 11:00 am up to 15.06.2023 2:00pm.** Bid submission (online) **from 30.05.2023 11.00 am. Up to 15.06.2023 at 2.00 pm.** Bid opening date(online) on **19.05.23 at 11.30 am.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garh Bhawanipur Sonatala Gram Panchayat

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর,
কোড নং. ঃ ১৫৩৪২, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর)
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(ধারা ৮(১))

অ্যাকাউন্ট নং-৩৯৫৯৯৪৩৭৫৯৪ (হাউসিং লোন), ৩৯৬৯৬৫৭১৭৯০ (টপ আপ লোন, ৩৯৫৯৯৮৮৪০৩৪ (সুরক্ষা লোন), ৩৯৬২৭৯০৮১৪৯ (জিইসিএল-এনজে এন্টারপ্রাইজ), ৩৯৬২৭৮০৩২৫৯ (ক্যাশ ক্রেডিট-এনজে এন্টারপ্রাইজ), ৩৯৬৪৩৫৫৭১৯৯(জিইসিএল-সাধনা এন্টারপ্রাইজ), ৩৯৬৩৪৭৪০৭৪ (ক্যাশ ক্রেডিট-সাধনা এন্টারপ্রাইজ)

এতদ্বারা

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বিধাননগর আরএসিপিসি শাখা,** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ সুদ নিরাপত্তা আইন, ২০০২ (নং. ৩ সাল ২০০২) এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ **১৪.০৩.২০২৩** জানানো যায় গ্রাহক **শ্রীমতি রুবি ঘোষ ও শ্রী সুকান্ত ঘোষ, ১৫৯(৪৩), ক্ষেত্রমোহন ঘোষ রোড (৮১), পোস্ট-নন্দননগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০৮৩, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত ,** পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ৮৮,০৮,৪৩১.০০ (অষ্টাশি লক্ষ আট হাজার চারশত একত্রিশ টাকা মাত্র) ১৪.০৩.২০২৩ তারিখে** উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ব্যয় ও খরচাদি সহকারে।

গ্রাহক যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক প্রতি বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ এবং ৯ উল্লেখিত ধারায় **২৯ মে, ২০২৩ তারিখে।**

গ্রাহককে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দাবী করবে **টাকা. ৮৮,০৮,৪৩১.০০ (অষ্টাশি লক্ষ আট হাজার চারশত একত্রিশ টাকা মাত্র) ১৪.০৩.২০২৩ তারিখে** উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ব্যয় ও খরচাদি সহকারে।

গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী একটি দ্বিতল বসবাসের বাড়ি পরিমাপ কম বা বেশি ১৪৪৩ ব.ফু. নির্মিত যে বাস্তু জমির ওপর তার পরিমাপ কম বা বেশি ০২ কাঠা ০০ ছটাক ০৩ ব.ফু. অবস্থিত রয়েছে মৌজা-দক্ষিণ নিমতা, জেএল নং. ০৮, রে.সু. নং. ১০২, তৌজি নং. ১৭২ অংশীভূত আরএস দাগ নং. ৫৩৭২ অধীন আরএস খতিয়ান নং. ১৫৪৮ /৩, পরিবর্তিত খতিয়ান নং. ৩০০০, হোল্ডিং নং. ১৫৯(৪৩), কে.এম. ঘোষ রোড, উত্তর দমদম পৌরসভার নিকটে, ওয়ার্ড নং. ০৮, থানা-নিমতা, এডিএসআরও কাশীপুর, দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা।

সম্পত্তি রয়েছে শ্রীমতি রুবি ঘোষ নামে।

সম্পত্তির পরিসীমা ঃ উত্তরে-লট ই কমন জমি এবং লট সি শ্রীমতি উমা ভট্টাচার্যর জমি এবং বাড়ি। দক্ষিণ-১২' চওড়া কে.এম. ঘোষ রোড, পূর্ব-শ্রী রতন দে'র বাড়ি, পশ্চিম-নরেশ গাঙ্গুলির জমি।

দ্রষ্টব্য ঃ অধিগ্রহণ নোটিস ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহক/ জামিনদারকে স্পিড পোস্টে। যদি, গ্রাহক/ জামিনদার তা না পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নোটিস ধার্য্য হবে পরিবর্ত প্রদানের মাধ্যম হিসাবে।

তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধাননগর

দ্যা রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড

CIN : L17119WB1935PLC046111

রেজি অফিস ঃ ৯/ ১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন নং. ০৩৩-২২৬২-৪৪১৩ (বর্ধিত নং. ৮৬০)
ই-মেল ঃ rjm.ho@rjm.co.in ওয়েবসাইট ঃ www.rameshwarajute.com

সংক্ষিপ্ত রূপ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩
যা অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় ২৯.০৫.২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণী	তিন মাস সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্বেকার তিন মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	চলতি তিন মাস শেষে পূর্ব বছরে ৩১.০৩.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর থেকে তারিখ মেয়াদ শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	পূর্বেকার বছর শেষে তারিখ ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (মোট)	১২.২২	৩.৫৪	৫.৪১	৩৩.৫৮	৪২.৯২
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(১৮.৭৮)	(১০৪.৬২)	(১২১.২৩)	(২৩৪.৯৮)	(২৮৩.৯১)
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(১৮.৭৮)	(১০৪.৬২)	(১২১.২৩)	(২৩৪.৯৮)	(২৮৩.৯১)
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৩১.৭৭	(১০৪.৬২)	(৮৯.৯২)	(১৮৪.৪৩)	(২৫২.৬০)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ এবং (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৬৪৪.৯৪	(১০২.৮০)	(৫৩২.৬৬)	৩৯৮.৪১	(৪৮৩.৮৪)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের অডিট ব্যালেন্স শিটে	-	-	-	৮,১৬০.৯৬	৭,৭৬২.৫৪
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) বার্ষিকীকৃত নহে					
	১.মূল	১১.৯৪	(৩৯.৩২)	(৩৩.৭৯)	(৬৯.৩৩)	(৯৪.৯৩)
	২.মিশ্র	১১.৯৪	(৩৯.৩২)	(৩৩.৭৯)	(৬৯.৩৩)	(৯৪.৯৩)

দ্রষ্টব্য ঃ

ক) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল যার বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। উল্লেখিত বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-http//rameshwarajute.com/quartely_result.php।

খ) এখানে কোন ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম সংযুক্ত করা হয়নি উল্লেখিত বিবরণীতে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ অনুসারী হিসাবে কোম্পানি (ভারতীয় গননা গুনমান) ধারা, ২০১৫।

রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
আর.পি. পানসারি
চেয়ারম্যান

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৩

জনবিজ্ঞপ্তি

আইলেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর,
রুম নং-জি-২, কলকাতা-৭০০০৬৯

অনুসারী হিসাবে সার্কুলার নং **ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং. ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা **০৯ জুলাই, ২০১৫** সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, যদি থাকে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তরফে, ১) **শ্রী পূরণ মল আগরওয়াল (DIN: 00587723)** নিবাস-৩৮৬এ, ব্লক জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ, পেশা-চাকরি, ২) **শ্রী শৈবাল ব্যানার্জি (DIN: 07715912)** নিবাস-এইচ নং. এলআইজি/ ১১, ভিওবা নগর, বেলাদুলা, রায়গড়, ছত্তিশগড়-৪৯৬০০১, পেশা-চাকরি, সঙ্গে তাহাদের সহযোগী (এরপর উল্লেখ হবে সংযুক্তভাবে ''অধিগ্রহণকারী'' হিসাবে) প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করছেন **শ্রী মোহন কুমার কেডিয়া, শ্রীমতি সরিতা দেবী কেডিয়া এবং শ্রী ধিরাজ কুমার মালি,** থেকে যা একটি বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনান্স কোম্পানি (এরপর উল্লেখ হবে ''কোম্পানি'' হিসাবে) **আইলেক্স প্রাইভেট লিমিটেড** থেকে **২৯-০৪-২০১৭** তারিখে, কোম্পানির সমস্ত বর্তমান ডিরেক্টর এবং তাদের সহযোগী (এরপর উল্লেখ হবে ''বিক্রেতা'' হিসাবে), কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর সঙ্গে প্রশাসন আইনত পরিবর্তিত হয়েছে উপরোক্ত অধিগ্রহণকারীর পক্ষে ২৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে। পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কার্যক্রমকে সুসংহত ও শক্তিশালী করা এবং এর ভিত্তি তৈরি করা।

প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের ফলে যার আগ্রহ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন যেকোন ব্যক্তি উপরোক্ত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিএনবিএস ১৫, এন. এস. রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১-এ অধিগ্রহণকারী, বিক্রেতা বা কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

উপরোক্ত নামের অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং বিক্রেতার তরফে প্রচারিত হইল।

তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৩

বোর্ডের আদেশানুসারে/-

BFM INDUSTRIES LIMITED

রেজি অফিস ঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় ফ্লোর, থানা-ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫,
ফোন ঃ ০৯০০৭০৭৭০৪১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪২০৫৮৮,
Email id: bfmiltd@gmail.com; Website: www.bfmind.com,
CIN:L65993WB1918PLC000947

সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১.০৩.২২	বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩	বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২২
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৪.২৪	৫.৭১	১৭.৬৭	১২.৫৬
২.	মোট লাভ মেয়াদে (পূর্বে কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমে)	০.৩২	১.৫০	১.৭৩	(৩.৯০)
৩.	মোট লাভ মেয়াদে (করের পূর্বে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	০.৩২	১.৫০	১.৭৩	(৩.৯০)
৪.	মোট লাভ মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(০.০১)	১.২১	১.৪০	(৪.১৯)
৫.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (লাভ / ক্ষতি সংযুক্ত) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৮৪১.৮৩)	১.২১	১৯১.৯৩	৭০৮.৪৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
৭.	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	৬১৬৩.৪৩	৫৯৭০.১১	৬১৬৩.৪৩	৫৯৭০.১১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (অসাধারণ আইটেম পূর্বে)				
	মূল	৩.৯৬	০.৪০	৪.৪৩	(১.৩৯)
	মিশ্র	৩.৯৬	০.৪০	৪.৪৩	(১.৩৯)
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (অসাধারণ আইটেম পর)				
	মূল	৩.৯৬	০.৪০	৪.৪৩	(১.৩৯)
	মিশ্র	৩.৯৬	০.৪০	৪.৪৩	(১.৩৯)

দ্রষ্টব্য ঃ

উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫।

বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.bfmind.com)

বোর্ডের তরফে
স্বা /- সুশীল কুমার বান্থিয়া
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN:00555169

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৩

স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেড

রেজিস্টার অফিস ঃ শ্যাম টাওয়ার, ০৩-৩১৯, ডিএইচ৬/ ১১, স্ট্রিট নং. ৩১৯
অ্যাকশন এরিয়া-আইডি, কলকাতা, নিউ টাউন ৭০০১৫৬
CIN: L20291WB1985PLC038657

নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩

রাশি (লক্ষ ইপিএস ছাড়া)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৪.৯৭	৫.৯৭	৩.০৫
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৩.৮১	৭.৬৭	(১.২৯)
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (পরে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৩.৮১	৭.৬৭	(১.২৯)
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (পরে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	২.৫৯	৬.৪৫	(১.২৯)
মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২.৫৯	৬.৪৫	(১.২৯)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.০০	২৪.০০	২৪.০০
সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে ৩১.০৩.২০২২ তারিখের ব্যালেন্স শিটে	২০১.৩১	২০১.৩১	১৯৪.৮৫
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি ও অচলতি আয় থেকে)	ক) মূল ১.০৮ খ) মিশ্র ১.০৮	ক) মূল ২.৬৯ খ) মিশ্র ২.৬৯	ক) মূল (০.৫৪) খ) মিশ্র (০.৫৪)

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ যা জমা করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স ও অন্যান্য ডিসক্লোজার অনুসারে) ধারা, ২০১৫।

স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেড তরফে
স্বা /- মগন লাল প্যাটেল
ডব্লুটিডি ও সিএফও
DIN : 00529999

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৩

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L15495WB1911PLC002275

রেজিস্টার অফিস ঃ ৩বি, লালবাজার স্ট্রীট, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০/ ৯৩, ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেল ঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইট ঃ www.dianatea.in

নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল বিবরণী
ত্রৈমাসিক/ বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণী (নিম্নে পুণরায় দ্রষ্টব্য)	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তে ৩০.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে (মোট)	৮৭২.১৭	১,৯০২.৯৫	৩৭৯.৫৫	৭,৬২৯.১৪	৭,৫১৭.২৪
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (পূর্বে কর , ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৯০৬.৯৬)	(৬০.২৩)	(৮০৫.৬৯)	(৩২২.৮২)	৮৩৮.১৬
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(৯০৬.৯৬)	(৬০.২৩)	(৮০৫.৬৯)	(৩২২.৮২)	৮৩৮.১৬
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৮২৭.৮৪)	(৬৬.৬৭)	(৯১১.৫৩)	(২৫০.১৪)	৭৩২.৩২
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৮৭০.২৯)	(৫৩.৪৭)	(৮৮৮.২৪)	(২৮৩.১৫)	৮০২.৬১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা প্রদেয়)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭	সংরক্ষণ উত্থাপিত ছাড়া সংরক্ষণ পূর্ব বছরের ব্যালেন্স শিট অনুসারে পূর্বেকার আর্থিক বছরে				৪,৮১০.২৭	৫,১২৯.২০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫ টাকা প্রতি)					
	ক) মূল	(৫.৫২)	(০.৪৪)	(৬.০৮)	(১.৬৭)	৪.৮৯
	খ) মিশ্র	(৫.৫২)	(০.৪৪)	(৬.০৮)	(১.৬৭)	৪.৮৯

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৯ মে, ২০২৩। ফলাফল ত্রৈমাসিক / বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ বিধিসম্মত পরীক্ষকরা সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন।

২. সবুজ পাতা উৎপাদন (কাঁচামাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে কোম্পানি দ্বারা চা উৎপাদনের জন্য) কোম্পানির নিজের চা বাগান থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি মেনে যেখানে রয়েছে নার্সারি, গাছ লাগানো, চাষাবাদ ইত্যাদি। যার মূল্য অন্তবর্তী সময়ে নির্ধারন করা যায় না। দ্রব্যাদির মূল্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে সবুজ পাতা ক্রয়ের ক্ষেত্রে।

৩. কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদন করা চা এবং অনুসারী হিসাবে সেখানে কোন পৃথক উল্লেখযোগ্য সেগমেন্ট নেই অনুসারী হিসাবে আইএনডিএএস ১০৮ সেগমেন্ট রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।

৪. কোম্পানি ব্যবসায় সংযুক্ত চাষাবাদ, উৎপাদন এবং চা বিক্রয়, যা প্রাকৃতিক মরশুমে নির্ভরশীল এবং আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপর উৎপাদন নির্ভরশীল এবং ফলের ফলাফল এবং তারপর ফলাফল বিবেচ্য হবে না যেমন ফলাফল বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩। উল্লেখ্য, করের বন্দোবস্ত (চলতি এবং বিলম্বিত) ছাড় হবে না বছর শেষে হিসাবের ক্ষেত্রে।

৫. পূর্বেকার বছর / মেয়াদ রাশি পুনসংগ্রহ / পুনসজ্জিত হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে চলতি বছরের রাশির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য।

৬. ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.dianatea.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে বিএসই লি.-www.bseindia.com।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ সিংঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00343837

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৩

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্ট লিমিটেড

CIN:L01132WB1990PLC048991

রেজি অফিস ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং. ২২১০-০৫৫৩, ফ্যাক্স নং. ঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১
E-mail : enquiry@norbentea.com, Website : www.norbentea.com

সংক্ষিপ্ত বিবরণী স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ রাশি ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	চলতি ৩ মাস শেষে পূর্ববর্তী বছরে ৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৭৩.৯০	৭৭৭.৫৬	৭৫.৪৪
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(৩৫.২৬)	৩৩.৭৬	(৬২.৮৮)
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৩৫.২৬)	৩৩.৭৬	(৬২.৮৮)
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৪৭.৮৩)	২১.১৯	(৬৯.২৬)
৫.	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) মেয়াদে (লাভ / ক্ষতি সংযুক্ত) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৪৪.৮৬)	২৪.১৬	(৬৭.৩৪)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	১,১৭৫.০০	১,১৭৫.০০	১,১৭৫.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (আইএনডি এএস অনুসারে)	৩০৯.৯৩	৩০৯.৯৩	২৮৫.৭৮৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি)			
	ক) মূল	(০.৪১)	০.১৮	(০.৫৯)
	খ) মিশ্র	(০.৪১)	০.১৮	(০.৫৯)

দ্রষ্টব্য ঃ

ক) উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অবলাইজেশান অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com/www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http:// norbentea.com/pdf/safr_mar_2023.pdf.।

খ) উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় ২৯ মে, ২০২৩।

স্বা /-
(মনোজ কুমার দাগা)
চেয়ারম্যান
DIN : 00123386

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **মহ. সুরাত আলি মিস্ত্রি,** পিতা আকবর মিস্ত্রি, নিবাস নালমুড়ি পরগণা, ভাঙড়, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড-৭৪৩৫০২ হারিয়ে ফেলেছেন আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ৪০৩০ সাল ২০১৪, নথিবদ্ধ রয়েছে এডিএসআর ভাঙড় অফিসে এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি ভাঙড় থানায় তারিখ ২৮-০৫-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ১৬৭১। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

বাগমিতা চৌধুরি
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৮৬১৭৭০০১৭৩৮

e-Tender Notice

P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24

NIT No	Tender Id	End Date
NIT- 2(e) 3rd Call	2023_DM _535589_1	13.06. 2023

Details may be seen on website **http:// wbtenders.gov.in**

Sd/-
PO-cum-DWO
BCW & TD, Purulia

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

Corporate Identification Number: L50500WB1964PLC026053

রেজিস্টার অফিস ঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড,
থানা- শেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা- ৭০০০১৭ ।
ওয়েবসাইট ঃ www.foundryfuel.co.in, ই-মেল ঃ foundryfuel@gmail.com
ফোন নং.ঃ ০৩৩-৪০৬৬ ৮০৭২

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ ত্রৈমাসিক শেষে ও নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১-মার্চ ২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১-ডিসে ২০২২ অনিরীক্ষিত	৩১-মার্চ ২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্তে ৩১-মার্চ ২০২৩ নিরীক্ষিত	৩১-মার্চ ২০২২ নিরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	(৫.৪৫)	(৬.২৫)	(৬.০২)	(২১.৯১)	(২০.৭৪)
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (পরে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	(৫.৪৫)	(৬.২৫)	(৬.০২)	(২১.৯১)	(২০.৭৪)
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (পরে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	(৫.৪৫)	(৬.২৫)	(৬.০২)	(২১.৯১)	(২০.৭৪)
মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৫.৪৫)	(৬.২৫)	(৬.০২)	(২১.৯১)	(২০.৭৪)
প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্তশেয়ার সহকারে)	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪
সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া)				(৮৭৬.৪৮)	(৮৫৪.৬০)
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি ও অচলতি আয় থেকে)					
১. মূল	(০.০৭)	(০.০৮)	(০.০৮)	(০.২৭)	(০.২৬)
২. মিশ্র	(০.০৭)	(০.০৮)	(০.০৮)	(০.২৭)	(০.২৬)

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ও নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ যা জমা করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং ও অন্যান্য ডিসক্লোজার অনুসারে) ধারা, ২০১৫ অধীন (সংশোধনী)। বিস্তারিত ফরম্যাট আর্থিক ফলাফলের পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.foundryfuel.co.in

২. ফলাফল নিরীক্ষণ করা হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদন করা হয়েছে কোম্পানির পরিচালন বর্গ ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৯ মে, ২০২৩ ।

৩. উপরোক্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে গাইডলাইন অনুসারে যা জারি করা হয়েছে সিকিউরিটি এবং এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা এবং ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএনডি এএস) প্রস্তাব অনুসারে অধীন ধারা ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩।

বোর্ডের পরিচালনবর্গের তরফে
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড
স্বা /- সুনীল বিশ্বম্ভরণ
পরিচালক
DIN : 02831247

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৩

শিলিগুড়ি শহরে ক্রমশ বাড়ছে পানীয় জলের সমস্যা। জলস্তর কমছে, পাশাপাশি বাড়ছে পানীয় জলের কষ্ট। উক্ত সমস্যা চিরতরে সমাধান করতে চায় শিলিগুড়ি পুরনিগম। তাই অন্য কোনো দপ্তরের ওপর ভরসা না করে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় পুরনিগম। সেই লক্ষ্য নিয়ে সোমবার পুরনিগমের কার্যালয়ে জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো।

চ্যাম্পিয়ান কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা-৭০০০৭৩
ওয়েব ঃ www.championcommercial.in ই-মেল ঃ mumbai@singhaniagroup.com টেলি নং.+৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০
CIN: L51909WB1982PLC034891

নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩

লক্ষ টাকায় (শেয়ার এবং শেয়ার প্রতি ডাটা ছাড়া)

ক্র নং.	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবারে	৬,৬৫৮.১৮	৫,১২২.৬৫	৪,৭১৮.৭৮	২৩,৪২৯.৭৪	২১,১৬৬.৪৫
২	মোট লাভ মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম পূর্বে)	১০৯.৫৭	১৩৬.৪৯	৪১৫.৬৭	৭০৬.৬৬	২,২৪৪.৭৭
৩	মোট লাভ মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম পরে)	১০৯.৫৭	১৩৬.৪৯	৪১৫.৬৭	৭০৬.৬৬	২,২৪৪.৭৭
৪	মোট লাভ মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম পরে)	৭০.৬৩	১০০.৭৩	৩০৯.২২	৫১০.৬০	১,৬৮২.২১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে(সংযুক্ত লাভ মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(২১৪.৬৯)	২১২.২৬	২৪৮.৪৭	৫০৭.২৫	২,১৪৭.৮৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে)	৩৫.৩১	৫০.৩৭	১৫৪.৬১	২৫৫.৩০	৮৪১.১০

দ্রষ্টব্য ঃ

১. বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে অনুসারী হিসাবে কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) ধারা, ২০১৫ (আইএনডি এএস) প্রস্তাবিত অধীন ধারা ১৩৩ কোম্পানি আইন ২০১৩ এবং অন্যান্য অনুমোদিত গননা অনুশীলনী এবং পদ্ধতি যা পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২.উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট উল্লেখিত আর্থিক ফলাফলের পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে(www.msei.in) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে(www.championcommercial.in)।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /-গৌরব সিংঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN-01186568

স্থান ঃ মুম্বই

স্বাস্থ্য

গরমে শিশুর যত্ন

ডাঃ অনিরুদ্ধ ঘোষ
MD, DNB, MNAMS, MBBS (Hons.)
Assistant Professor. Institute of Child Health, Kolkata
Mobile : 9051132650 (Whatsapp only)
Visiting Consultant : Medica Superspeciality Hospital, IRIS Hospital

এই অতিরিক্ত তাপ প্রবাহে শিশুর শরীরের যত্ন নেওয়া প্রতি মায়েদের কাছে এক চিন্তার কারণ। অতিরিক্ত গরমের ফলে শিশুর ঘামের কারণে শরীরে বিভিন্ন রোগ দানা বাঁধতে পারে। সেহেতু প্রতিটি মায়েদের প্রধান সমস্যা হল শিশুকে কিভাবে গরমের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। গরমে ঘরের তাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অতি অবশ্যই ঘরকে ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। ঘর গরম থাকলে ঘরের জানালা খুলে জানালার বিপরীতে টেবিল ফ্যান চালিয়ে ঘরের উষ্ণ তাপমাত্রা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এসি বা এয়ার কুলার চালানো যেতে পারে তবে শিশুর শারীরিক দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এসি বা এয়ার কুলার চালালে শিশু গরমের তাপ থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতল বাড়ির ক্ষেত্রে শিশুকে সব সময়েই এক তলাতেই রাখা ভালো। কারণ সূর্যের তাপে দ্বিতলে বেশি গরম হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ হাওয়া-বাতাস শশুির শরীরকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে। এই গরমে শিশুর জামা-কাপড় অবশ্যই ঢিলে-ঢালা হওয়া প্রয়োজন। গরমে শিশুর জামা - কাপড়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া ভালো। পরিহিত শিশুর জামা- কাপড় প্রতিদিনই পাল্টে পরানো উচিত। শিশুর ব্যবহৃত জামা-কাপড় প্রতিদিনই ওয়াশ করানো উচিত। স্নানের জলকে কয়েক সেকেন্ড গরম করে স্নান করানো ভালো। স্নানের সময় কোন এসি বা কুলার একেবারেই চালানো যাবে না। সাবান বা শ্যাম্পু অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় শিশু বিকালে খেলতে গেলে ঘাম হয়। সেক্ষেত্রে ভালো করে গা ধুইয়ে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রোদের তাপ এড়াতে শিশুকে টুপি, ছাতা, সানগ্লাস ব্যবহারে কিছু রেহাই পাওয়া যায়। জল একটা শিশুদের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকার কাজ করে। শিশুর সাথে সব সময়েই জল রাখা উচিত। প্রতিদিনই শিশুকে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়াও ফলের রস দেওয়া যেতে পারে? অবশ্য বাইরের কোন ফলের রস বা আখের রস না খাওয়ানোই ভালো। মরসুমি ফল ও মশলাহীন হালকা খাবার শিশুর শরীরকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে। দু বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট মিল্ক খুবই প্রয়োজনীয়। এছাড়াও ভাতের সাথে ডাল অবশ্যই দরকার। সাথে দেওয়া যেতে পারে হালকা সবজি ও সোয়াবিন। পরিশেষে বলা যেতে পারে এই প্রচন্ড তাপ প্রবাহে শিশুর শারীরিক দিক খেয়াল রাখতেই হবে। শিশুর শরীর ঠিক থাকলে পরবর্তীকালে শারীরিক ক্ষমতা সবল থাকে।

কর্কট জনিত ব্যাথার চিকিৎসা (ক্যানসার পেঁইনের চিকিৎসা)

ডাঃ মনীশ দে
MBBS (MCK), MD (AIIMS), New Delhi, DNB, FPM, (EIPM, WBUHS),
Pain Management Specialist

প্রশ্ন ঃ ক্যানসার পেইন কি?

ডাঃ মনীশ দে ঃ ক্যানসার পেইন হল এক ধরনের ব্যথা যা ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের হয়ে থাকে। এটি তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম যেমন ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, প্রস্রাব, পায়খানা, চলাফেরা, সমাজে মেলামেশা ইত্যাদিতে বাধা দেয়, অথবা অসুবিধা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ঃ ক্যানসার পেইনে কত শতাংশ রোগীরা ভুক্তভোগী?

ডাঃ মনীশ দেঃ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে ক্যানসার রোগীদের মধ্যে আনুমানিক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত রোগীরা ব্যথায় কষ্ট পান।

প্রশ্ন ঃ ক্যানসারে ব্যথা কেন হয়?

ডাঃ মনীশ দে ঃ টিউমার যদি মেরুদন্ড বা কোমরের হাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে যায় বা কোনো নার্ভের উপর চাপ সৃষ্টি করে অথবা অন্ত্রে খাওয়া-দাওয়া বা মল যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে এই ধরনের ব্যথা দেখা যায়।

প্রশ্ন ঃ ক্যানসারের ব্যথার চিকিৎসা কীভাবে করা যায়?

ডাঃ মনীশ দে ঃ ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য oncologist, সার্জন, Radio Therapist, palliative case physician, palliative care নার্স, physiotherapist, pshycologist, সমাজ সেবিকা ও volunteer-দের ভূমিকা আছে। এই সুযোগ-সুবিধা যে কোনো ক্যানসার হাসপাতালে উপলব্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ক্যানসারের ব্যথার চিকিৎসার জন্য এখন তিন ধাপের একটি পদ্ধতি বলে দিয়েছে। এখানে প্রথম ধাপে অল্প ব্যথায় Paracetamol জাতীয় পেইন-কিলার, দ্বিতীয় ধাপে মাঝারি ব্যথায় স্বল্প শক্তির আফিম জাতীয় ওষুধ (Tramadol) এবং তৃতীয় ধাপে অতিরিক্ত ব্যথায় বেশি শক্তি আফিম জাতীয় ওষুধ (Morphine) দেওয়া হয়। এইগুলির সাথে কিছু আনুসঙ্গিক ওষুধও দেওয়া হয়ে থাকে যাতে কিনা হাড়, নার্ভ জনিত ব্যথা কম থাকে।

প্রশ্ন ঃ ক্যানসারের ব্যথায় আফিম জাতীয় নেশা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে কি?

ডাঃ মনীশ দে ঃ ক্যানসারের ব্যথায় আফিম জাতীয় ওষুধ কোনো নেশা তো হয়ই না বরং ব্যথা খুব ভালো ভাবে আয়ত্বে আনা যায়। তবে এই ওষুধগুলি নিয়ম মেনে ঠিক ঠিক সময় ডাক্তারের prescription অনুযায়ী খেতে হয় এবং সাথে সাথে বমি বা পায়খানার অসুবিধা যাতে না হয়ে থাকে সেই মতো ওষুধ দিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ ক্যানসারের ব্যথায় আফিম জাতীয় ওষুধ কোথায় উপলব্ধ?

ডাঃ মনীশ দে ঃ ক্যানসারের ব্যথায় বেশি শক্তি আফিম জাতীয় ওষুধ (morphine) একমাত্র RMI-তে (Recognised Medical Institution) যেমন Saroj Gupta Cancer Hospital-এ (Thakurpukr) বিনামূল্যে উপলব্ধ। কিন্তু সব ওষুধের দোকানে উপলব্ধ নয়, কারণ এই ওষুধগুলি ক্যানসার ছাড়া অন্য ব্যথায় দিলে নেশা (addiction) হয়।

প্রশ্ন ঃ ক্যানসার ব্যথায় Injection-এর কী কোনো ভূমিকা আছে?

ডাঃ মনীশ দে ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। ক্যানসারের চিকিৎসায় Surgery, Radio Therapy ও Chemo Therapy ছাড়াও অতিরিক্ত ব্যথায় বিভিন্ন Injection-এর দ্বারা ব্যথা নিরাময় সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এখন তাই এই injection পদ্ধতি ব্যথা কমানোর চতুর্থ ধাপের অন্তর্ভুক্ত করেছে। উদাহরণ হল ---

ক) Celiac plexus Block - পিত্ত থলি, যকৃত ও stomach ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার ব্যথা।

খ) Superior Hypy Gastric Plexus Block - অন্ত্র, জরায়ু ও মূত্রথলির ক্যানসারের ব্যথা।

গ) Ganglian Impar Block - মল নালি, মূত্রনালি ও যোনির ক্যানসারের ব্যথা।

এইরকম আরো কিছু nerve plasus-এ প্রথমে local anesthesia দিয়ে ব্যথা কমলে alcohol injection দিয়ে ব্যথার অনুভূতি বহনকারী nerve গুলোকে নষ্ট করে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে ব্যথা কমানো সম্ভব। তাই ক্যানসারের ব্যথায় কষ্ট পাওয়ার থেকে মুক্তি পেতে এখন অনেক সুবিধা উপলব্ধ।

For Appointment : 8697671258/9903569602

কেন রোবোটিক সার্জারি?

ডাঃ সন্তোষ কুমার
Consultant Orthopaedic Joint Replacement Surgeon, Belle Vue Clinic, Kolkata

হাঁটু প্রতিস্থাপনে রোবোটিক আমাদের শহর কলকাতাতেই প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। হাঁটুর ব্যথায় কাতর একজন স্টেজ ফোর অস্টিও আর্থারাইটিস রোগীও রোবোটিক সার্জারির সাহায্যে নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। একজন দক্ষ ও পারদর্শী চিকিসকের নেতৃত্বে এই প্রযুক্তি নির্ভর অত্যাধুনিক অপারেশন রোগীকে সাধারণ সার্জারি থেকে অনেকাংশেই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে। জানালেন বেলভিউ ক্লিনিক, কলকাতার রিপ্লেসমেন্ট বিভাগের ডাইরেক্টর, অর্থোপেডিক ও রিপ্লেসমেন্ট সার্জন ও হাঁটু প্রতিস্থাপনের রূপকার ডাঃ সন্তোষ কুমার।

প্রশ্ন ঃ কোন সময়ে হাঁটু বদলানোর প্রয়োজন?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ প্রকৃতি ও কারণ অনুসারে হাঁটুর ব্যথার চিকিৎসা আলাদা মধ্য বয়সে হাঁটুর ব্যথার প্রধান কারণ অস্টিও আর্থ্রাইটিস। অস্টিও আর্থ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হলে হাঁটু বদলই সঠিক সমাধান। কারণ হাড়ের এই ক্ষয়জনিত লাইফ স্টাইল ডিজিজে হাঁটুর অস্থি সন্ধির ভিতরের বিশেষ দুটি কার্টিলেজ ক্ষয়ে যায় ও এই ক্ষয় কোনওভাবেই পূরণ হয় না। সেইজন্য একটা পর্যায়ে হাঁটুকে বদলাতেই হয়।

প্রশ্ন ঃ অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয়েছে বোঝা যাবে কি করে?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আধ ঘন্টা বা তার বেশি হাঁটু ব্যথায় শক্ত হয়ে থাকলে, সিঁআড়ি ভাঙলে হাঁটুতে ব্যথা হলে শুলেও ব্যথা লাগলে বা ব্যথায় ঘুম না আসলে তখন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের প্রয়োজন। চিকিৎসক আপনার হাঁটু বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করবেন। আপনার হাঁটুর ধরণ দেখবেন। হাঁটু কতটা ভাঁজ করা যায় সেটাও দেখবেন। এরপর চিকিৎসক প্রয়োজনে এক্স-রে দেখে অস্টিও আর্থ্রাইটিস সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।

প্রশ্ন ঃ অস্টিও আর্থ্রাইটিসের কোন পর্যায়ে নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন হয়?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ রোগের তীব্রতা অনুযায়ী অস্টিও আর্থ্রাইটিসকে সেই ওয়ান থেকে ফোর এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ, ফিজিওথেরাপি বা অন্যান্য চিকিৎসায় কিছুটা স্বস্তি মিললেও সব ক্ষেত্রেই স্টেজ থ্রি বা ফোরে অস্টিও আর্থ্রাইটিস থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট। এই সময় হাঁটা-চলায় খুবই অসুবিধা হয়। মানুষ গৃহবন্দী হয়ে যায়। অনেক সময় পা বেঁকেও যায়। তাই আজকাল স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হওয়ার আগেই বহু মানুষই নি- জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করিয়ে সুস্থতা বোধ করছেন।

প্রশ্ন ঃ হাঁটু রিপ্লেসমেন্টে রোবোটিক সার্জারির বিশেষ কি সুবিধা আছে?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ রোবোটিক যান্ত্রিক মস্তিষ্ক মুহূর্তের ভিতরে মিলিমিটারের কয়েক সহস্রাংশ পর্যন্ত হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে হাড়ের সঙ্গে প্রস্থেসিসে ফিটিংস একশ শতাংশ নিখুঁত ও সঠিক হয়। আবার একই কারণে হাড় ও সফট টিস্যু ঠিক যতটা দরকার ঠিক ততটাই সূদ ভাবে কাটা হয় বলে রক্তপাত হয় সামান্য ফলে পোস্ট অপারেটিভ পেনও কম হয়। রোগী দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। অন্য দিকে যান্ত্রিক অনুধাবন ক্ষমতায় প্রস্থেসিসের অ্যালাইনমেন্টও একশো শতাংশ সঠিক হয় ফলে একদিকে যেমন প্রস্থেসিসের আয়ুস্কাল বাড়ে আবার অন্যদিকে তেমনই রোগী অনেক ভালভাবে কাজও করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ রোবোটিক সার্জারি কি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ন্ত্রিত? এই সার্জারিতে চিকিৎসকের কি কোন ভূমিকা থাকে না?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ এটা একধরণের ভ্রান্ত ধারণা। যন্ত্রের পিছনের মানুষটি আসল। এক্ষেত্রে তিনি একজন রিপ্লেসমেন্ট সার্জন। অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ বলা যেতে পারে রোবোটের যান্ত্রিক দায়িত্ববোধ ও অতিমানবীয় ক্ষমতার মেলবন্ধনে রোবোটিক নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট অনেক বেশি সফল, সহজ ও নিরাপদ।

প্রশ্ন ঃ যান্ত্রিক হাঁটু কি আসল হাঁটুর মতো সব কাজ করতে পারে?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ অবশ্যই পারে। শরীর ও পেশী সবল থাকলে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পর ঐ কৃত্রিম হাঁটুর সাহায্যেই সিঁ।তিতে ওঠানামা, মর্নিংওয়াক, বাজার করা, বাসে যাতায়াত, গাড়ি চালানো থেকে পাহাড়ে বা সমুদ্রে বেড়াতে যাওয়া সব কাজই খুব ভালোভাবে করা যায়। হাই ফ্লেক্স নি-এর মতো বর্তমানে উন্নত ধরণের অ্যাস্থেসিস ব্যবহার করলে প্রয়োজনে মাটিতেও বসা যায়। তবে পোস্ট অপারেটিভ নিয়ম কানুন ঠিকমতো মেনে চলতে হবে। রোবোটিক সার্জারিই কাজকর্ম আরো বেশি অনায়াস ও সাবলীল হয়ে উঠবে।

TEAM :
Dr. Santosh Kumar, MCH, Orthopaedic Consultant, Orthopaedic and Joint Replacement Surgeon, Kolkata.
Dr. Vibek David, MS (Ortho)
Dr. Sibanghsu Mittal, MS (Ortho)
Dr. Vibekanand Kumar, MS (Ortho)
Dr. Mohit Nahata, MS (Ortho)
Dr. Dinesh Agarwal, MS (Ortho) (Spine Surgeon) (Part Time)
Helpline : 9831266632/9831911584
e-mail : santosdr@gmail.com
www.mykneemylife.org
http://www.drsantoshkumarortho.com / on live consultation
WhatsApp : 9831911584
Dr. Santosh Kumar,
Knee Foundation
My Knee My Life
Plot-236, Block-B, Opp. East Calcutta Girl's College, Kolkata - 700089.
Dr. Santosh Kumar
Belle Vue Clinic
Room No. 5, Doctor's Chamber, 9, Lowdon Street, Kolkata - 700017.

এবছর বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগীর বৃদ্ধির হার ৫ গুণ বেশি, জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

ঢাকা, ২৯ মে ঃ এবছর বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ গুণ হারে । সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন সেদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। সোমবার সচিবালয়ে কোভিড টিকা এবং ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে জাহিদ মালেক বলেন, এ বছর জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১৭০৪ জন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। রোগীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় ৫ গুণ বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি বলেন, ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ায় যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল যাতে প্রস্তুত থাকে, চিকিৎসক এবং নার্সদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। হাসপাতালে করোনা এবং ডেঙ্গুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে আড়াই হাজার নার্স-ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ডেঙ্গু সচেতনতায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম এবং সেনাবাহিনীর সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রচার প্রচারণার জন্য ব্যানার- পোস্টার তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে সভা করা হয়েছে। যদি কোনো জরুরি ব্যবস্থা নিতে হয়, তার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। কেউ আক্রান্ত হলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসুন। চিকিৎসা নিলে ডেঙ্গু ভালো হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার জন্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে রেলের ওভারহেড তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৬ জনের মৃত্যু

ঝাড়খণ্ড, ২৯ মে ঃ মর্মান্তিক! হাওড়া- নয়াদিল্লি রুটে নিচিতপুর রেল গেটের কাছে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। ঘটনার জেরে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সোমবারের এই ঘটনার জেরে আচমকাই থমকে গেল হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটের ট্রেন পরিষেবা। বন্ধ হয়ে যায় স্থানীয় স্টেশনগুলিতে লোকাল ট্রেন চলাচলও। আটকে পড়েছে ডাউন কালকা মেল, প্রতাপ এক্সপ্রেসের মতো একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। কী ভাবে এমন দুর্ঘটনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রেল। ধানবাদ গোমো সেকশনে গোমো রেল স্টেশনের কাছে নিচিতপুর স্টেশনের কাছে নিচিতপরুর ও তেঁতুলমারি স্টেশনের মাঝে ওভারহেড তারে কাজ হচ্ছিল। সেই তার কোনওভাবে বিদ্যুৎ চলে আসে। তাতেই তড়িতাহত হয়ে মৃত্যু হয় ৬ জনের। কাজের সময় বিদ্যুৎ সরবারহ বন্ধ থাকার কথা। কীভাবে বিদ্যুৎ চলে এলে তা বুঝে উঠতে পারছেন না রেল কর্তারা। ডিআরএম সহ অন্যান্য রেল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। কী ভাবে ওই ঘটনা ঘটল তা তিনভাবে তদন্ত হচ্ছে। একটি তদন্ত করছে পুলিস, অন্য তদন্তটি করছে রেল পুলিস ও তৃতীয় বিভাগীয় তদন্ত করছে রেল। জানা যাচ্ছে যে ৬ জন কাজ করছিলেন তারা ঠিকা শ্রমিক। ঘটনার সময় একটি খুঁটি বসানো হচ্ছিল। বসানোর পর কোনওভাবে সেটি ২৫০০০ ভোল্টের তারের সঙ্গে ঠেকে গিয়ে জড়িয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ৬ ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ধানবাদ রেল ডিভিশনের ডিআরএম কমল কিশোর সিনহা বলেন, ওভার হেডের তারের কাজ চলাকালীন এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার ফলে ৬ জন মারা গেছে বলে জানা যাচ্ছে। আহত হয়েছেন অনেকে। পুলিস তদন্ত করছে। আর পি এফ তদন্ত করছে আর বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে। ওই দুর্ঘটনার পর গোমোর কাছে একাধিক এক্সপ্রেস দাড়িয়ে যায়। ডাউন নেতাজি এক্সপ্রেস কালকা থেকে হাওড়াগামী তেতুলমারি স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাওড়া থেকে বিকানের গামী প্রতাপ এক্সপ্রেস ধানবাদ স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধানবাদ থেকে রিলিফ ট্রেন, মেডিক্যাল টিম ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তারের বিদ্যুৎ সংযোগ পরীক্ষা করেই ট্রেন চলাচল শুরু হবে।

গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ফ্ল্যাগ অফ করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ইলেকট্রিক মোটরবাইক-র জন্য বিশেষ প্রি-বুক অফার ঘোষণা

আহমেদাবাদ, ২৯ মে ঃ ম্যাটার, একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নেতৃত্বে স্টার্টআপ, তার ফ্ল্যাগশিপ মোটরবাইক, ম্যাটার এরার জন্য প্রি-বুকিং শুরু করতে প্রস্তুত। অনলাইন প্রি-বুকিং ১৭ মে থেকে দেশের ২৫টি জেলা জুড়ে খোলা হবে। প্রি বুক শহর, হায়দরাবাদ, বিশাখাপত্তনাম, বিজয়ওয়াড়া, কৃষ্ণা, বেঙ্গালুরু, মাইসুর, চেন্নাই, কোয়েম্বাটোর, মাদুরাই, মুম্বাই, নভিমুম্বাই, থানে, রায়গড়, পুনে, নাগপুর, নাসিক, আহমেদাবাদ, গান্ধীনগর, সুরাত, ভাদোদরা, জয়পুর, ইন্দোর, দিল্লি এনসিআর, পাটনা, লখনউ, কানপুর, গুয়াহাটি, কামরূপ, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং কোর্ধা। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে, ম্যাটার এরা গতিশীলতা পরিবর্তন করতে, নতুন অভিজ্ঞতা প্রদান করতে এবং রাইডিং এর ভবিষ্যতকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে প্রস্তুত। বৈদ্যুতিক গতিশীলতার প্রাথমিক গ্রহণকারী এবং উদ্ভাব করা এরার প্রিবুকিং করতে সক্ষম হবেন এবং বিশেষ পরিচিতি মূল্য, আর্লি বার্ড অফার এবং আর্লি বার্ড প্রিবুকিং এমাউন্টের মতো সুবিধা পাবেন। ম্যাটার এরা প্রথম ৯,৯৯৯ টি প্রি- বুকিংয়ের জন্য ৫,০০০- টাকার একটি বিশেষ মূল্য সুবিধার সাথে অফার করা হবে গ্রাহকরা টাকা ১৯৯৯- এ প্রি-বুক করতে পারেন।

দিল্লিতে কিশোরী হত্যা মামলার অভিযুক্ত সাহিল গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ দিল্লিতে ১৬ বছরের এক দিল্লিতে ১৬ বছরের কিশোরী হত্যা মামলার অভিযুক্ত গ্রেফতার, সাহিলকে পাকড়াও করল পুলিশকে হত্যা মামলার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার অভিযুক্তকে সাহিলকে পাকড়াও করেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ১৬ বছরের ওই কিশোরীকে কুপিয়ে খুন করে তার প্রেমিক। ওই কিশোরী উত্তর-পশ্চিম দিল্লির শাহবাদ ডেইরির জেজে কলোনির বাসিন্দা। ১৬ বছরের কিশোরীকে পাথর দিয়ে আঘাত করার আগে একাধিকবার ছুরি দিয়ে কোপায় সে। আউটার দিল্লির অতিরিক্ত ডিসিপি রাজা বন্থিয়া জানিয়েছেন, অভিযুক্তের (সাহিল) বয়স ২০ বছর। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য ৬ টি টিম গঠন করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। এই ব্যাপারে তার বাবা-মা সহযোগিতা করছেন। মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় আনা হয় এবং ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে ২০ বারের বেশি ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।

মুম্বইয়ে ব্যাঙ্কে দুই হাজার টাকার জাল নোট বদলানোর চেষ্টা, আটক ১

মুম্বই, ২৯ মে ঃ মুম্বইয়ে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের শাখায় ২,০০০ টাকার ১০টি জাল নোট বদলানোর চেষ্টা করায় এক ব্যক্তি আটক করেছে পুলিশ। ধৃত ৩৩ বছর বয়সী নাভিদ আশফাক শেখ। বিষয়টি তাড়দেব থানার দল তদন্ত করছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার সোমবার জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তি মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। শুক্রবার তিনি এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের তাড়দেব শাখায় গিয়েছিলেন ২,০০০ টাকার ১০ টি জাল নোট পরিবর্তন করতে। ব্যাঙ্কে সে নোট বিনিময়ের ফর্ম পূরণ করে জাল নোট জমা দিয়েছিল। কিন্তু নোটগুলি জাল হওয়ায় গণনা মেশিন সেই নোটগুলি বাতিল করে দেয়। এতে ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সন্দেহ জাগে এবং নোটগুলি যাচাই- বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাই করে সব নোটই জাল ধরা পড়ে। ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা বিষয়টি তাড়দেব এলাকার পুলিশকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কতগুলি ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তৃতীয়বার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে অভিনন্দন পুতিনের

রাশিয়া, ২৯ মে ঃ টানা তৃতীয়বারের মতো তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একইসঙ্গে রাশিয়া ও তুরস্কের সম্পর্ক জোরদারে 'ব্যক্তিগত অবদানের' জন্য এরদোয়ানকে ধন্যবাদ জানান পুতিন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় পুতিন লেখেন, 'নির্বাচনে বিজয় তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রধান হিসেবে আপনার নিঃস্বার্থ কাজের একটি স্বাভাবিক ফল। এই জয় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী করা ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার জন্য তুরস্কের জনগণের সমর্থনের স্পষ্ট প্রমাণ।' তুরস্কে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং দুটি উল্লেখযোগ্য যৌথ প্রকল্প হিসেবে একটি নতুন গ্যাস হাব তৈরির কথা উল্লেখ করে পুতিন বলেন, 'বন্ধুত্বপূর্ণ রাশিয়া- তুরস্ক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য আমরা আপনার ব্যক্তিগত অবদানে অত্যন্ত প্রশংসা করি। ' সবশেষে পুতিন বলেন, আমি হৃদয় থেকে আপনার নতুন সাফল্য কামনা করছি... সেইসঙ্গে সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করছি।

রাঁচিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

রাঁচি, ২৯ মে ঃ রাঁচির নামকুমের খারসিদাগ ওপি এলাকায় ট্রাক ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে । জানা গেছে, তিন যুবক বাইকে করে আসছিলেন। অপরদিক থেকে আসা একটু দ্রুতগতির ট্রাকের সাথে বাইককের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রিমসে পাঠানো হয়েছে। নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে উদ্বোধন করলেন 'হর ঘর ধান' কর্মসূচি

কলকাতা, ২৯ মে ঃ আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের ২য় পর্বের অংশ হিসাবে, আর্ট অফ লিভিং এর পৃষ্ঠপোষকতায় এদিন ২৯ মে ২০২৩ থেকে ১ জুন ২০২৩ পর্যন্ত পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, ফেয়ারলি প্লেসে 'হর ঘর ধান' শীর্ষক একটি ধ্যান কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে ২৯.৫.২০২৩ তারিখে পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে মেডিটেশন ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন। পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত 'হর ঘর ধ্যান' অধিবেশনটি অংশগ্রহণকারীদের মানসিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করে, ধ্যানের একটি সহজ এবং সহজে গ্রহণযোগ্য অনুশীলন চালু করে এবং শারীরিক মাধ্যমে স্ব- উন্নতির ক্রমাগত যাত্রার জন্য দরকারী সামগ্রী সরবরাহ করে। এবং মানসিক সুস্থতা। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক, শ্রী এস আর ঘোষাল, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরের সমস্ত প্রিন্সিপাল অফিসার এবং সমস্ত স্তরের কর্মীরা মেডিটেশনের মাধ্যমে আত্ম-উন্নতির জন্য পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরের এই মেডিটেশন ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন যা শুধুমাত্র প্রশমিত করতে সাহায্য করে না। কর্মজীবনে প্রতিদিনের চাপ কিন্তু ভারতের মানুষকে আরও ভালোভাবে সেবা করতে সাহায্য করে।

রাজারহাট মেট্রো প্রকল্প (অরেঞ্জ লাইন) হয়ে নিউ গড়িয়ার ভিআইপি বাজার মেট্রো স্টেশন (কবি সুভাষ) থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ভায়াডাক্টের নির্মাণ কাজ চলছে।

গুয়াহাটি রেল স্টেশন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ভার্চুয়ালি সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

মালিগাঁও, ২৯ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ মে, ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি সংযোগী অসমের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ভার্চুয়ালি সূচনা করেন। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ৯১.০৩ রুট কিলোমিটার লম্বা নতুন বঙাইগাঁও-দুধনৈ-মেন্দিপাথার ও ৯১ রুট কিলোমিটার লম্বা গুয়াহাটি-চাপরমুখ নতুন বৈদ্যুতিক সেকশন দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং লামডিঙে সম্প্রতি নবনির্মিত একটি ডেমুমেমু শেডের উদ্বোধন করেন। গুয়াহাটি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল শ্রী গুলাব চান্দ কাটারিয়া, অসমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কেন্দ্রীয় রেলওয়ে, যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ পরিবহণ এবং জলপথ ও আয়ুষ মন্ত্রকের মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া রাজ্যমন্ত্রী নীশিথ প্রামাণিক, অসম সরকারের পরিবহণ, মৎস্য ও আবগারি মন্ত্রী শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ (রাজ্যসভা) শ্রী কামাখ্যা প্রসাদ তাসা ও শ্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা, সাংসদ (লোকসভা) শ্রীমতি কুইন ওজা, বিধায়ক শ্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সহ হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশনগুলির অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও গুয়াহাটি স্টেশনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তিনটি উন্নয়নমূলক কাজ একসাথে সম্পন্ন হওয়ার ফলে আজকের দিনটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের জন্য এক বিশাল দিন। তিনি আরও বলেন যে গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি অসম ও পশ্চিমবঙ্গের শতাব্দী প্রাচীন বন্ধনকে আরও মজবুত করে তুলবে। এই ট্রেনটির ফলে ভ্রমণ আরও সহজ হবে, ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন এবং পর্যটন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। তিনি বলেন যে এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি মা কামাখ্যা মন্দির, কাজিরাঙা, মানস জাতীয় উদ্যান ও পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সাথে সংযোগ প্রদান করবে। এছাড়াও মেঘালয়ের শিলং, চেরাপুঞ্জী এবং অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং ও পাসিঘাটে ভ্রমণ ও পর্যটন বৃদ্ধি পাবে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। অসমে অত্যাধুনিক বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পরিচালনার সাথে সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা নির্দিষ্টভাবে অসমের জনগণ দ্রুত ও আরামদায়ক রেলের মাধ্যমে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবেন। যেহেতু এই সেমি হাই স্পিড ট্রেনটি সমস্ত ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত, তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণ ভ্রমণের সময় পার্থক্য ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস একাধিক উন্নতমানের এবং বিমানে যাত্রা করার মতো অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এই ট্রেনটি স্বদেশীয়ভাবে তৈরি করা ট্রেন সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যবস্থা-কবচ সহ অত্যাধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে দাবি অনুযায়ী ওয়াই- ফাই কনটেন্টের ব্যবস্থা। প্রতিটি কামরায় ৩২ ইঞ্চির স্ক্রিন আছে, যা যাত্রীদের সমস্ত তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রদান করবে এবং রয়েছে সাইড রিক্লিনার সিট সুবিধা।

Name Change

I, HEMANTA KUMAR GHOSH (old name) S/O GANDHI LAL GHOSH Resident of 461/1, P.K. Guha Road, Dumdum, PS- Dumdum, North 24 Pgs-700028 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HEMANTA GHOSH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/05/2023. HEMANTA KUMAR GHOSH and HEMANTA GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMED YEASUF ALI MOLLA (old name), DOB-25/10/1960 S/O MAOLA BOX MOLLA Resident of Vill-Latarbagan, PO- Khasbalanda, PS- Haroa, Dist- North 24 Pgs WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) YOUSUF ALI MOLLA, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Basirhat, 24 Pgs(N) on 19/01/2023. MOHAMMED YEASUF ALI MOLLA and YOUSUF ALI MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, SWAPNA MALLICK (old name) D/O DHARMA MALLICK Resident of Daspara, Atghara, Lake Village Society, Dhalua Bhagabanpur, South 24 Parganas-700152 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAPNA MALLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/05/2023. SWAPNA MALLICK and SAPNA MALLICK both are same and one identical person.

Name Change

I, SARAFRAJ ALI MONDAL (old name) W/O MOJJADDIN MONDAL Resident of Vill- Baliadanga, PO- Eruli, PS- Gangnapur, Pin-741253, Dist-Nadia WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SARAFRAJ MANDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/05/2023. SARAFRAJ ALI MONDAL and SARAFRAJ MANDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SUBHAJIT BORAL (old name) S/o BACHU BARAL resident of No 201 Barijhati Jhil Dhar, PO+PS- Chanditala, Hooghly, Pin- 712702 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUVOJIT BARAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/05/2023. SUBHAJIT BORAL and SUVOJIT BARAL all are same and one identical person.

Name Change

I, SAJIDA BEGUM (old name) D/O SK ABDUL GAFUR Resident of Dakshin Nawabpur, Chanditala, Hooghly- 712701 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAJIDA MULLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/05/2023. SAJIDA BEGUM and SAJIDA MULLICK both are same and one identical person.

Name Change

I, SK SAHAJAHAN (old name) S/O SK BASIR Resident of No.082, Koyla Para, Chara Panchla, PO+PS-Panchla, Howrah- 711322 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK SAJAHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public on 29/05/2023. SK SAHAJAHAN and SK SAJAHAN both are same and one identical person.

বিশ্ব বরেণ্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তি পালন

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২৯ মে ঃ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল অক্লান্ত। বাংলায় প্রবাসী, ইংরেজিতে মডার্ণ রিভিউ আর হিন্দিতে বিশাল ভারত সম্পাদনা সেকালে ব্রিটিশদের রাতের ঘুম উড়িয়েছিল পাশাপাশি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে ব্রিটিশ সরকার। কারাদন্ডিত সাংবাদিকদের পক্ষে, মানব অধিকারের পক্ষে তিনি আওয়াজ তোলেন

তিনি আর কেও নয় বিশিষ্ট সাংবাদিক রামানন্দ চট্টপাধ্যায়ের। সোমবার বাঁকুড়ায় পালিত হল সেই বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ১৫৯ তম জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া ডিসট্রিক্ট প্রেস ক্লাব সহ বাঁকুড়া জেলার সাংবাদিকরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বাঁকুড়ায় এই দিনটি পালন করেন। জন্মভিটেতে পুস্পার্ঘ অর্পণের পাশাপাশি বাঁকুড়া ডিট্রিক্ট প্রেস ক্লাব উদ্যোগ এদিন সকালে একটি প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। অবশেষে সতীঘাটে অবস্থিত প্রেস ক্লাবের সংলগ্ন মুর্তিতে মাল্যদান ও পুস্পার্ঘ করা হয়। জানা যায় ১৮৬৫ সালের ২৯ মে বাঁকুড়া শহরের পাঠকপাড়ায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মা হরসুন্দরী দেবী। তিনি বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার'স কলেজ থেকে এফএ এবং সিটি কলেজ থেকে ইংরাজিতে অনার্স পাশ করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএপাশ করেন। প্রতি পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখান ও বৃত্তিলাভ করেন। তার আগেই ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। পরে ১৯১০ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি হয়েছিলেন। ধর্মবন্ধু, দাসী, প্রবাসী, বিশাল ভারত ছাড়াও ১৯০৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরাজি সাময়িক পত্রিকা দ্য মডার্ন রিভিউ। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দি মাসিক বিশাল ভারত নামে আরও একটি পত্রিকা। সাংবাদিক হিসাবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আর ঠিক সেই কারণেই সরকারের কাছে তাঁকে বহুবার জরিমানা দিতে হয়েছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতারা ছাড়াও কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখরা নানান বিষয়ে পরামর্শ নিতেন তাঁর কাছ থেকে। সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা, সংবাদপত্র প্রকাশ ছাড়াও তিনি সাহিত্যিক হিসেবেও সমান জনপ্রিয় ছিলেন। বাঁকুড়াবাসির দীর্ঘদিনের দাবি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে হেরিটেজ করার তবে বেশ কয়েকবার ২০১৪ ও ২০২২ সালে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের প্রতিনিধি দল শহরের পাঠকপাড়া ও স্কুলডাঙা এলাকায় রামানন্দের বসতবাটিতে যান। যদিও স্কুলডাঙার বসতবাটির চিহ্ন মাত্র নেই। বছর দশেক আগে রামানন্দের বসতবাটির উপরে চোখ পড়েছিল প্রমোটারদের। জায়গাটি কিনে সেখানে রামানন্দের বাড়ি ভেঙে পাঁচিল দিয়ে জায়গাটি ঘিরে ফেলে প্রমোটাররা। রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের প্রতিনিধিরা জায়গাটি পরিদর্শন করেন। এরপর তাঁরা যান পাঠকপাড়ায় রামানন্দের জন্মভিটেতে। সেখানে এখনও রামানন্দের পরিবারের উত্তরসূরীরা বসবাস করছেন। শতাব্দী প্রাচীন এই বাড়িটি ঘুরে দেখে প্রতিনিধি দল। বাঁকুড়া ডিসটিক প্রেসক্লাবের সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য্য এ বিষয়ে বলেন রামানন্দ বাবর বাড়িটি সংস্কার জরুরি কেননা দীর্ঘদিনের পুরাতন এই বাড়ি জীর্ণ হয়ে পড়েছে কিন্তু সংরক্ষণ বা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেই শুধুমাত্র হেরিটেজ ঘোষিত হলেই হবে না তার ব্যবহৃত জিনিস প্রবাসী দাসি মডার্ন রিভিউ প্রকৃতি পত্রিকার সংরক্ষিত করা হলে তা গবেষকদের সাহায্য করবে তেমনি দর্শনীয় স্থান হবে। পাশাপাশি স্কুলডাঙ্গা স্থিত গান্ধী বিচার পরিষদ সংলগ্ন যে বাড়িটি ছিল সেখানে রামানন্দবাবু তার পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতেন সেই বাড়ি এখন ভেঙে ফেলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে উল্লেখ্য প্রতি বছর ২৯ মে রামানন্দ জন্মদিন সাংবাদিক দিবস হিসেবে প্রেসক্লাব পালন করে আসছে এই দিনটি রামানন্দ দিবস হিসাবে রাজ্য সরকার স্বীকৃতির দাবি জানান তিনি অপরদিকে রামানন্দ বাবুর বসতবাটিতে তার পরিবারের সদস্যরা বসবাস করেন বাড়িটি হেরিটেজ স্বীকৃতি হলে পরিবারের সদস্যদের কোথায় ঠাঁই হবে সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তবে শহরবাসীর দাবীর কোনো উদ্যোগ নেয়নি সরকার হয়নি এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা তাঁর জন্ম ভিটেবাড়ি কখন হেরিটেজ স্বীকৃতি পাবে এবং সেগুলোর সংস্কার শুরু হবে। এদিনের রামানন্দের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার পৌরপ্রধান উপ পৌরপ্রধান হীরালাল চট্টরাজ, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, সভাপতি সুনীল দাস, সহ বিশিষ্ট সাংবাদিকরা।

১ জুন থেকেই বদলাচ্ছে কলকাতা মেট্রোর স্মার্ট কার্ডের নিয়ম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ কলকাতা মেট্রোর নয়া নিয়ম। এবার নতুন স্মার্ট কার্ড করতে খরচ বাড়তে চলেছে যাত্রীদের। এতদিন নতুন স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য যাত্রীকে দিতে হত ১২০ টাকা। যা মধ্যে কার্ড বাবদ মেট্রো কর্তৃপক্ষ নিত ৮০ টাকা। আর বাকি অর্থের সঙ্গে মেট্রোর তরফে দেওয়া ১০ শতাংশ ব্যবহার করা যেত ভাড়া হিসেবে। কিন্তু এবার কার্ড পেতে হলে যাত্রীকে আগে দিতে হবে ১৫০ টাকা। অর্থাৎ ৩০ টাকা বেশি দিতে হবে। কেন এমন সিদ্ধান্ত? মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ১২০ টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই খুচরোর সমস্যা হয়। ২০ টাকা যেমন যাত্রীদের দিতে অসুবিধা হয়, তেমনই খুচরো ফেরত দিতে সমস্যা হয় মেট্রো কর্তৃপক্ষেরও। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। ১ জুন থেকেই চালু হচ্ছে নতুন নিয়ম। তবে মেট্রোর তরফে এও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, স্মার্ট কার্ডের ক্রয় মূল্য ১৫০ টাকা হলেও যাত্রীদের কোনও লোকসান হবে না। কারণ আগে তাঁরা অর্থ লাভ করতেন, সেটাই পাবেন। মানে ১৫০ টাকা থেকে ৮০ টাকা হবে কার্ডের মূল্য এবং বাকি অর্থ ও ১০ শতাংশ অতিরিক্ত অর্থ পাবেন যাত্রী। অর্থাৎ তাঁর মেট্রো যাত্রার জন্য অতিরিক্ত টাকা থেকে যাবে যাত্রীর স্মার্ট কার্ডে। উল্লেখ্য, যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বর্তমানে অনলাইনেই স্মার্ট কার্ড রিচার্জের ব্যবস্থা করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি এখন প্রতিটি স্টেশনেই স্মার্ট কার্ড রিচার্জের আলাদা মেশিনও রয়েছে। অর্থাৎ কাউন্টারের লাইনে দাঁড়ানোর আর প্রয়োজন হয় না।

NOTICE FOR SALE OF ASSETS

Rang Super Shopping Private Limited (Under Liquidation)

Reg. Office of the company: 101/1 Feeder Road Po & Ps: Belgharia Kolkata WB- 700056 IN

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Public notice is given by the Liquidator appointed by the Hon'ble NCLT, Kolkata vide order dt. 18.03.2020 (received by us on 09/06/2020) for Sale of Assets of Corporate Debtors M/s Rang Super Shopping Private Limited (Under Liquidation) forming part of Liquidation Estate. The sale will be done by the undersigned through the E-auction platform https://www.eauctions.co.in

Last Date to apply, submission of Eligibility Documents	14th June 2023 till 5.00 pm
Date of Declaration of Qualified Bidder	15th June 2023
Inspection date and time	16th June to 24th June 2023 (With advance information) (From 11:00 AM to 4:00 PM) Contact person : Bhupendra Singh N Rajput Email id – cabsrajput309@gmail.com | Mobile. No.: +91 9426014155
Last Date of submission of EMD	27th June 2023 till 5.00 pm
Date and Time of E-Auction	29th June 2023, Time 12:30 pm to 3:30 pm
(In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes of each occasion unlimited)	

Details of Assets for E-Auction

Asset/Location	Address/Area/ Description	Reserve Price (INR)/EMD	Incremental Value
At the shop i.e. there registered office at Kolkata	The Inventory of various types of Clothes, Readymade Garments, Dress Materials and Hosiery Materials situated at 101/1 Feeder Road Po & Ps : Belgharia Kolkata WB- 700056 IN	13.35 Lakhs / 1.335 Lakhs	Rs.0.13lakhs or in multiples of this amount

Terms and Condition of the E-auction are as under:

1. E-auction sale will be conducted on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS BASIS " AND "NO RECOURSE BASIS"** only and as such, the E-auction sale shall be without any kind of waivers, warranties and indemnities. It is to be noted that the bidder(s) cannot place a bid at a value below the reserve price.
2. The intending bidders are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS/DD in the favor of M/s Rang Super Shopping Private Limited (Under Liquidation) Current Account No.: 29760200002107with Bank of Baroda, Branch:Gen Next, Law Garden, Ahmedabad-380006 , and IFSC Code: BARB0LAWAHM
3. For detailed terms and conditions of E-Auction, BID Form and other documents are uploaded at the website i.e. http://www.eauctions.co.inbefore bidding. For any query relating to Eauction contact **Mr. Vijay Pipaliya** (Mobile No.: 7383590324/9870099713) & Email idadmin@eauctions.co.inor Liquidator on his email cabsrajput309@gmail.com

Sd/- **Bhupendra Singh N Rajput,**
Liquidator of Rang Super Shopping Private Limited
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00397/2017-18/10715
Regd. Address:309, ATMA House, Opp. Old RBI, Ashram Road, Ahmedabad -380009
Date: 30th May, 2023 | Place: Ahmedabad

অসহায় ভবঘুরের সেবাযত্ন করে মানবিকতার পরিচয় দিলেন ওসি স্বপন রায়

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৯ মে ঃ ময়লা, ছেঁড়া জামা-কাপড়, শরীর থেকে বেরুচ্ছে দূর গন্ধ ওদের দেখার কেউ নেই! ওরা যে পাগল, রাস্তার পাগল, তার উপরে বহরমপুর ব্যস্ত শহরের মানুষ। কে খাচ্ছে কে খাচ্ছে না দেখার কেউ যে নেই। তার উপরে পাগল। হ্যাঁ সত্যি শুনছেন রাস্তার ধারে বসে থাকা আস্ত একটা পাগলকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে মানুষ করে তুললেন বহরমপুরের ওসি স্বপন রায়। কী হয়েছিল ঘটনাটা আসুন জেনে নিই। রবিবার ছিল অঙ্গনওয়াড়ি পরীক্ষা, বহরমপুর যানযট মুক্ত করতে ভোর থেকেই চলছে ব্যস্ততা। কখনো গির্জারমোড় কখনো বা বাসস্ট্যান্ড থেকে গঙ্গার ওভার ব্রিজ বিভিন্ন প্রান্ত ছুটে চলেছেন। সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ গির্জার মোড়ে দাঁড়িয়ে অসহায় চারজন ভিখারী সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন ওসি স্বপন স্যারের কাছে। ব্যস্ততার মধ্যেও ওদের জন্য সাধ্যমতো ডিম- রুটির খাবারের ব্যবস্থা করেন। জানা গিয়েছে এমন অসহায় মানুষ কিংবা ভিখারি স্যারের কাছে মাঝে মধ্যেই আসেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কিছুটা দূরে আস্ত একটা পাগল রাস্তার ধারে আনমনে বসে আছে। ওসির চোখ পড়ে তার দিকে, সঙ্গে থাকা সিভিকে ওসি স্বপন রায় বলেন 'ওকে ডেকে নিয়ে এসো।' তাতে লাভ হয়নি। তখন ওসি স্বপন বাবু নিজে গিয়ে পাগলটিকে ডেকে খাওয়ার জন্য বললে প্রথমে খেতে রাজী না হলেও পরে সিদ্ধ ডিম দিয়ে রুটি খান। এখানেই শেষ নয় স্বপনবাবুর চোখ পড়ে পাগলটির চেহারার উপর ছেঁড়া জামা প্যান্ট তার উপরে সারা শরীর জুড়ে ময়লা, কতদিন যে স্নান করেনি, ময়লা জমতে জমতে চুলে জটলা পেকে গেছে। এইভাবে থাকলে যে অসুস্থ হয়ে মারা যাবে ! এই দেখে মন খারাপ ওসি স্বপনবাবুর। খাওয়ার পরেই শুরু পাগলের সেবা যত্ন। চুল কাটতে নিয়ে আসা হল নাপিত। সাবান শ্যাম্পু দিয়ে যত্ন করে স্নান করিয়ে দেন। ছেঁড়া ময়লা পোষাক তো আর পড়ানো যায় না, কিনে নিয়ে আসেন নতুন জামা। এমন কী পায়ের জুতো পর্যন্ত কিনে দেন বহরমপুর এনএইচ-৩৪ এর ওসি স্বপন রায়। এমনই মানবিক চিত্র দেখল ব্যস্তময় বহরমপুর শহর। এই বিষয়ে ওসি স্বপন রায় যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন দিবারাত্রি ডিউটি করার সময় অনেক অসহায় মানুষকে রাস্তায় দেখতে পাই, কখনো কাজ হারানো দিন মজুর কিংবা রিক্সা চালক কখনো বা ভারসাম্যহীন পাগল সারাদিন ক্ষেতে না পেয়ে দু মুঠো খাবারের জন্য ঝটপট করে। আমাদের চোখে পড়লে এইভাবেই সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। পাগলের মুখে ফুটল হাসি, আনন্দময় চোখ নিয়ে পাগলটি ধন্যবাদ জানাতে ভুল করেননি।

অব্যাহত তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরামবাগে আহত ১

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৯ মে ঃ মইদুলের অভিযোগ, তিনি তৃণমূলের মাদার সংগঠন করেন। আর তাই যুব তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু কর্মী তাঁকে মারধর করেছেন। নবজোয়ার কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরামবাগ সফর নিয়ে অঞ্চল কমিটির মিছিল হয়েছিল। অব্যাহত তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যার জেরে আহত আরও একজন তৃণমূল কর্মী। বর্তমানে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের হরিণখোলা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দর্জিপোতা এলাকায়। আক্রান্ত ওই তৃণমূল কর্মীর নাম শেখ মইদুল ইসলাম। মইদুলের অভিযোগ, তিনি তৃণমূলের মাদার সংগঠন করেন। আর তাই যুব তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু কর্মী তাঁকে মারধর করেছেন। নবজোয়ার কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরামবাগ সফর নিয়ে অঞ্চল কমিটির মিছিল হয়েছিল। সেই মিছিলকে কেন্দ্র করেই রবিবার থেকেই এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা ছিল। অভিযোগ তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এরপর সোমবার সকাল ৮ টা নাগাদ মইদুল ইসলামকে মারধরের অভিযোগ ওঠে যুবদের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যদিও তৃণমূলের যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

রাস্তার সূচনা করলেন উদয়ন গুহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ মে ঃ পুটিমারির বড়নাচিনা এলাকায় দীর্ঘবছর ধরে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তার কাজের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, পুটিমারি দুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিষ্ণু দাস, কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন। এদিন রাস্তার কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছে। ইতিপূর্বেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করেছেন।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Red Road, Kolkata in connection with EID- UL-FITR-2022 (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/019 of 22-23]. NOTICE INVITING QUOTATION (No-023/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **02.05.2022 up to 01.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Red Road, Kolkata in connection with EID- UL-FITR-2022 (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/020 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-024/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **02.05.2022 up to 01.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : Jagatdal, North 24 Parganas, W.B.743125
Phones: (033)2581-2757/3257-5388 Fax: 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com Website: www.aucklandjute.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023
(Rs. In lakhs except EPS)

Sl No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.23 (Audited)	Quarter Ended 31.03.22 (Audited)	Year Ended 31.03.23 (Audited)	Year Ended 31.03.22 (Audited)
1	Total income from operations (net)	5843.30	4171.65	22685.74	18389.75
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	137.96	(169.11)	391.55	432.24
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	137.96	(169.11)	391.55	432.24
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	99.61	(127.53)	303.09	338.52
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	88.42	(136.84)	315.26	372.78
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	410.68	410.68	410.68	410.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	_	_	5362.20	5046.94
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) Basic :	2.43	(3.11)	7.38	8.24
	Diluted:	2.43	(3.11)	7.38	8.24

Notes:
(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) and also on the Company's website (www.aucklandjute.com)
(2) The above audited results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Monday, 29th May, 2023.
(3) The figures for the quarter ended 31st March 2023 and 31st March 2022 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended 31st March 2023 and 31st March 2022 and the published year to date unaudited figures up to the third quarter ended 31st December 2022 & 31st December 2021 respectively.

For Auckland International Limited
Sd/-
H.S Bayed
Executive Director
DIN-00425481

Place : Kolkata
Date : 29th May, 2023

Mathew Easow Research Securities Ltd.
Regd. Off.: 128, Rashbehari Avenue, Rajkamal Building, 1st Floor, Kolkata - 700 029 Email : mers.ltd@gmail.com , Website : www.mersl.co.in
CIN - L74910WB1994PLC064483

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023
(₹. in Lakhs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended 31.03.23 (Audited)	Quarter Ended 31.12.22 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.22 (Audited)	Year Ended 31.03.23 (Audited)	Year Ended 31.03.22 (Audited)
1	Total Income from operations	60.59	62.01	(59.91)	247.20	244.65
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.73	0.96	(102.12)	6.37	(85.07)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.73	0.96	0.97	6.37	18.02
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.06	0.71	(0.56)	4.45	10.52
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.06	0.71	(0.56)	4.45	10.52
6	Equity Share Capital	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)				738.51	734.05
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic:	0.02	0.01	(0.01)	0.07	0.16
	Diluted:	0.02	0.01	(0.01)	0.07	0.16

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May, 29, 2023 and the audited results for the year ended March 31, 2023 have been duly audited by the statutory auditor of the company.
2. The Company is engaged in providing assistance to Corporate Bodies through Syndication of loans from various Bodies Corporate/Banks and Financial Institutions. In term of Ind AS 108 "Operating Segment", the Company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in respect of full financial year and the un-audited published year to date figures upto the third quarter of the finance year.
4. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.mersl.co.in.
5. Previous year's/period's figures have been re-grouped / rearranged wherever necessary.

For Mathew Easow Research Securities Limited
Sd/-
Beda Nand Choudhary
Director
(DIN -00080175)

Place : Kolkata
Date : 29.05.2023

ব্যবসার জন্য ১০ হাজার টাকা করে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে হাওড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ মে ঃ পিছিয়ে পড়া হকারদের ব্যবসার জন্য ১০ হাজার টাকা করে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে হাওড়া পুরসভা। সোমবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত। সোমবার দুপুরে এই নিয়ে হাওড়া পুরনিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুর প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি। আগামী জুন মাসের প্রথম দিক থেকেই এই কাজ শুরু হয়ে যাবে। ৪টি বিধানসভা এলাকায় শিবির করে সংশ্লিষ্ট এলাকার হকারদের হাতে ওই ঋণ তুলে দেওয়া হবে। মোট ৭৫৮ জন হকারকে এই ঋণ দেওয়া হবে বলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিধানসভাভিত্তিক হকারদের নামের তালিকাও তৈরি হয়েছে। এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে সৈকত চৌধুরী বলেন, এদিন আমরা পৌরনিগমে সাপ্তাহিক রিভিউ মিটিং করেছি। প্রত্যেক হকারকে ন্যূনতম শর্তে ১০ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়া হবে। জুনের প্রথম দিক থেকেই প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শিবির করে হকারদের হাতে ওই ঋণ তুলে দেওয়া হবে।

৭০ তম এভারেস্ট দিবস এবং তেনজিং নরগে শেরপার ১০৯ তম জন্মজয়ন্তী পালন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মে ঃ ৭০ তম এভারেস্ট দিবস এবং তেনজিং নরগে শেরপার ১০৯ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিনটিকে পালন করল শিলিগুড়ি পুরনিগম ও পরিবেশপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ন্যাফ। সোমবার সকালে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে তেনজিং নরগে শেরপার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ পুরনিগমের আধিকারিকরা তেনজিং নরগে শেরপার মূর্তিতে খাদা পড়িয়ে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তবে এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে আবারও তেনজিং নরগে শেরপাকে মরণোত্তর ভারত রত্ন দেওয়ার দাবি তোলেন মেয়র গৌতম দেব।

বি.আর.সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ-তে সিনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. এইচই-১৭/ডিএনবি ট্রেনিং/সিনিয়র রেসিডেন্ট. তারিখ: ২৬.৫.২৩
মেডিক্যাল ডিরেক্টরের কার্যালয়, বি.আর.সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এ নিম্নলিখিত সিনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগের জন্য ১৩.৬.২০২৩ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২টায় "ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ" অনুষ্ঠিত হবে। মনোনীত প্রার্থীরা নিম্নলিখিত শর্ত এবং চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন: যোগ্য প্রার্থীদের আবেদনপত্র এবং তিনটি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি (স্বাক্ষরিত) সঙ্গে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যার মধ্যে একটি প্রোফর্মায় (এই কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে) জুড়ে দিতে হবে। সমস্ত মূল নথি যেমন: দশম শ্রেণীর অ্যাডমিট কার্ড (বয়সের প্রমাণ হিসাবে), হায়ার সেকেন্ডারি বা সমতুল মার্কশিট, এমবিবিএস মার্কশিট (১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ), প্রফেশনাল ডিগ্রি সার্টিফিকেট, অ্যাটেম্পট সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, কনফারেন্সে যোগদান, জার্নালে প্রকাশিত কাগজপত্র, যদি কোন এমসিআই/রাজ্য রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকে, বর্তমান নিয়োগকর্তার যদি থাকে, কাছ থেকে NOC, যেখানে উল্লেখ থাকবে নির্বাচিত হলে, অবিলম্বে প্রার্থীকে ছেড়ে দেওয়া হবে, এক সেট নথি (ফটো কপি) সহ সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে।

হাসপাতালের নাম ও ঠিকানা	বিভাগ	শূন্যপদ
বি.আর.সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪	জেনারেল মেডিসিন	02 + প্যানেল
	প্যাথলজি	01 + প্যানেল
	পেডিয়াট্রিক্স	01 + প্যানেল

(১) জেনারেল মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক্স এবং প্যাথলজিতে প্রার্থীদের জন্য নিয়ম এবং শর্তাবলী: (ক) ন্যূনতম পেশাগত যোগ্যতা: তদুনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/DNB এবং সাক্ষাৎকারের তারিখ থেকে ৫ বছরের মধ্যে পাস করা প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে। (খ) বয়স (১.৬.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী): (১) স্নাতকোত্তর/DNB যোগ্যতা থাকা প্রার্থীদের জন্য ৩৭ বছর এবং (২) পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রিধারীদের জন্য ৪০ বছর; (৩) তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য উপরে বর্ণিত বয়সসীমার উপর ৫ বছর ছাড় দেওয়া হবে। (গ) ভাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে। (ঘ) সিনিয়র রেসিডেন্সির মেয়াদ: এই নিযুক্তিটি এক বছরের জন্য হবে, বর্তমানে ৩১.৮.২০২৩ পর্যন্ত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী। এটি প্রশাসনিক অনুমোদনের সাথে এক (১) বছর করে আরও দুইবার পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে। সিনিয়র রেসিডেন্টদের কাজের সময়কাল ৩ (তিন) বছরের বেশি হবে না। চুক্তির সমাপ্তি উভয় পক্ষের থেকে এক মাসের নোটিশে করা যেতে পারে বা প্রার্থীর এক মাসের বেতন সমর্পণের মাধ্যমে করা যেতে পারে। (২) সাক্ষাৎকারের স্থান, তারিখ এবং সময়: মেডিক্যাল ডিরেক্টরের কার্যালয়, বি.আর.সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এ ১৩.৬.২০২৩ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২টায়। (৩) প্রার্থীদের রিপোর্টিংয়ের সময়: রেজিস্ট্রেশন এবং নথি যাচাইকরণের জন্য বেলা ১১টা। (৪) ইন্টারভিউ এবং যোগদানের উদ্দেশ্যে কোন টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। (৫) যে কোন পর্যায়ে যে কোনো তথ্য গোপন করা হলে তৎক্ষণাৎ প্রার্থীপদ বাতিল করা হবে।

মেডিক্যাল ডিরেক্টর/বি.আর.সিং হাসপাতাল/শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex-Engineer (E)/Ltg/Zone-III/ KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :- (1st Call)

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/29
Name of the work : **Operation & maintenance of street lighting system at both sides of Sarat Bose Road under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.3,98,374.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **366 Days.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/33
Name of the work : **Repairing of street lighting system by slot covering and earthing, muffing and other electrical accessories at Gurusaday Dutta Road in Ward No.69.** Estimated Amount : **Rs.1,97,463.08.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Day.** Last Date & Time of submission of Bid : **09.06.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).** Bid opening date for Technical Proposals (online) : **09.06.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The Bid forms and other details are available on & from **30.05.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

D.G. (Electrical), KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT NO. : LTG/33/WD-27/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the work : **Repairing of bustee lighting system at different bustee areas and its surrounding places within Wd-27, Br.-IV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,48,509.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.**

2. NIT NO. : LTG/29/WD-28/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the work : **Repairing of bustee lighting system at different bustee and its surrounding area in Wd-28, Br.-IV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,49,586.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.**

3. NIT NO. : LTG/32/WD-23/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the work : **Repairing of bustee lighting system at different bustee and its surrounding areas in Wd-23, Br.-IV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,48,617.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **45 Days (for Sl.No. 1 to 3).** Last date and time of submission of Bid (online) : **13.06.2023 upto 3 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The Bid forms and other details are available on and from **30.05.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Ex.Engineer (Elec.) Lighting/Zone-II invites E-Tender by Two Bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/LTG/26/52/VI/Z-II/23-24
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting system at different bustee in Ward No.52.** Estimated Amount : **Rs.1,49,861.78.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **12 days.** Last date and time of Submission of Bid : **09.06.2023 upto 1 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **01.06.2023 at 1 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC invites tender online percentage rate two bid sytem for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/PUMP/103/23-24
Name of work : **Supplying, installation & operation of 2 Nos. 3" Dia portable pumps at different water logging pockets in Ward No.103.** Work value (Incl. GST & CESS)- Amount to be quoted- **(a) For working hours & (b) For idle hours.** Earnest Money : **Initially 2000 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of Tender).**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/PUMP/104/23-24
Name of work : **Supplying, installation & operation of 2 Nos. 3" Dia portable pumps at different water logging pockets in Ward No.104.** Work value (Incl. GST & CESS)- Amount to be quoted- **(a) For working hours & (b) For idle hours.** Earnest Money : **Initially 2000 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of Tender).**

3. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/PUMP/110/23-24
Name of work : **Supplying, installation & operation of 3 Nos. 3" Dia portable pumps at different water logging pockets in Ward No.110.** Work value (Incl. GST & CESS)- Amount to be quoted- **(a) For working hours & (b) For idle hours.** Earnest Money : **Initially 3000 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of Tender).**

4. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/PUMP/111/23-24
Name of work : **Supplying, installation & operation of 10 Nos. 3" Dia portable pumps at different water logging pockets in Ward No.111.** Work value (Incl. GST & CESS)- Amount to be quoted- **(a) For working hours & (b) For idle hours.** Earnest Money : **Initially 8000 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of Tender).**

5. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/PUMP/112/23-24
Name of work : **Supplying, installation & operation of 2 Nos. 3" Dia portable pumps at different water logging pockets in Ward No.112.** Work value (Incl. GST & CESS)- Amount to be quoted- **(a) For working hours & (b) For idle hours.** Earnest Money : **Initially 2000 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of Tender).**

6. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/PUMP/113/23-24
Name of work : **Supplying, installation & operation of 2 Nos. 3" Dia portable pumps at different water logging pockets in Ward No.113.** Work value (Incl. GST & CESS)- Amount to be quoted- **(a) For working hours & (b) For idle hours.** Earnest Money : **Initially 2000 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of Tender).** Period of Completion : **130 Days (for Sl.No. 1 to 6).** Last Date and Time of submission of Bid : **08.06.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 6).** The Tender will be opened on : **10.06.2023 (for Sl.No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **31.05.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 6)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 6).**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid systems for following works :- (1st Call)

1. NIT NO. : KMC/ROADS/NORTH/028/2023-2024
Name of work : **Supplying/raising/lowering manholes/Gully Pits at different heavy traffic roads of several spots under Br.-III.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,76,318.91** Earnest Money : **Rs.9,550.00**

2. NIT NO. : KMC/ROADS/NORTH/034/2023-2024
Name of work : **Repairing of trench disturbed by W/S Deptt. at 105/1 Bidhannagar Main Road to 68/3/1/C Bidhannagar Main Road etc. & drainage Deptt. and P.U. Agencies damaged at CIT Road, Maniktala Main Road and surrounding area under Br.-III.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,86,842.60.** Earnest Money : **Rs.9,750.00.** Period of Completion : **180 Days (for Sl.No. 1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/ROADS/NORTH/031/2023-2024
Name of work : **Restoration of trench disturbed by W/S Deptt. from 16/7 Canal East Road to 20 Canal East Road in Ward NO.14, Br.-III.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,94,406.72.** Earnest Money : **Rs.3,900.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.06.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **01.06.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 3)** in the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

198/23-24

কেকেআরে শুভমন গিল এবং সূর্য কুমার পাননি যোগ্য সম্মান

শাহরুখের দল ছেড়েই ফিরেছে ভাগ্য

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কলকাতা নাইট রাইডার্স নাকি আইপিএলের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। কথাটা ১০০ সঠিক। শাহরুখ খান ক্রিকেটারদের পরিবারের মতো ভালোবাসেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছুদিন আগেই রবিন উথাপ্পা বলেছিলেন কেকেআর ক্রিকেটারদের যোগ্য সম্মান দিতে পারে না। একই অভিযোগ ছিল কুলদীপ যাদবের। এটা ঠিক যারাই কেকেআর ছেড়েছেন তারা অন্য দলে গিয়ে সফল হয়েছেন। আসলে শাহরুখ খানের দলের দক্ষিণ ভারতীয় কর্তা অত্যন্ত চতুর এবং নিম্ন মানসিকতার। ক্রিকেটের কিছুই বোঝেন না, অথচ দেখান যেন সবকিছু জানেন। চাকরি বাঁচাতে তাকে চটাতে পারেন না দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা টেকনিক্যাল লোকজন। যে কেকেআর দলে চার বছর থেকে ৫৮ টা ম্যাচ খেলে বিদায় নিতে হয় শুভমন গিলকে সেই দলের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কম কথা বলাই ভাল। একই কথা

প্রযোজ্য সূর্য কুমার যাদবের ক্ষেত্রে। তিনিও কেকেআর দলে ছিলেন। এটা ঠিক এখন এই দুজন ব্যাটসম্যান যেমন ছন্দে রয়েছেন তেমনটা কেকেআর জার্সিতে ছিলেন না তারা। কিন্তু একজন ক্রিকেটারকে মানসিকভাবে সঠিক জায়গায় রাখতে ম্যানেজমেন্ট এর কর্তব্য আছে। সেটা গুজরাত দেখাতে পেরেছে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পারে। কিন্তু কেকেআর পারে না। বছরের পর বছর চরম ব্যর্থ আন্দ্রে রাসেল এবং সুনীল নারিনকে তারা রেখে দিতে পারে। কিন্তু তরুণ ভারতীয় ক্রিকেটারদের রাখতে পারে না। কেকেআর সমর্থকরা দুঃখ করছেন আজ যদি তাদের দলে গিল অথবা সূর্য থাকতেন, ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা করতে হত না। কিন্তু কেকেআর ম্যানেজমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিটাই নেই একেবারে। শাহরুখ সারা বছর ক্রিকেট দলকে সময় দেওয়ার সময় বের করতে পারেন না। জুহি চাওলা এবং তার ব্যবসায়ী স্বামী সখের ক্রিকেট দেখতে আসেন। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। আট বছর ধরে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে না কেকেআর। চরম ব্যর্থতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? বেকার কলকাতার নাম খারাপ করছে তারা। না আছে ক্রিকেটার চেনার ক্ষমতা, না আছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ইচ্ছে। শুধু গুনে গুনে টাকা নিয়ে যাওয়া একমাত্র লক্ষ্য। সেটাই কারণ হয়তো এখন বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে কেকেআর নিয়ে পাগলামি কমে গিয়েছে।

লিগ আঁ-র পুরস্কার অনুষ্ঠানে না গিয়ে কোল্ডপ্লের কনসার্টে মেসি

বার্সেলোনা, ২৯ মেঃ একটি গোল, দুটি লক্ষ্য পূরণ। শনিবার রাতের পিএসজি-স্ত্রাসবুর্গ ম্যাচটি লিওনেল মেসির জন্য ছিল এমনই। স্ত্রাসবুর্গের মাঠে হওয়া ম্যাচটিতে মেসির গোলে ১-১ ড্র করে পিএসজি। এই ড্রয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'তে নিজেদের ইতিহাসে ১১তম শিরোপা নিশ্চিত করে পিএসজি। আর ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে টপকে মেসি হয়ে যান ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৪৯৬)। রেকর্ড গড়ে দলকে জিতিয়ে খুব বেশি সময় ফ্রান্সে থাকেননি মেসি। উড়ে যান বার্সেলোনার উদ্দেশে। না, কোনো দলবদলসংক্রান্ত কাজে নয়। নিজের অন্যতম পছন্দের গানের দল

কোল্ডপ্লের কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন মেসি। এর জন্য মিস করেছেন লিগ আঁ-র পুরস্কার অনুষ্ঠান। লিগ আঁ-র পুরস্কার অনুষ্ঠানে মেসি কিছু জেতেননি। লিগের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে এমবাপে, আশরাফ হাকিমি ও নুনো মেন্দেজের সঙ্গে মেসিও ছিলেন লিগ আঁ-র বর্ষসেরা সেরা একাদশে। বার্সেলোনা শহরের মন্তহুইচ স্টেডিয়ামে কোল্ডপ্লের কনসার্টে মেসি অবশ্য গিয়েছেন নীরবেই। মন্তহুইচের নিচের দিকের গ্যালারিতে একাই বসে থাকতে দেখা গেছে তাঁকে। কিন্তু মেসি নিজেকে আড়াল করতে চাইলেই কি আর পারেন! বার্সেলোনা সমর্থকদের একটা দল তাঁকে ঠিকই চিনে ফেলে। মেসিকে এত কাছে পাওয়ার পর যা করার, বার্সেলোনার সমর্থকেরা সেটাই করেছের। তাঁরা মেসির নামে স্লোগান দিয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে অটোগ্রাফ দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি মেসির।

দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল

রোহিতের সঙ্গে লন্ডন পাড়ি দিলেন যশস্বী

লন্ডন, ২৯ মেঃ ভারতের কোটিপতি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের পর্ব আজই শেষ। ২৮ মে এ বারের আইপিএল ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। আমেদাবাদে রবিবার মুষলধারে বৃষ্টির কারণে যা সম্ভব হয়নি। তার বদলে ২৯ মে, আজ রিজার্ভ ডে-তে হল আইপিএল ফাইনাল। ২ মাসের মহাযজ্ঞ শেষ হল সোমবার রাতে। আর এরপরই ভারতের ক্রিকেট প্রেমীরা গলা ফাটাতে শুরু করবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য। দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্ব টেস্ট ফাইনাল। ৭ জুন থেকে শুরু হবে আইসিসির এই মেগা ইভেন্ট। এ বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য ইংল্যান্ড উড়ে গেলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁর সঙ্গে গেলেন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। ১৬তম আইপিএলে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের ফলে, রাজস্থান রয়্যালসের যশস্বী জয়সওয়ালকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য ভারতীয় স্কোয়াডে রেখেছে বিসিসিআই। তিনি স্ট্যান্ডবাই হিসেবে ইংল্যান্ডে গেলেন। রোহিতের সঙ্গে বিমানে

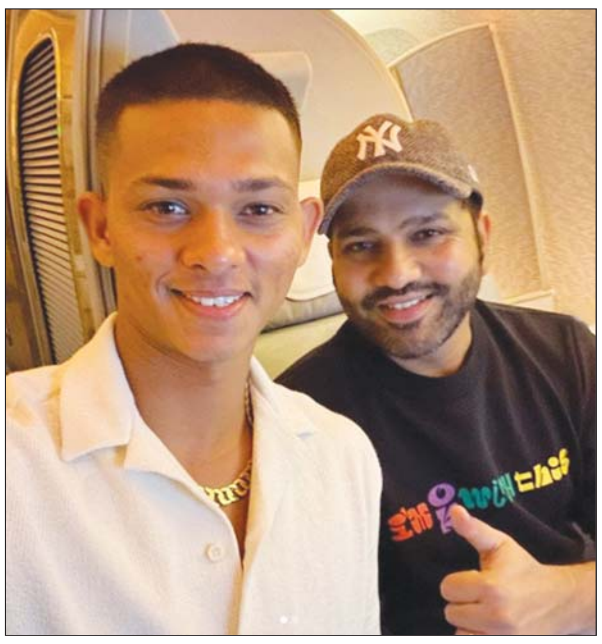

সেলফি নিয়ে তা ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করেছেন যশস্বী। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।' পিঙ্ক আর্মির তারকার পোস্টে লাইক ও কমেন্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে। যশস্বীর পোস্টে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরুণ ক্রিকেটার তিলক ভার্মা কমেন্ট করেন, 'তোমার জন্য অনেক খুশি জাসু।' পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটার ধবল কুলকার্নি লেখেন, 'যোগ্য হিসেবে এই সুযোগ পেয়েছ তুমি।' বিরাট কোহলি, শার্দূল ঠাকুর, উমেশ যাদব-সহ অনেকেই বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের জন্য ইংল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছেন। বাকি থাকা ক্রিকেটাররা আইপিএল ফাইনাল হলেই সেখানে পৌঁছে যাবেন।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য ভারতের ১৫ জনের স্কোয়াড- রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্কে রাহানে, কেএস ভরত (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদব, জয়দেব উনাদকাট ও ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার)। স্ট্যান্ডবাই প্লেয়ার- যশস্বী জয়সওয়াল, মুকেশ কুমার ও সূর্যকুমার যাদব।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ১৫ জনের স্কোয়াড- প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্টিভ স্মিথ (সহ অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, মার্নাস লাবুশানে, ট্রেভিস হেড, অ্যালেক্স ক্যারি, স্কট বোল্যান্ড, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, উসমান খোয়াজা, জস ইংলিস, জশ হ্যাজেলউড, টড মার্ফি, নাথান লিয়ঁ, মিচেল স্টার্ক। স্ট্যান্ডবাই প্লেয়ার- মিচেল মার্শ ও ম্যাথু রেনশ।

লিগের সেরা হয়ে মেসিকে ধন্যবাদ জানালেন এমবাপে

প্যারিস, ২৯ মেঃ ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ' এখনো শেষ হয়নি, আরও এক রাউন্ডের খেলা বাকি আছে। এক ম্যাচ হাতে রেখেই অবশ্য শিরোপা জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে পিএসজি। এরই মধ্যে লিগ ওয়ানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কার অনুষ্ঠানও হয়ে গেছে। ক্যারিয়ারে চতুর্থবারের মতো ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'র সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন পিএসজির তারকা কিলিয়ান এমবাপে। গতকাল এক অনুষ্ঠানে লিগের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এই মরসুমে ২৮ গোল করা এমবাপের হাতে। এখন পর্যন্ত লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপেই। তবে তাঁর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন অলিম্পিক লিওঁর আলেক্সান্দ্রে লাকাজেত, ২৭ গোল নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন তিনি। ২৪ গোল নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছেন লিলের কানাডিয়ান ফরোয়ার্ড জোনাথান ডেভিড। এমবাপের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে অবদান আছে লিওনেল মেসিরও। মরসুমজুড়েই পিএসজি সতীর্থদের দিয়ে গোল করানোয় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন ধারাবাহিক। লিগে মেসির অ্যাসিস্ট এখন পর্যন্ত ১৬টি। এর বেশির ভাগই এমবাপের গোলে। স্বাভাবিকভাবেই লিগের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে মেসিকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এমবাপে। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে লিগ ওয়ানে চারবার সেরার পুরস্কার পাওয়া এমবাপে পুরস্কার নিতে গিয়ে বলেছেন, ''অবশ্যই আমি লিওকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সব খেলোয়াড়ের মতো সেও আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।''

শিরোপার জন্য লড়তে 'আরও খেলোয়াড়' চাই ম্যানইউ কোচের

ম্যানচেস্টার, ২৯ মেঃ লিগে রবিবার শেষ রাউন্ডে ফুলহ্যামের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-১ গোলে জিতেছে ইউনাইটেড। ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করেছে তারা। গত ফেব্রুয়ারিতে লিগ কাপ জেতে ইউনাইটেড, ২০১৭ সালের পর যা তাদের প্রথম শিরোপা। সুযোগ আছে আরেকটি জেতার। আগামী শনিবার এফএ কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে খেলবে ইউনাইটেড। এই মরসুমে নিজেদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হলেও আগামী মরসুমে আরও ভালো করতে চান টেন হাগ। ফুলহ্যাম ম্যাচের পর প্রাক্তন আয়াক্স কোচ বলেন, আসছে দলবদলে দলের শক্তি না বাড়ালে অন্য দলগুলোর চেয়ে পিছিয়ে পড়বেন তারা। ''এই মরসুমে আমরা দেখিয়েছি যে আমরা উন্নতি করেছি, এজন্য খেলোয়াড় ও কোচদের প্রশংসা প্রাপ্য। আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি, তবে আমাদের বিনিয়োগ করতে হবে। ক্লাবের সবাই জানে, আমরা যদি (লিগে) শীর্ষ চারে থাকার জন্য খেলতে চাই, এই কঠিন লিগে শিরোপার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই, তাহলে আমাদের বিনিয়োগ করতে হবে। নয়তো আমাদের সামনে কোনো সুযোগ থাকবে না, কারণ অন্য ক্লাবগুলো বিনিয়োগ করবে।'' প্রিমিয়ার লিগের সফলতম ক্লাব ইউনাইটেড সবশেষ লিগ শিরোপা জিতেছিল ২০১২-১৩ মরসুমে, স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের কোচিংয়ে।

সুব্রত'র ব্যাঙ্ক থেকে উধাও ১৭ লক্ষ টাকা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ বিখ্যাত ডিফেন্ডারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও লক্ষাধিক টাকা! অনলাইন প্রতারণার ফাঁদে পড়লেন সুব্রত ভট্টাচার্য। ভারতের প্রবাদপ্রতিম ডিফেন্ডারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা। বড়সড় বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন ময়দানের বাবলুদা। পার্ক স্ট্রিটে স্টেট ব্যাঙ্ক শাখার অ্যাকাউন্ট থেকে ওই টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে। কী ভাবে টাকা গায়েব হল, তা নিয়ে দিনভর হয়রান সুব্রত ভট্টাচার্য। খেলোয়াড় জীবনে বড় বড় ফুটবলারদের রুখে দিয়েছেন। সেই সুব্রতর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকেই কিনা উধাও হয়ে গেল লক্ষাধিক টাকা। যা বুঝতেই পারেননি তিনি। স্মার্ট ফোনে অভ্যস্ত নন। তাই সাধারণ ফোনই ব্যবহার করেন সুব্রত ভট্টাচার্য। সুব্রতর দাবি, তিনি কারও সঙ্গে এটিএম পিন কিংবা ওটিপিও শেয়ার করেননি কখনও। তা সত্ত্বেও কী ভাবে এতগুলো টাকা উধাও হয়ে গেল, তা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায়। সারা জীবনের সঞ্চয় খুইয়ে নিঃস্ব সুব্রত। গল্ফগ্রিন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সুব্রত ভট্টাচার্য। এক মাসেরও বেশি সময় আগে ঘটনাটি জানতে পারেন তিনি। স্টেট ব্যাঙ্কের পার্ক স্ট্রিট শাখা থেকে টাকা তুলতে গিয়ে এই জালিয়াতির ঘটনাটি জানতে পারেন। সুব্রত বলেন, ''আমি তো স্মার্ট ফোন ব্যবহার করি না। সাধারণ ফোনেই বরাবর অভ্যস্ত। তার মানে এই নয় যে, এটিএম পিন কিংবা ওটিপি কাউকে দিয়েছি। তাও কি ভাবে এতগুলো টাকা উধাও হয়ে গেল, বুঝতেই পারছি না।'' চাকরি ও কোচিংই সর্বস্ব ছিল সুব্রত। সারা জীবনের সঞ্চয় রেখেছিলেন ব্যাঙ্কে। তাই উধাও হয়ে গিয়েছে। সুব্রত একরাশ মন খারাপ নিয়ে বললেন, ''জানেন সারাজীবনের সঞ্চয় ছিল। সব টাকা কে বা কারা যে তুলে নিল!'' ফোনের ওপার থেকে গলা বুজে আসছিল সুব্রতর। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির পুরো ঘটনা শোনালেন সুব্রত ভট্টাচার্যের স্ত্রী। তিনি বলেন, ''বিভিন্ন এটিএম থেকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা করে তোলা হয়েছে নানা সময়। এটা একদিনে হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে হয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এটা আমরা জানতেই পারিনি। আমার স্বামীর ফোনে সব সময় মেসেজও আসত না। আর ও স্মার্ট ফোন ব্যবহার না করায় জানতেও পারেনি। ২৩ তারিখ পার্ক স্ট্রিটের এক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দু'বার করে সাড়ে ৯ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। এরপর বাগবাজারের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ফের সাড়ে ৯ হাজার টাকা তুলেছে। কিভাবে এটিএম কার্ডের পিন জানতে পারল, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখন মাত্র ২২৩ টাকা পড়ে রয়েছে।'' থায়ান ডায়েরি করা হলেও কোনও সুরাহা হয়নি।

প্রথম রাউন্ডেই বিদায় ইয়ামারের

প্যারিস, ২৯ মেঃ কয়েক দিন আগের ঘটনা। লিয়ঁ ওপেনে ফ্রান্সের আর্থার ফিল্‌সের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন মেজাজ হারিয়েছিলেন এক সুইডিশ টেনিস খেলোয়াড়। মেজাজ হারিয়ে আম্পায়ারের চেয়ার লক্ষ্য করে সজোরে টেনিস র‍্যাকেট দিয়ে মারেন। তার আগে আম্পায়ারের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়েও জড়িয়ে পড়েন মিকায়েল ইয়ামার। প্রথম সেটের পরই ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন সুইডিশ টেনিস খেলোয়াড়। যে ঘটনা মোটেই ভালো ভাবে নেয়নি টেনিস বিশ্ব। বিশ্বের এক নম্বর

কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে সংবাদের শিরোনামে এলেও ইয়ামারের মেজাজ হারানোর ঘটনাও টেনিসবিশ্বে এখন চর্চিত। চেয়ার আম্পায়ার ইয়ামারের আবেদনে সাড়া না দেওয়াতেই মেজাজ হারিয়েছিলেন। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়েছিল, চেয়ার আম্পায়ারকে নীচে নেমে আসার নির্দেশ পর্যন্ত দেন তিনি। সেই ইয়ামার ফরাসি ওপেনে প্রথম রাউন্ডে হেরে বিদায় নিলেন। ইতালির লোরেঞ্জো মুসেত্তির কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নিলেন ইয়ামার। প্রথম তিন সেটেই ধরাসায়ী সুইডিশ টেনিস খেলোয়াড়। খেলার ফল মুসেত্তির পক্ষে ৭-৫, ৬-২, ৬-৪। বিশ্বের টেনিস ক্রমতালিকায় ৫৬ নম্বরে রয়েছেন ইয়ামার। ২৪ বছরের টেনিস খেলোয়াড় ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নেওয়ার পর বলেন, ''সবাইকে সম্মান দিয়েই বলছি, ভিডিয়োয় পরিষ্কার দেখা গিয়েছে কী কারণে আমি ও রকম আচরণ করেছিলাম। জানি সেটা ভুল হয়েছে। তবে আমাকেও তো ওই ঘটনাটা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। ভিডিয়োয় পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে আমার শরীরী ভাষা।'' ফরাসি ওপেনে নামার আগে ইয়ামার বলেছিলেন, ''এটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম। আমাকে টিকে থাকতে হবে। আমি এই মুহূর্তটা নিয়েই এখন ভাবছি। এর আগে আমি এমন কিছু ঘটনা ঘটাইনি।'' ফরাসি ওপেনে ইতালিয়ান টেনিস তারকা মুসেত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারেননি ইয়ামার। খেলার শুরু থেকেই দখল নেন মুসেত্তি। পেটের সমস্যার কারণে ম্যাচের আগের দিন ঠিক ভাবে অনুশীলনই করতে পারেননি মুসেত্তি। তাও মাঠে নেমে স্ট্রেট সেটে জয় ছিনিয়ে নেন।

জয় দিয়েই বুসকেতস-আলবাকে বিদায় জানাল কাম্প ন্যুও

কাম্প ন্যুও, ২৯ মেঃ জর্দি আলবার চোখের জল বাঁধ মানছিল না। সের্হিও বুসকেতস আবার হাসিই থামাতে পারছিলেন না। দুজনের বিদায়ের ধরন দুই রকম হলেও কাম্প ন্যুওতে আসা প্রায় ৯০ হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁদের সম্মান জানিয়েছে। কাম্প ন্যুও গতকাল রাতে আক্ষরিক অর্থেই আবেগ প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে উঠেছিল, বেজেছিল করুণ সুর। বুসকেতস, আলবা আর কাম্প ন্যুও মিলে গিয়েছিল এক বিন্দুতে। উপলক্ষ-তিন আইকনের একসঙ্গে বিদায়। লা লিগায় ১০ জনের মায়োর্কাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে সেটা জয়ের রঙেই রাঙিয়েছে বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে আনসু ফাতি জোড়া গোল করার পর দ্বিতীয়ার্ধে জাল কাঁপান গাভি। তবে ফল ছাপিয়ে আলোচনায় তিনটি নাম। বার্সার পরম আপন হয়ে ওঠা বুসকেতস ও আলবা যে প্রিয় ক্লাবের জার্সিতে ঘরের মাঠে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলেছেন। আর সংস্কারের জন্য কিছুদিনের বন্ধ হতে যাওয়া কাম্প ন্যুও জায়গা করে নিয়েছে মানুষের স্মৃতিতে। ম্যাচ শেষ হতেই মাঠে নেমে আসেন বার্সার সব খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের সদস্যরা। ক্রাচে ভর করে নেমে আসেন এ ম্যাচেই ভয়ংকর ট্যাকলের শিকার হওয়া আলেহান্দ্রো বালদে। কাম্প ন্যুওর জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হয় কাতালান ক্লাবটির স্মরণীয় কিছু পারফরম্যান্স। দুই ক্লাব কিংবদন্তির নানা কারিকুরি। এরপর এই মরসুমে বার্সার জেতা দুটি ট্রফি (লা লিগা ও কোপা দেল রে) নিয়ে আসেন বুসকেতস ও আলবা। সে সময় দুজনকে দেওয়া হয় গার্ড অব

অনার। পরে তাঁদের শূন্যে ভাসিয়ে বিদায়ী মুহূর্তও আনন্দঘন করে তোলেন সতীর্থেরা। ২০০৮ সালে বার্সার মূল দলে যোগ দেন বুসকেতস। আলবা আসেন ২০১২ সালে। বার্সার সোনালি সময়ের শেষে দুই প্রতিনিধির ক্লাবটির হয়ে খেলা ম্যাচ যোগ করলে সংখ্যাটা ১১৮১! জিতেছেন সম্ভাব্য সব শিরোপা। গত এক যুগে বার্সার সব আনন্দ-বেদনার সাক্ষী তাঁরা। বিদায়বেলায় তাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। বিদায়ী বক্তব্যে বুসকেতস বলেছেন, ''ছোটবেলাতেই স্বপ্ন দেখেছি, একদিন আমি এই স্টেডিয়ামে (কাম্প ন্যুও) খেলব। আজ (কাল) এখানে দাঁড়ি পড়ে গেল। এখন আমি চলে যাচ্ছি। তবে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে পূরণ করেই যাচ্ছি। যেখানেই গিয়েছি, মনে হয়েছে এটা বিশ্বসেরা ক্লাব। এই গৌরব পৃথিবীর কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'' যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে পাশে ছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ বুসকেতস, ''এই দীর্ঘ ভ্রমণে যেসব খেলোয়াড়, কোচ, কর্মীরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ। আর আপনাদের (ভক্তদের উদ্দেশে) তো অবশ্যই। আমার পরিবারকেও ধন্যবাদ। মাঠে সেরাটা দেওয়ার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি। আমি সত্যিই খুব খুশি।'' ভবিষ্যতে কাম্প ন্যুওতে ফিরবেন বলেও জানিয়েছেন বুসকেতস, ''এটা আমার প্রাণের ক্লাব। এখানে থেকেই অনেক শিরোপা জিতেছি। তবে এটাকে আমি শুভ বিদায় বলছি না, শিগগিরই আবার দেখা হবে। বার্সা দীর্ঘজীবী হোক, কাতালোনিয়া দীর্ঘজীবী হোক।' আলবা বলেছেন, ''সবাইকে ধন্যবাদ। এই জার্সি পরে এতগুলো বছর ডিফেন্ডারের দায়িত্ব পালন করতে পারা সম্মানের। আজ আমি তাঁদের স্মরণ করছি, যাঁরা আমার কেরিয়ারে বড় ভূমিকা রেখেছেন।'' বার্সার হয়ে ১৭টি ট্রফি জিতলেও বিদায়ের রাতটাকেই সেরা মনে করেন আলবা, ''এত মানুষের ভালোবাসা পাব, ভাবিনি। সত্যি বলছি, এটাই আমার জীবনের সেরা দিন। আমি বিশেষ একজনের নাম বলতে চাই, যিনি ২০১২ সালে আমাকে এখানে এনেছিলেন। তিনি তিতো ভিলানোভা (বার্সার প্রয়াত কোচ)।'' আলহান্দ্রো বালদে আসার পর শুরুর একাদশে আর নিয়মিত হতে পারেননি আলবা। তবে নিজেকে বার্সার গুরুত্বপূর্ণ অংশই মনে করতেন এই ডিফেন্ডার, ''আমি এই মরসুমে খুব বেশি ম্যাচ পাইনি। তবে নিজেকে কখনো কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবিনি। আমি সবাইকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। এটার জন্য আমি গর্বিত।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501